কমিউনিষ্টতো নয়ই
জন্মসুত্রেও বলশেভিকরা
খুনি ও ধাপ্পাবাজ
বুর্জোয়াদের অধম

শাহ্ আলম

প্রকাশনায়:

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২

চাঁদপুর, বাংলাদেশ ।

ই-মেইল:

icwfreedom@gmail.com

icwfreedom@yahoo.com

ওয়েব-সাইট:

www.icwfreedom.org

মোবা: (৮৮)+০১৬-৭৫২১৬৪৮৬,০১৭২-০০৮৫৮৫৩,

০১৭১-৭৮৯৫৮৫৭, এবং ০১৮১-৯০৭৬৩৫৭ ।

প্রকাশকাল:

জুলাই-২০১০।

মুদ্রণে-

দি চিত্রা প্রিন্টার্স

২০, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫ ।

৬০ টাকা।

পটভূমি

"লেনিন চীট এন্ড বিট্রেয়িং মার্কস সো আই.এম.এফ-দি ওয়ার্ল্ড লর্ড এন্ড....." পুস্তকের প্রাককথায় আমরা বলেছিলাম-" সাম্যের বোধে ও সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমরা শুধু সাহস করে বিজ্ঞানী মার্কস-এ্যাংগেলসের সহিত ভন্ড-প্রতারক লেনিন-মাওদের মধ্যকার হিসাব-নিকাশ চিরদিনের মতো চুকিয়ে দেওয়ার কর্তব্য কর্মটি প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন করলাম। আর লেনিনবাদী উপখ্যানকে সাংগ করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক তথা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায়-শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি গড়ার প্রারম্ভিক কাজও শুরু করলাম।" অনরূপ কাজের প্রক্রিয়ায় -সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ নামযুক্ত সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির দুনিয়াময় অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম কোন কোন সংগঠন আমাদের মতোই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিশ্ব বিপ্লবের শর্তাধীন মনে করে, জাতীয় মুক্তির নামে রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে লেনিনের মতো সমাজতন্ত্র নয়, স্রেফ পুঁজিবাদই মনে করেও লেনিনকে তদার্থে দায়-দোষী গণ্য করছে না। কেউ কেউ বলশেভিকদের ষড়যন্ত্রমূলক ক্ষমতা গ্রহণকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলছে, তবে প্রতিবিপ্লবের কারণে এমনকি লেনিনের জীবৎদশায়ই রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী প্রতারিত হয়েছে; বাদ যায়নি বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী বলেও মনে করছে। আবার,তাঁরা নিজেদের ভিত্তি হিসাবে ন্যাশনাল লিবারেশনের শর্তে গঠিত লেনিনের বিশ্বজয়ের হাতিয়ার তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিককেও স্বীকার করছে। এতে মার্কসদের সুত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদ বিনাশে সমাজান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কেই ভ্রান্তি জন্ম নেওয়াই স্বাভাবিক। কারণ- দুনিয়া জয়ী অতিবৃদ্ধ পুঁজিবাদী সমাজের অতিরিক্ত উৎপাদন সংকটে জরাজীণ অতীত আশ্রিত পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ শ্রমিক ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভিতরকার সংগ্রামের আবশ্যিক ফল হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এবং মার্কসের ভাষায়-'সমাজ সংগঠনের পরিপূর্ণ রূপান্তরই যেখানে প্রশ্ন সেখানে জনসাধারণকে নিজেদেরই তার মধ্যে সামিল হতে হবে, আগেই তাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে প্রশ্নটা কী, কায়মনোবাক্যে কিসের জন্য তারা নামছে।' কাজেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানে লেনিনের মতো কতিপয় 'প্রতিভাবান' লোকের যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা দখল যেমন নয়, তেমন পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলোর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐকমত্য ছাড়াও শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় তথা পুঁজিবাদী সমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রতিস্থাপন করাও সম্ভব নয়। এবং সেই জন্যই শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি বা শ্রমিক শ্রেণীর একটি একক বৈশ্বিক পার্টি বিকল্পহীন শর্ত। কাজেই, ঘোষিত বিশ্ব বিপ্লব পন্থীদের ঐতিহাসিক অবস্থান ও কর্মসূচি সামঞ্জস্যহীন বলেই প্রলেতারীয় শ্রেণীর মুক্তি বস্তুত মানব জাতির স্বাধীনতা-শান্তির জন্য অনুরূপ অসমঞ্জস্যতা নিরসন হওয়া জরুরীভাবে আবশ্যক; এবং বাংলাদেশের লেনিনবাদীদের নানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিজেদের স্ব-পক্ষ সমর্থন অথবা তাঁরা কেবলই লেনিনবাদী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিক , এইরূপ বক্তব্য দেওয়াসহ নানানভাবে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েও প্রকাশ্য বা সরাসরি বা লিখিতভাবে তাঁদের কোন প্রতিক্রিয়া না পেলেও বিশ্বাসযোগ্য সুত্রেই অবহিত হয়েছি যে, লেনিনবাদী মোড়লরা আমাদের প্রকাশিত বই-পুস্তক না পড়েই তাঁদের স্বভাবমতো আমাদের বক্তব্য বিষয়ে নয়, কেবলই আমাদের বিরুদ্ধে নানান কুৎসা-নিন্দা ও অপবাদ ছড়াচ্ছে। এঁদের নোংরামির জবাব দেওয়ার দায় না থাকলেও সত্যি সত্যি যাঁরা সমাজতন্ত্রের জন্য আন্তরিক তবে ভ্রান্তভাবে লেনিনীয় ধারাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন মনে করে রাজনীতিতে সক্রিয় আছেন তাঁদের ভ্রান্তি নিরসনে সহযোগিতা করা আমাদের দায় বটে।

উপর্যপুরি,আমাদের ঘোষণামতোই লেনিনদের রাজনৈতিক জন্ম বৃত্তান্ত নিশ্চিত করা আবশ্যক।

এতদ্বিদ উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি রচিত হল। তবে, মার্কসদের মূল্যায়নে সমাজতন্ত্র যেহেতু পুঁজিবাদী সংকটের পরিণতি সেহেতু লেনিনবাদের ভূত তাড়িয়ে ' দুনিয়ার মজুর এক' হতে পারার শর্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতো ভয়ানক সংকটে হাল আমলেও নিমজ্জিত হয়ে কবরপাড়ে

উপনীত পুঁজিবাদ -প্রকৃতার্থে ১৯০০ সালেই মরণদশায় নিপতিত হয়েছিল। অথচ, পুঁজিবাদ আজো টিকে আছে ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক মোড়লরা সহ লেনিনদের বজ্জাতির বদৌলতে। প্রতারক-বিশ্বাসঘাতক লেনিনরা জন্মসূত্রেই কমিউনিষ্ট না হলেও প্যারী কমিউনের উদ্ভব সহ বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতন্ত্রের প্রভাব এবং মার্কসদের আবিস্কৃত-ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান- ভ্রান্ত, তা বলার যেমন সুযোগ ছিল না তেমন সরাসরি পুঁজিবাদের কথা বলে মরণ দশায় উপনীত পুঁজিবাদকে রক্ষার সুযোগ ছিল না বলেই সাম্ভাব্য মহাসংকট হতে পুঁজিবাদকে পরিত্রাণে ২য় আন্তর্জাতিকের বেঈমান মোড়লরা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রতরণামুলে দেশ-জাতিহীন শ্রমিক শ্রেণীকে কেবলই জাত-জাতি বা জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রিক গন্ডিতে আবদ্ধ করার হীন মানসে ১৮৯৬ সালে গ্রহণ করেছিল তথাকথিত 'জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার'-এর ভুয়া রাজনীতি।

লেনিনরা সেই সুযোগে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর অনুরূপ রাজনীতিকে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশের নামে কার্যকরী করার অপচেষ্টায় পূর্ব পরিকল্পনামতো জারতন্ত্রের সেনা-কর্তাদের সহযোগে ও সংকটাপন্ন জার্মান পুঁজির অনুকূলে এবং জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে রাতের আধাঁরে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে নজিরবিহীনভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করেও অনুরূপ শোষণমূলক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা হিসাবে নিজেরাতো বটেই এমনকি প্রথাগত পুঁজিবাদীদের সহযোগে ভয়ানকভাবে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে একদিকে যেমন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্ম্পকে বিভ্রান্তি ছড়াতে সফল হয়েছে; আরেকদিকে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীসহ মুক্তিকামী মানুষকে বিভ্রান্তকরণে সাময়িকভাবে হলেও সক্ষম হয়েছে বলেই পুঁজিবাদের কবরখনক শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণী চৈতন্যের আন্তর্জাতিকতাবাদকে ভুলে গিয়ে নানান জাত-জাতি ও জাতি রাষ্ট্রের গন্ডিতে যেমন ভাগ-বিভাগ হয়েছে তেমন লেনিনবাদীদের কমিউনিষ্ট পার্টির নামে দেশ বা রাষ্ট্র ভিত্তিক নানান পার্টির প্রভাবে প্রায় প্রতিটি দেশেই বুহধাভাগে বিভক্ত হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অক্ষম রাষ্ট্র বিশেষ স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার অক্ষমতায় নানান ভাগ-বিভাগে বিভাজিত ও বিভক্ত হলে কথিত কমিউনিষ্টরা ঐসকল অকার্যকর রাষ্ট্র ভাগ-বিভাগ হওয়ার আগেই কথিত জাত-জাতির নামে পার্টিকেও ভাগ-বিভক্ত করেছে বলেই দুনিয়ার শ্রমিকরা কেবলই বিভক্ত।

ফলে- শ্রমিক শ্রেণী যে, স্বীয় মুক্তি অর্জনে দুনিয়াময় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সেজন্যই বিজয় অর্জন ও সংগ্রামের মৌল নীতি হিসাবে ' দুনিয়ার মজুর এক হও' রণধ্বনি যথার্থভাবে নির্ধারিত হয়েছিল; অথচ, সেই ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে আওড়ালেও কার্যত লেনিনবাদের বদলৌতে-দেশ বা রাষ্ট্র ভিত্তিক তথাকথিত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাবাধীন শ্রমিক শ্রেণী তা অর্জন অর্থাৎ দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতির কার্যকর রূপ যে সাংগঠনিকভাবেই হাসিল করা প্রয়োজন তাও যেমন ভুলেছে তেমন অনুরূপ বৈশ্বিক ঐক্য ও সংহতি ছাড়া যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, একথাও ভাবতে পারছে না । তাছাড়া- দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের গন্ডিতে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়ে মরণাপন্ন পুঁজিবাদ বিশ্ব পরিসরে পুঁজির কর্তৃত্ব নিশ্চিতিতে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ নানান বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়নি, সমগ্র দুনিয়াময় পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিতকরণে তথাকথিত বিশ্বায়নের রাজনীতি কার্যকর করেও জন্মদোষেই সংকটমোচনে পুন:পুন ব্যর্থ হচ্ছে।এহেন অবস্থায় লেনিনবাদের ভূত হতে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও মুক্তিকামী মানুষ যতো তাড়াতাড়ি মুক্ত হবে ততো তাড়াতাড়ি পচা-গলা ও দুর্গন্ধে ভরা পুঁজিবাদের লাশ কবরস্তকরণে সক্ষম হবে শ্রমিক শ্রেণী। সেই কাজে সাফল্য লাভে আমাদের বক্তব্যের ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সাম্যবাদের প্রতি আন্তরিকদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশিত।

শাহ্ আলম

২০ জুলাই, ২০১০। ঢাকা, বাংলাদেশ।

কমিউনিষ্টতো নয়ই
জন্মসুত্রেও বলশেভিকরা
খুনি ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়াদের অধম

বলশেভিক পার্টির জন্ম ১৯০৩ সালে। রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ২য় কংগ্রেসে পার্টির সভ্যপদের শর্তে ও প্রশ্নে লেনিনের সহিত মার্তভের দ্বিমতের প্রেক্ষিতে পার্টিটি বিভক্ত হয়। লেনিনরা কংগ্রেস বা পার্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও পার্টির কেন্দ্রীয় অর্গান-ইস্ক্রার বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠা পায়। অত:পর, সংখ্যাগরিষ্ঠের রুশীয় সংস্করণে লেনিন ও লেনিনপন্থীরা বলশেভিক হিসাবে পরিচিত ।

Marxist Internet Archive এবং Wikipedia এর সুত্রে প্রকাশ-

১৮৯৮ সালে রুশ সাম্রাজ্যের বেলারুশের মিনস্কে Russian Social Democratic Labour Party গঠিত হয় পার্টির ১ম সম্মেলনের মাধ্যমে। ঐ সম্মেলনে যোগদানকারী সংগঠন প্রতি ৩ জন করে মোট ৯ জন ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। সংগঠন ৩ টি হচ্ছে- League of Struggle for the Emancipation of the Working Class, General Jewish Labour Bund এবং Social Democratic Organization . কংগ্রেসে ৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কিন্ত, কংগ্রেস দলীয় কর্মসূচি ও নিয়ম বা বিধিমালা প্রস্তুত করতে পারেনি।পার্টির ২য় কংগ্রেসে এ সকল বিষয় স্থির ও গৃহীত হয়।

পার্টির নিয়মাবলীর ১নং দফা নিয়ে দ্বিমতের কারণে লেনিন-মার্তভরা বিভক্ত হলেও কর্মসূচি বিষয়ে সহমত বৈ ভিন্নতার কোন নজির নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর প্রাথমিক বিজয় নিশ্চিতিতে এবং সংকটাপন্ন জার্মান পুঁজি-পণ্যের ডাম্পিংল্যান্ড হিসাবে রাশিয়াকে অবাধে ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জঘন্য চুক্তিপত্র সহি সম্পাদনের সুযোগ লাভে সম্রাট জারের সাম্রাজ্যের খন্ডিত অংশ রাশিয়ায় ষড়যন্ত্রমুলকভাবে ক্ষমতা দখলে- লেনিনের প্রধান সহযোগী ছিলেন ট্রটস্কি। অনুরুপ ক্ষমতা দখলে তথাকথিত বলশেভিক বিপ্লব সংঘটনে ২ নম্বর অনুঘট যে ছিলেন টট্রস্কি সেরুপ সাক্ষ্যতো ১৯২২ সালেও প্রদান করেছিলেন টট্রস্কির হন্তারক ষ্ট্যালিন। জারের সেনাবাহিনীর কতিপয় ব্যক্তিকে হাত করে পুর্ব পরিকল্পনামতো রাতের আঁধারে কেরনস্কির সাময়িক সরকারকে বিতাড়িত করে রুশের ক্ষমতা দখলকারী লেনিনরা অতিব সুকৌশলে সারা দুনিয়াময় প্রচার করেছিলেন যে, তাঁরাই দুনিয়ায় প্রথম সফল প্রলেতারীয় বিপ্লব সংঘটন করেছেন । যদিচ, প্রলতারীয় বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে "ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি অবস্থান্তর ঘটে থাকে তবে শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারেও তা কম সত্য নয়। চকিত আক্রমনের, অচেতন জনতার শীর্ষে সচেতন একটা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গেছে। সমাজ সংগঠনের পরিপুর্ণ রূপান্তরই যেখানে প্রশ্ন সেখানে জনসাধারণকে নিজেদের মধ্যে সামিল হতে হবে, আগেই তাঁদের উপলব্ধি করে নিতে হবে প্রশ্নটা কী, কায়মনোবাক্যে কিসের জন্য তারা নামছে।" অথচ, লেনিনদের ক্ষমতা দখলে জনসাধারণের অংশ গ্রহণের সুযোগই ছিল না। এমনকি বলশেভিকদের কথিত বিপ্লব যে জনসাধরণের স্বপক্ষীয়

তাওতো যদি মনে করতো তবেতো,জনসাধারণ লেনিনের ক্ষমতাদখলকে বৈধকরণের সংবিধান সভার নির্বাচনে বলশেভিক পার্টিকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করত। কিন্তু সংবিধান সভার নির্বাচনে জনসমর্থন পায়নি বলেই লেনিনের কর্তৃত্বে নির্বাচিত সংবিধান সভা বাতিল করে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের দাবীদার লেনিন জনসাধারণ নয়, নিজের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করেছিল সেনা-পুলিশ বলে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে মার্কসের অনুকূলে একই রূপ মতামত প্রকাশ করে ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত " রাশিয়ার সামাজিক সম্পর্ক " নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন-" তাছাড়া, এমনকি কৃষকরা যদি ওই রকম সহজাত প্রবৃত্তিগতভাবে বিপ্লবী হয়েই থাকে, ফুল-তোলা কাপড় বা চায়ের একটি কেৎলি বানানোর ফরমায়েশ দিয়ে বিপ্লব বানানো যায় এমন কল্পনাও যদি আমরা করি, তবু আমি জিজ্ঞেস করব: এখানে একান্তই যে শিশুসুলভভাবে বিপ্লবের ধারা কল্পনা করা হয়েছে বারো বছরের বেশী বয়স্ক কারো পক্ষে কি তা অনুমোদনযোগ্য? " অত:পর, ফরমায়েশ দিয়ে বানানোতো নয়ই, এমনকি প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যহীন কেবলই গণ আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা দখলও যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে না বা পশ্চিম ইউরোপে সাফল্যের সংগে একটা প্রলেতারীয় বিপ্লব সম্পন্ন হলে এবং তাতে করে দরকারী পুর্বশর্তগুলো তৈরী হলেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে রূপ মতামত প্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসংগে একই নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন- "আধুনিক সমাজতন্ত্র যে বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টা চালায় সংক্ষেপে তা হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয়েতের বিজয় এবং সকল শ্রেণী বৈষম্য ধ্বংস করার ভিতর দিয়ে একটি নতুন সমাজ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। এই বিপ্লব যে চালাবে সেই প্রলেতারিয়েতেরই যে শুধু এর জন্য প্রয়োজন তা নয়, এর জন্য আরো প্রয়োজন এক বুর্জোয়াশ্রেণীর যার হাতে সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি এতটা বিকশিত হয়েছে যে শ্রেণীভেদগুলির চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন সম্ভব। বন্য এবং আধা-বন্যদের মধ্যেও তো প্রায় শ্রেণী-ভেদ থাকে না এবং প্রত্যেক জাতিই এইরকম একটি অবস্থা পার হয়েছে। এই অবস্থার পুন:প্রতিষ্ঠার কথা আমরা কল্পনাও করব না এই সরল কারণে যে, সমাজের উৎপাদন শক্তিগুলির বিকাশের সংগে আবশ্যিকভাবেই সে সমাজ থেকে -শ্রেণীভেদগুলির উদ্ভব হয়। সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরেই, আমাদের আধুনিক ব্যবস্থার পক্ষে অতি উন্নত একটা স্তরেই, উৎপাদনকে এমন পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব যার ফলে শ্রেণী-ভেদের বিলোপ জিনিসটা হতে পারে একটা সত্যকার প্রগতি, সামাজিক উৎপাদন- পদ্ধতিতে অচলতা বা এমনকি অবনতি না ঘটিয়ে স্থায়ী হতে পারে। কেবলমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই উৎপাদন-শক্তিগুলি এসে পৌঁছেছে বিকাশের এই স্তরে। কাজে কাজেই এদিকেও ঠিক প্রলেতারীয়েতের মতোই বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত। অতএব যিনি বলবেন যে, যে দেশে যদিবা প্রলেতারিয়েত নেই, সেই সংগে বুর্জোয়াও নেই, সেদেশে এই বিপ্লব সাধিত হবে আরো সহজে, তিনি কেবল প্রমাণ করবেন যে, সমাজতন্ত্রের ' অ-আ-ক-খ' এখনো শিখতে হবে তাঁকে।"

অত:পর, মার্কস-এ্যাংগেলসদের আবিস্কৃত-সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্র বিষয়ে ' অ-আ-ক-খ' জানতেন না বা তাঁদের লিখিত পুস্তকাদি সম্পর্কেও ' অ-আ-ক-খ' ধারণা ছিল না লেনিনদের তাও কি বলা যায়? অথবা, তাঁরা কেবলই অজ্ঞতা বা

অভিজ্ঞতাহীনতায়ই অনুরূপ বিপ্লব বিপ্লব খেলা খেলেছিলেন? তেমনটা হলে তাঁরা ইতিহাসের ক্ষমা না পান অন্তত অনুকম্পা পাওয়ার যোগ্য হতেন বটে। কিন্তু তাঁদের দ্বারা গঠিত পার্টির কর্মসূচি ইত্যাদি কি প্রমাণ করে?

পার্টির ২য় কংগ্রেসে লেনিনের কর্তৃত্ব মেনে না নিলেও অথবা ১৯১৭ সালের আগে বলশেভিক পার্টিতে যোগ না দিলেও খোদ ট্রটস্কি এমনকি লেনিনের বন্ধু এবং প্রতিপক্ষ মার্তভ অথবা নারদনিক (জনবাদী) রাজনীতির " লির্বাটি এন্ড ল্যান্ড " কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংগীকারে রাজনীতি শুরু করা মি: প্লেখানভ কেউই রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টির কর্মসূচি বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করেননি বরং তাঁদের সম্মিলিত চিন্তার ফলশ্রুতিতেই ২য় কংগ্রেসে কর্মসূচিটি প্রণীত হয়েছিল।

১৯০৩ সালের ৩০ জুলাই হতে ২৩ আগষ্ট পর্যন্ত পার্টির ২য় কংগ্রেস মোট ৩৭ টি সেশনে প্রথমে ব্রাসেলস, বেলজিয়ামে শুরু হয়ে লন্ডন, ইংলন্ডে সমাপ্ত হয়। কংগ্রেস উদ্বোধন করেছিলেন-প্লেখানভ। কং গ্রেসে অংশ গ্রহণকারী ডেলিগেটবৃন্দ:

Russian Social-Democratic Labour Party Second Congress

Members of the Congress

Organisations	**Delegates**
1. 'Emancipation of Labour' Group	1. Plekhanov
	2. Deutsch
2. Iskra organisation	3. Martov (2 votes)
3. Foreign Committee of the Bund	4. Hofman
	5. Goldblatt
4. Central Committee of the Bund	6. Lieber
	7. Yudin
	8. Abramson
5. League of Russian Social-Democrats	9. Lenin (2 votes)
6. Union of Russian	10. Martynov

Social-Democrats Abroad	
	11. Akimov
7. Yuzhny Rabochy group	12. Popov
	13. Yegorov
8. Petersburg Committee	14. Gorsky
9. Petersburg Workers' Organisation	15. Brouckère
10. Moscow Committee	16. Byelov
	17. Sorokin
11. Kharkov Committee	18. Ivanov
	19. Medvedev
12. Kiev Committee	20. Pavlovich
	21. Stepanov
13. Odessa Committee	22. Osipov
	23. Kostich
14. Nikolayev Committee	24. Makhov (2 votes)
15. Crimean Association	25. Panin (2 votes)
16. Don Committee	26 Gusev
	27. Tsaryov
17. Association of Mining Metallurgical Workers	28. Lvov
18. Yekaterinoslav Committee	29. Lensky
	30. Orlov
19. Saratov Committee	31. Lyadov
	32. Gorin

20. Tiflis Committee	33. Karsky (2 votes)
21. Baku Committee	34. Rusov (2 votes)
22. Batum Committee	35. Bekov (2 votes)
23. Ufa Committee	36. Fomin
	37. Muravyov
24. Northern Association	38. Lange
	39. Dyedoy
25. Siberian Association	40. Posadovsky
	41. Trotsky
26. Tula Committee	42. Hertz
	43. Braun

(Source: MIA: History: International: Socialist International: Russian Social-Democratic Labour Party: Second Congress)

লক্ষ্যণীয় বিষয় লেনিন-মার্তভ সহ ৭ জন ডেলিগেট ২ ভোটের অধিকারী। একই ব্যক্তি একই বিষয়ে ২ বার ভোট দিবেন। কিন্ত অন্যরা দিবেন ১ বার মাত্র। তাছাড়া- ২ ভোটের ক্ষমতাধারীরাতো একই বিষয়ে দুইরকম মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। এরূপ বিধান যে যুক্তিতেই চালু করা হোক না কেন তা যে, মুলত ২ ভোটের ক্ষমতাধারীদের আধিপত্য নিশ্চিত করা হয়েছে তাতেতো সন্দেহ থাকতে পারে না, যেমন পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলোর শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার অনুপাতে ভোটের ক্ষমতা এবং বিশেষ পরিমাণ শেয়ারহোল্ডারই কেবল পরিচালক পর্ষদের উপযুক্ত। অত:পর, কংগ্রেস ডেলিগেটদের মধ্যে সম অধিকার নয় বরং বৈষম্য সৃষ্টি,স্বীকার ও কার্যকর করার মাধ্যমে কার্যত কংগ্রেসটি পরিণত হয়েছে বুর্জোয়াদের কোম্পানী বিশেষের আদলের এক বার্ষিক সাধারণ সভায়। শ্রেণী বৈষম্য বিলোপ-বিনাশে কোন প্রতিষ্ঠান বুর্জোয়া মালিকানার প্রতিষ্ঠান বিশেষের অনুরূপ হতে পারে না; আর যদি তেমনটা হয় তবেতো সেই প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণী বৈষম্য বিনাশ-বিলোপকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা যায় না।

শ্রেণীশোষণের সর্বশেষ শ্রেণী বুর্জোয়াদের কোম্পানী পরিচালনায় ব্যক্তির নয় পুঁজির পরিমাণকেই নিয়ামক শর্ত গণ্য করা হয় বলেই কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যক্তির নয় গণতন্ত্র আছে বটে পুঁজির । কাজেই পুঁজিপতিদের গণতন্ত্র কার্যত পুঁজির গণতন্ত্র

বলেই পুঁজির পরিমাণ দ্বারা যেমন পুঁজিপতির ক্ষমতা-মর্যাদা নির্ধারিত হওয়াসহ পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যকার আন্ত:বিরোধ, বৈরীতা এবং বৈষম্যও পরিপোষিত হয়, তেমন পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজি উৎপন্নকারী তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার নিস্পত্তির অযোগ্য বিরোধ- বৈরীতা বিদ্যমান বলেই বৈরী সম্পর্কের পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত ক্ষমতা-মর্যাদা বা এখতিয়ারে সম অধিকার নাই হেতু বৈরীতা-বৈষম্যই পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য ও নিয়তি। তবে, কেবলমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণীর বিলোপ-বিনাশে অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদের মাধ্যমেই মানুষে মানুষে বৈষম্য নিরসন করার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব বলেই শ্রেণী বৈষম্য নিরসনকারী অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টিকে বুর্জোয়াদের ভুয়া গণতন্ত্র নয় কার্যতই এবং প্রকৃতই সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে প্রকৃত গণতন্ত্র অর্জনে গণতন্ত্রী হওয়া বৈ অন্য কিছু অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ সৃষ্টি হয় এমন নীতি তথা একই ফোরামে কারো ১ ভোট আবার কারো ২ ভোট স্বীকার ও কার্যকর করার অবকাশ নাই। কিন্ত, লেনিন-মর্তভ, প্লেখানভ-টট্রস্কিরা তাই করেছেন। অথচ, কমিউনিষ্ট লীগের রুলসে বর্ণিত আছে-

“Art. 3. All members are equal and brothers and as such owe each other assistance in every situation.”

এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ১৮৬৭ সালের রুলসে বর্ণিত এই:

“11. Each delegate has but one vote in the Congress.”

(Source: Marxist Internet Archive)

কাজেই, জন্মকালেই সদস্যদের সম-অধিকারের কমিউনিষ্ট নীতি অস্বীকারকারী লেনিনরা জন্মসুত্রেও যে, কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দুই ভোটের অধিকারের সুযোগ গ্রহণের কারণেই কমিউনিষ্ট নয়, তাওতো নিশ্চিত করে উল্লেখিত অনুচ্ছেদদ্বয়।

তাছাড়া- General Jewish Labour Bund নামীয় ধর্মীয় পরিচয়ের শ্রমিক সংগঠন সহ নানান সংগঠনের নানান মততন্ত্রীরা যে, রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট লেবর পার্টিতে সমবেত হয়েছিল, তারা কেউ নিজেদেরকে কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে দাবী করেনি। এমনকি, ১৯১৮ সালে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে নামকরণের পুর্বে লেনিনের বলশেভিক পার্টিও নিজেদেরকে কমিউনিষ্ট পার্টি বলে দাবী করেনি। সুতরাং, কেবলমাত্র জন্মকালীন ঘোষণা নাই বলেই বলশেভিক পার্টি জন্মসুত্রেও কমিউনিষ্ট নয়।

পুঁজিবাদী সমাজের জন্ম ও বিকাশের স্তরে পুঁজিবাদ বিরোধী বা সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের পক্ষে যৌক্তিক ও স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা-চেতনার উদ্ভব হয়েছে। তবে, ঐ সকল সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভবনা কাল্পনিক বা ইউটোপীয় হওয়া ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদের পরিণত বয়সে অর্থাৎ অতি উৎপাদন সংকটে পুন:পুন নিমজ্জিত পুঁজিপতিশ্রেণীর বার্ধক্যাবস্থায় তথা পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপ-বিনাশের অবস্থায় উপনীত হয়েছিল বলেই বৃদ্ধ পুঁজিবাদী সমাজের মরণ নিশ্চিতকারী শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়-দায়িত্ব ও করণীয় বা তদানুরূপ তত্ত্ব-সূত্র আবশ্যক করে তুলেছিল মরণাপন্ন পুঁজিবাদী সমাজ।

প্রকৃতি বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের নানান শাখার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের মাধ্যমে অনুরূপ তত্ত্ব আবিস্কারের সুযোগও তৈরী করেছিল পুঁজিবাদ। দুর্দশাগ্রস্ত পুঁজিবাদের এহেন বিপন্ন অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আন্তরিক মার্কস-এ্যাংগেলস আবিস্কার-উদ্ঘাটন, সূত্রায়ন-তত্ত্বায়ন ও ব্যাখ্যা করেছেন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান । ফলে-রবার্ট ওয়েনদের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের স্থলে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী সহ মুক্তিকামী মানুষ লাভ করেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক দিশা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কমিউনিষ্ট লীগ এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি। বুর্জোয়াশ্রেণীর হামলা-আক্রমণে বিলুপ্ত-বিপর্যস্ত ও বিপন্ন হলেও বা ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক -বেঈমান নেতাদের অপকর্মের মাধ্যমে ১৮৯৬ সালে লন্ডন কংগ্রেসে বুর্জোয়াদের ভুয়া " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরোধী নীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে ২য় আন্তর্জাতিককে অধ:পতিত করলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি বা কমিউনিষ্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নীতিমালা অর্থাৎ উল্লেখিত সংগঠন সমূহের লক্ষ্য অর্জনে ও তদানুরূপ কর্মসূচি বাস্তায়নে এবং তদ্রুপ নিয়ম-নীতি কার্যকরণ করা বৈ আর কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গঠিত-প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন- কমিউনিষ্ট পার্টি বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে স্বীকৃত-নির্ণিত ও চিহ্নিত হতে পারে না বা তেমন হতে পারার অবকাশ নাই। কেবলমাত্র অনুরূপ নীতি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ইস্তেহার সহ মার্কস-এ্যাংগেলসের আবিস্কৃত-ব্যাখ্যাত সূত্র-তত্ত্বের নিরিখে ও মানদন্ডে উত্তীর্ণ হলেই কেবলমাত্র একটি পার্টিকে কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কাজেই- দুনিয়ায় প্রথম সফল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীদার লেনিনদের প্রতিষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিকেও মার্কস-এ্যাংগেলসদের তত্ত্বায়িত-ব্যাখ্যাত নীতি এবং উল্লেখিত নীতি বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নীতি ও নিয়মের নিরিখেই নিরীক্ষণ ও নিরুপণ করতে হবে।

অত:পর, সেই লক্ষ্যে -MIA: History: International: Socialist International: Russian Social-Democratic Labour Party: Second Congress এ প্রাপ্ত বিবরণ হতে লেনিন-ট্রটস্কিদের পার্টির প্রস্তাবনা, কর্মসূচি ও নিয়মাবলী সংক্ষেপে পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা করা হল-

মার্কসরা যেমন বলেছেন চালাক-চতুর লেনিনদের পার্টির প্রস্তাবনার শুরুতেই চাতুরালীমূলে তেমনটাই বলা হয়েছে যথা- প্রলেতারিয়েতের মুক্তি আন্দোলন কার্যতই দীর্ঘদিন যাবৎ চরিত্রগত দিক থেকে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। তবে, অনুরূপ আন্ত র্জাতিকতার প্রেক্ষিত হিসাবে মার্কসরা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে যেমন বিবৃত করেছেন- "নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত প্রসারমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াশ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগ্য-ব্যবস্থাতে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।" অর্থাৎ শুধুই পারস্পারিক বিনিময় নয়, বরং বুর্জোয়াশ্রেণী স্বীয় উৎপাদিত পণ্যের চাপেই উপনিবেশিক নীতি গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে একতরফাভাবে পুঁজি-পণ্যের চালান এবং শিল্পপণ্যের সস্তাদর সহ নানান কলা-

কৌশল, চোরাবাজারী-কর ফাঁকি, প্রতারণা-জোচ্চুরি, হামলা-আক্রমণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-খুন, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি করেই প্রতিটি দেশেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি কার্যকর করে উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে অর্থাৎ ইস্তাহারের ভাষায়- "বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।"

ইস্তাহারেই আরো বিবৃত আছে-" যে পরিমাণে বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত, আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী।" এবং পুঁজিবাদের কারণেই স্বজাতি-স্বদেশ হারা বলেই ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে - " মেহনতী মানুষের কোন দেশ নাই।" এবং " বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্য স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সর্বজনীনভাব-এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলেই যাচ্ছে।
প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য সেগুলির আরও দ্রুত অবসানের কারণ হবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।"
অথচ,প্লেখানভ, মার্তভ, লেনিন ও ট্রটস্কিরা তাঁদের পার্টির প্রস্তাবনার প্রথম প্যারায় লিখেছন- "The development of exchange has established such close ties between all the peoples of the civilised world that the great liberation movement of the proletariat has had to become, and has in fact long since become, international in character."
অর্থাৎ, লেনিনদের বক্তব্যমতো কোন প্রকার ঝুট-জামেলা নয়, পুঁজিবাদী দখল বা বেদখল নয়, কেবলই পারস্পারিক বিনিময়ের উন্নতির মাধ্যমে কেবলমাত্র সভ্য দুনিযার মানুষের মধ্যে গভীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই, রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বক্তব্য যে উপরোল্লেখিত কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের বক্তব্যের সহিত বৈরীতা বৈ সাযুয্য ও সামঞ্জস্যপুর্ণ নয় তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না।
অবশ্য নাম না নিয়ে পুঁজিবাদ সম্পর্কে জন্মলগ্নে এমন বিকৃত বক্তব্য গ্রহণ না করলেতো লেনিনের সাগরেদ ষ্ট্যালিন লেনিনবাদ প্রসংগে ক্রেমলিনের সামরিক স্কুলের স্মরণসভায় ১৯২৪ সালের ২৮ জানুয়ারীতে বলতে পারতেন না যে-" মার্কস ও এ্যাংগেলস বাস করতেন প্রাক একচেটে পুঁজিবাদের আমলে, পুঁজিবাদের স্বচ্ছন্দ বিবর্তনের ও সমগ্র বিশ্বের উপর তার " শান্তিপুর্ণ" বিস্তার সাধনের আমলে।"

পুঁজিবাদ সম্পর্কে কেবল ষ্ট্যালিনই ভুয়া বক্তব্য দিয়েছেন তাহাই নয় বরং লেনিনদের উপরোল্লেখিত বক্তব্য -যদিচ লেনিনরা তাঁদের পার্টির বক্তব্য-কর্মসূচি বা নিয়মনীতি ইত্যাদিতে মার্কস-এ্যাংগেলসের নাম ভুল করেও উল্লেখ করেনি, তবু পুঁজির জন্ম-বিকাশ ও বিলীন বিষয়ে মার্কসই যেহেতু উপযুক্ত গ্রন্থ -" পুঁজি" প্রণয়ন করেছেন সেহেতু রুশ পার্টির উল্লেখিত বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই বা সত্যাসত্য নিরূপণে আমরা "পুঁজি"-র দারস্ত হওয়াই শ্রেয়-সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশন কর্তৃক ১৯৮৮ সালে বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত মার্কসের পুঁজির ১ম খন্ড,অংশ-২,অষ্টম ভাগ,অধ্যায় ৩১-শিল্প-পুঁজিপতির উৎপত্তি, পাতা-৩১০ এ বিবৃত এই: " আমেরিকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের

আবিস্কার, আদিবাসী জনসমষ্টির মুলোৎপাটন, তাদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা ও খনিগুলিতে তাদের কবরস্ত করা, ইষ্ট ইন্ডিয়া বিজয় ও লুণ্ঠনের প্রারম্ভ, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ' কালা আদমি' জোগাড়ের জন্য আফ্রিকাকে পণ্য ক্ষেত্রে পরিণত করা, এইগুলি ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদনের যুগের গোলাপ-রাংগা উষাগমের সংকেত। এই কাব্যিক কার্যধারাগুলিই হল আদিম সঞ্চয়নের প্রধান গতিবেগ। তাদের পিছন পিছন আসে সারা ভূলমন্ডলকে রংগমঞ্চ করে ইউরোপীয় জাতিগুলির বাণিজ্যিক যুদ্ধবিগ্রহ। এর শুরু হয় স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে, ইংলন্ডে জ্যাকোবিন বিরোধী যুদ্ধে তা বিপুলাকার গ্রহণ করে এবং আজও তা চলছে চীনের বিরুদ্ধে আফিমের যুদ্ধ ইত্যাদির মধ্যে।

আদিম সঞ্চয়নের বিভিন্ন গতিবেগ বর্তমানে মোটামোটি কালক্রমানুসারে ছড়িয়ে আছে বিশেষ করে, স্পেন,পোর্তুগাল, হল্যান্ড, ফ্রান্স এবং ইংলন্ডে। ১৭শ শতাব্দির শেষভাগে সেগুলি ইংলন্ডে এসে পৌঁছেয় এক সুব্যবস্থিত সম্মেলনে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলি, জাতিয় ঋণ, করাধানের আধুনিক ধরন, এবং রক্ষণমূলক ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিগুলি আংশিকভাবে নির্ভর করে পাশবিক শক্তির ওপর, যেমন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা। কিন্তু এর সবগুলিই সমাজের ঘনীভূত ও সংঘবদ্ধ শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে, হট-হাউসে সবজি-চাষের কায়দায়, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীকে দ্রুত গতিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীতে রূপান্তর এবং সেই রূপান্তরের সময়কে সংক্ষিপ্ত করার জন্য। এক নতুন সমাজ সম্ভবা প্রতিটি পুরানো সমাজের ধাত্রী হল বলপ্রয়োগ। এই বল নিজেই এক অর্থনৈতিক ক্ষমতা।"
এবং একই পুস্তকের একই অধ্যায়ের পাতা-৩১৪, উদ্বৃত্তি এই: " উপনিবেশগুলি উঠতি-শিল্পসমুহের জন্য বাজারের যোগান দিত এবং একচেটিয়া বাজারের মারফত পুঁজির সঞ্চয়ন বাড়িয়ে তুলত। নগ্ন লুণ্ঠন, দাসত্ববন্ধনারোপ ও হত্যার মধ্য দিয়ে ইউরোপের বাইরে যে সম্পদ আহরিত হত, তা স্বদেশে প্রেরিত হয়ে পুঁজিতে পরিণত হত। পূর্ণ বিকশিত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রথম স্রষ্টা হল্যান্ড ১৬৪৮ সালেই তার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল। " এবং

একই পুস্তকের পাতা-৩১৮, বর্ণিত এই: " ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ,গুরু কর-ভার, সংরক্ষণ, বাণিজ্য সংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি,প্রকৃত ম্যানুফ্যাকচারিং যুগের এই সন্ত ানসন্ততিরা আধুনিক শিল্পের শৈশবে প্রচন্ড হারে বৃদ্ধি লাভ করে। শেষোক্তদের জন্মের পূর্বাভাস হিসাবে এসেছে নিরীহ মানুষের হত্যাকান্ড।" এবং
এই পুস্তকের ৩২৭ পাতায় অধ্যায় ৩৩, উপনিবেশ স্থাপনের আধুনিক তত্ত্ব এ বিবৃত এই: "অর্থশাস্ত্রের আবাসভূমি পশ্চিম ইউরোপে আদিম সঞ্চয়নের প্রক্রিয়াটি মোটামোটি সম্পন্ন হয়েছে। এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হয় প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রটিকে গ্রাস করেছে, না হয় যেসব দেশে অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, সেইসব দেশে তা সমাজের সেইসব স্তরগুলিকে অন্তত পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে,যেগুলি পুরানো উৎপাদন-প্রণালীর অংগ হলেও তার পাশাপাশি ক্রম অবক্ষয়ের পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। " এবং

একই পুস্তকের একই অধ্যায়, পাতা-৩৩৮ এ বর্ণিত এই : " দেশত্যাগীদের স্রোতটাকে শুধু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইংলন্ডের উপনিবেশগুলি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে। ইতিমধ্যে, ইউরোপে পুঁজিবাদী উৎপাদনের অগ্রগতি আর তার সংগে সরকারের ক্রমবর্ধমান চাপ ওয়েকফিলডের ব্যবস্থাপত্রকে অনাবশ্যক করে দিয়েছে। একদিকে, বছরের পর বছর, প্রচুর পরিমাণে অবিরত মানুষের ধারা আমেরিকার পানে বয়ে চলায় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে এক অনড় তলানি থেকে যায়, ইউরোপ থেকে আগত দেশান্তরীদের ঢেউ সেখানে শ্রম-বাজারে যত দ্রুত মানুষের আমদানি করে, সেখান থেকে পশ্চিমাঞ্চলে গমনোদ্যাত যাত্রীর ঢেউ তা ধুয়ে নিয়ে যেতে অপরাগ। অন্যদিকে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সংগে করে নিয়ে এসেছিল এক বিরাট জাতীয় ঋণ, আর তার সংগে করের চাপ, জঘন্যতম এক ধনপতি অভিজাততন্ত্র, রেলওয়ে,খনি ইত্যাদির কার্যে নিযুক্ত ফাটকাবাজ কোম্পানিগুলির কাছে সর্বসাধারণের জমির একটি মোটা অংশের অপব্যয়, সংক্ষেপে, পুঁজির দ্রুততম কেন্দ্রীকরণ। সুতরাং এই মহান প্রজাতন্ত্র আর দেশত্যাগী শ্রমিকের ঈপ্সিত ভূমি রইল না। সেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদনের দানবীয় পদক্ষেপ এগিয়ে চলছে যদিও মজুরি-শ্রমিকের মজুরি হ্রাস ও অধীনতা এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক ইউরোপীয় স্তরে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। উপনিবেশগুলিতে সরকার কর্তৃক অভিজাত শ্রেণী ও পুঁজিপতিদের মধ্যে নির্লজ্জভাবে অকর্ষিত জমি দান, যার নিন্দা ওয়েকফিলড্ পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে জানিয়েছিলেন, তা বিশেষ করে অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ-খনন কার্যের আকর্ষণে যে অজস্র মানুষের স্রোত এসে পড়ে এবং ইংলন্ড থেকে পণ্য আমদানির দরুন ক্ষুদ্রতম কারিগরকে পর্যন্ত যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হয়, এই ঘটনাদ্বয়ের সংগে যুক্ত হয়ে বেশ বড় একটা 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মেহনতী জনসমষ্টি' সৃষ্টি করেছে, যার ফলে প্রায় প্রতিটি ডাকেই দুঃসংবাদ আসে যে, 'অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমের বাজারে অত্যাধিক সরবরাহ' এবং সেখানে কিছু কিছু জায়গায় বেশ্যাবৃত্তির বাড়বাড়ন্ত লন্ডনের হেমার্কেটের মতোই।"

অত:পর, মার্কসের 'পুঁজি'-র বিবরণ মতে-বাণিজ্যিক যুদ্ধবিগ্রহ, নগ্ন লুণ্ঠন,দাসত্ব, দেশান্তর, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঋণ,কর, পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ইত্যকার বিষয়াদির মাধ্যমে পুঁজির শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে সমগ্র দুনিয়া,তন্মধ্যে 'বিনিময়'- পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি মাধ্যম বিশেষ মাত্র । কাজেই, রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির উল্লেখিত ' বিনিময়' বিষয়ক বক্তব্য যে কমিউনিষ্ট মার্কসের 'পুঁজি' সমর্থন করে না অথবা লেনিনরা যে 'পুঁজি'-র মতামতকে আমলে না নিয়ে বরং বিকৃত করেছে এবং প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রেক্ষিত অর্থাৎ পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে বানোয়াটি মততন্ত্র প্রণয়ন করেছে তাওতো সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হয়।

কমিউনিষ্ট মাত্রই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে ঘোষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কর্যকর থাকবেন এবং কমিউনিষ্ট লীগ বা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়ম-নীতি বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা ও প্রয়াশ চালাবেন। তাছাড়া, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কৃত হওয়ার পর এবং প্যারী কমিউন কর্তৃক আবিস্কৃত প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বা সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপ জানার পরও অনুরূপ সামাজিক ব্যবস্থা হাসিলে কার্যকর থাকার ঘোষণা দিতে না পারা কমিউনিষ্ট যোগ্যতা হিসাবে গণ্য হতে পারে না। অথবা,কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য

গোপন করার কোন সুযোগ নাই বা তদ্বিষযে চালাকি-চাতুরালীরও কিছুই নেই। তবু, কথিত কমিউনিষ্ট লেনিনরা তাঁদের পার্টির লক্ষ্য সম্পর্কে প্রস্তাবনার ২য় প্যারায় লিখেছেন-"Regarding themselves as forming one of the detachments of the world-wide army of the proletariat, the Russian Social-Democrats pursue the same ultimate aim as that towards which the Social-Democrats of all other countries are striving.This ultimate aim is determined by the nature of present-day bourgeois society and the way it is developing."

লক্ষ্যণীয়,কমিনিষ্ট ইস্তাহার বা কমিউনিষ্ট লীগ বা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি,এমনকি ১৮৯৬ সালে লন্ডন কংগ্রেসে " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" এর কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে অধ:পতিত ২য় আন্তর্জাতিকের নামও লেনিনরা তাঁদের প্রস্ত াবনা বা কর্মসূচিতে উল্লেখ করেননি। তবে, তাঁরা বলেছেন- অন্যান্য সকল দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের চূড়ান্ত লক্ষ্যই তাঁদেরও লক্ষ্য। অথচ, তাঁদের না জানার কথা নয় যে, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের গোথা কর্মসূচি- ১৮৭৫ সালেই প্রত্যাখান করেছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলস। তাছাড়া- কেবল জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট পার্টিই নয়, উপরন্ত ২য় আন্তর্জাতিকের ডাকসাঁইটে মোড়ল কাউৎস্কি যে বিশ্বাসঘাতক তাতো জনাব লেনিন সাহেব ১৯১৮ সালে- "প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেঈমান কাউৎস্কি" নিবন্ধে লিখেছেন।অত:পর, যে পার্টি নিজ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সরাসরি ঘোষণা করতে পারে না অথবা সুবিধাবাদীরা যেমন নিজেদের প্রকৃত অবস্থা-অবস্থান আড়াল করে যখন যার প্রয়োজন তার অর্থাৎ সকলের সহযোগিতা প্রাপ্তিতে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয় তেমন লেনিনরাও অপরাপর দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের আবরণ ও আড়ালে কার্যত অস্পষ্টতার ধুম্রজালে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান বিনির্মাণে সচেষ্ট হয়ে অনুরূপ সুবিধাবাদী পার্টি পত্তন করেছিল বলেই লেনিনদের - পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টিতো নয়ই,এমনকি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদানকারী একটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি বা নিদেন পক্ষে একটি সাধারণ গণতন্ত্রী পার্টি হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

উপর্যপুরি, তাঁদের অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্রাট সহ লেনিনদের চূড়ান্ত লক্ষ্য না কি নির্ধারিত হয় বর্তমান বুর্জোয়া সমাজ এবং যে ভাবে বুর্জোয়া সমাজ পূর্ণতর হচ্ছে তা দ্বারা! অত:পর, এমত বক্তব্য দ্বারা তাঁরা অন্তত দুটি বিষয় বলতে চেয়েছেন – (১) তখনো পর্যন্ত প্রলেতারীয়দের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থিরকৃত বা নির্দিষ্ট হয়নি; এবং (২) বুর্জোয়া সমাজের এখনো যৌবনকাল অর্থাৎ আরো পরিপক্ক তথা ডেভোলাপ বা পূর্ণতর হওয়ার সুযোগ আছে। অবশ্য এমন মতামত পোষণ করলেতো মার্কস-এ্যাংগেলস বা কমিউনিষ্ট লীগ বা প্রথম আন্তর্জাতিক ইত্যকার নাম নেওয়ার বা সেসব বক্তব্য আমলে নেওয়ার সুযোগ থাকে না। তবে, আমরা যাঁরা কমিউনিজমকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে মার্কসদের মতোই গ্রহণ ও স্বীকার করি তাঁরা নিশ্চয়ই কমিউনিষ্ট লীগকে অস্বীকার করতে পারি না বলেই কমিউনিষ্ট ইস্ত াহার ও লীগের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি।

কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " ব্যক্তিগত মালিকানার সব রকমের পূর্বতন নিরাপত্তা ও নিশ্চিতি নির্মূল করে দেওয়াই তাদের ব্রত। " এবং

" কমিউনিষ্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সংগে একেবারে আমুল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লব বিকাশে যে চিরাচরিত ধারাণার সংগেও একেবারে আমুল একটা বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কী।" এবং

" আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিষ্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের অভীষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবল সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সবল উচ্ছেদ ঘটিয়ে।" তৎসত্ত্বেও বিশ্ব বিখ্যাত রুশী কমিউনিষ্ট লেনিন মহোদয়রা তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কেবল গোপনই করেনি বরং তদ্বিষয়ে যেমন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিছে তেমন তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য- বুর্জোয়া সমাজের পূর্ণতার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে বলে জানিয়েছেন। কাজেই, এরূপ বক্তব্যের দ্বারা তাঁরা অর্থাৎ রুশ স্যোসাল ডেমোক্রাটরা যে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে অস্বীকার করেছেন তাওতো নিশ্চিত ।

তাছাড়া কমিউনিষ্ট লীগের রুলসে বর্ণিত আছে: " Art. 1. The aim of the League is the overthrow of the bourgeoisie, the rule of the proletariat, the abolition of the old bourgeois society which rests on the antagonism of classes, and the foundation of a new society without classes and without private property."

অত:পর, কেবল মার্কস-এ্যাংগেলসই নয়, কমিউনিষ্ট লীগও ১ নং অনুচ্ছেদ মুলেই স্বীকার করছে যে, বুর্জোয়া সমাজ বৃদ্ধ অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের পূর্ণতর হওয়ার সুযোগ রহিত হয়েছে অন্তত কমিউনিষ্ট লীগের জন্মকালীন লীগ প্রতিষ্ঠাকারীরা তদ্বিষয়ে উপযুক্ত পামাণ্য পত্র পেয়েই নিশ্চিত হয়েছিল। তাছাড়া-কোন প্রকার রাখ-ঢাক নয়, এক্কেবারে খোলাখুলিভাবে লীগ বলছে- বুর্জোয়াদেরকে উৎখাত ও বৈরী সম্পর্কাধীন বৃদ্ধ বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ করে ব্যক্তিমালিকানাহীন ও শ্রেণী মুক্ত নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা- যার ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ মালিকানা এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রুল। সুতরাং, কমিউষ্ট লীগের ১ নং অনুচ্ছেদ অস্বীকারকারী লেনিনরা যদি কমিউনিষ্ট হয়, তবে মার্কস সহ লীগ প্রতিষ্ঠাকারীরা কেবল অকমিউনিষ্টই নয়, উপরন্ত কমিউনিষ্ট লীগাররা অন্তত পুঁজিবাদ বিষয়ে মিথ্যাবাদী।

আরো উল্লেখ্য- ১৮৭১ সালে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির লন্ডন সম্মেলনে গৃহীত নিয়মাবলীর শুরুতেই বলা হয়েছে-" শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রমিক শ্রেণীর শুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম;

শ্রম করে যে মানুষ, শ্রম উপায়ের অর্থাৎ জীবনধারণের বিভিন্ন উৎসের একচেটিয়া মালিকের কাছে সেই মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতাই রয়েছে সকল রকম দাসত্বের, সব ধরনের সামাজিক দুর্গতি, মানসিক অধ:পতন ও রাজনৈতিক পরাধীনতার মূলে;
সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য, যা সাধনের উপায় হিসাবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তার অধীনস্থ হতে হবে;" এবং
সমিতির অনুচ্ছেদ-"১।শ্রমিক শ্রেণীর রক্ষা, অগ্রগতি ও পূর্ণমুক্তি-এই লক্ষ্য নিয়ে গঠিত বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সংঘ আছে, সেগুলির মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার একটি কেন্দ্রীয় মাধ্যম সৃষ্টি করার জন্যই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল।"

কাজেই প্রতেলারীয় মুক্তির লক্ষ্য যেমন নির্দিষ্ট হয়েছে তেমন অনুরূপ লক্ষ্য স্বীকার না করে কোন সংঘ-প্রলেতারীয় শ্রেণীর মুক্তির সংগঠন হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু, লেনিনরাতো অনুরূপ লক্ষ্য স্বীকার করে নাই। কাজেই, প্লেখানভ,মার্তভ ও লেনিন-টট্রস্কিরা আর যাহাই হোক অন্তত প্রথম আন্তর্জাতিকের মানদন্ডেও কমিউনিষ্ট নয়।

কেবল বুর্জোয়া সমাজের বার্ধক্যই নয়, বুর্জোয়া সমাজের বিলোপের কারণও কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে যে ভাবে তা এই: " বিগত বহু দশক ধরে শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু উৎপাদনের আধুনিক হালচালের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের জন্য যে মালিকানা-সম্পর্ক প্রয়োজন তার বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবারে আরো বেশি করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকট শুধু যে উপস্থিত উৎপন্নের অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস পায়। এই সব সংকটের ফলে এক মহামারী হাজির হয়, আগেকার সমস্ত যুগে যা অসম্ভব বলে গণ্য করা হত-এই মহামারী অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়; মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ-সরবরাহের পথ; শিল্প,বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল; এবং কী কারণে? কারণ, সভ্যতার পরাকাষ্টা হয়েছে, জীবনধারণের সামগ্রীর দেখা দিয়েছে অতিপ্রাচুর্য, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে,বুর্জোয়া বিকাশের জন্য তা আর সাহায্য করছে না; বরং যে অবস্থার মধ্যে এই শক্তি শৃংখলিত ছিল তার তুলনায় এ শক্তি হয়েছে অনেক বেশি প্রবল; শৃংখলের বাধা কাটিয়ে ওঠা মাত্র সমস্ত বুর্জোয়া সমাজকে এই শক্তি এনে ফেলে বিশৃংখলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায়? একদিকে, উৎপাদন শক্তির বিপুল অংশ নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হয়ে, অপরদিকে, নতুন বাজার দখল করে এবং পুরনো বাজারের উপর আরও ব্যাপক শোষণ চালিয়ে। অর্থাৎ বলা যায় যে, আরও ব্যাপক ও আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে।

যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজেরই বিরুদ্ধে উদ্যত।

যাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর মৃত্যুবাণ রয়েছে, শুধু সেই অস্ত্রটুকুই সে গড়ে দেয় নি; এমন লোকও সে সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্টি করছে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, **প্রলেতারীয়দের।**"

বুর্জোয়া সমাজের অনুরূপ অবস্থায়ও শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর পরাজয় বা বিলোপ বা বুর্জোয়া সমাজের উচ্ছেদ হওয়া বা না হওয়া বিষয়ে উপযুক্ত কারণ সহ বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ-উচ্ছেদ সাধনেই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সমিতির নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে- " সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা সবই ব্যর্থ হয়েছে, প্রত্যেক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার বহুবিধ শাখার মধ্যে সংহতির অভাবে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্যবন্ধন না থাকায়;

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোন স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যা নয়, এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর এ সমস্যা সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর;"

অত:পর, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির অনুরূপ দায়িত্ব পালনের হেতুবাদে প্রতিষ্ঠিত ২য় আন্ত র্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক নেতারা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের কর্মসূচি গ্রহণ করে শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ পালনে নিয়োজিত না করে প্রকৃতই ২য় আন্তর্জাতিকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো তবে ইস্তাহার ও ১ম আন্তর্জাতিকের উপরোক্ত বক্তব্য মতো- ১৯০০ সালের বুর্জোয়া মহা সংকট- যার পরিণতি হতে পারতো দুনিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর এক বিশ্বযুদ্ধ এবং ফলশ্রুতিতে- বুর্জোয়াদের পরাজয় ও শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় তথা ব্যক্তি মালিকানাহীন ,শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, দারিদ্র মুক্ত ও শাশ্বত শান্তির সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হত।

কিন্তু, ২য় আন্তর্জাতিক অনুরূপ দায়-দায়িত্ব পালন করে নাই বলেতো আর কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত বক্তব্য ভুল হতে পারে না অর্থাৎ যেহেতু ইস্তাহার কোন কল্পকথা নয়, বরং প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক সূত্র তথা সাম্যবাদের প্রাথমিক ও মৌলিক সংবিধান সেহেতু বৃদ্ধ পুঁজিবাদ অতিরিক্ত উৎপাদনে নিমজ্জিত হয়ে ভয়ানক সংকটে নিপতিত হয়েছিল বলেই সংকটত্রাণে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় উৎপাদন ও উৎপাদন-শক্তি ধ্বংস না করে উপায় নাই বলেই মারাত্মক সংকটাপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিহাসের জঘন্যতম ও হিংস্র প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটিত করেছিল এবং কেবল বুর্জোয়া শ্রেণীরই মরণদশা নিশ্চিত করেনি বরং অন্তিম দশায় উপনীত রাষ্ট্র ব্যবস্থার- যা ইতিমধ্যেই ব্যভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্থায় পরিণত হয়ে নিজেই নিজের অকার্যকরতা নিশ্চিত করেছিল সেই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা নিশ্চিত করে অর্থাৎ প্রায় সকল রাষ্ট্রকে তছ-নছ, বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করে কার্যতই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব -ক্ষমতা ও এখতিয়ার হয় বাতিল না হয় ক্ষুন্ন-বিঘ্ন করে ভার্সাই চুক্তি মূলে জন্ম দিয়েছিল লীগ অব ন্যাশন্স।

অথচ, পুন:পুন সংকটে বিপর্যস্ত পুঁজিবাদের মহা সংকটের পরিণতি- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক শর্ত তথা বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাজিত করে শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের সুযোগ বা প্রলেতারীয় বিপ্লবের অমন মোক্ষ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তদমর্মে অর্থাৎ ১৯০০ সাল হতে চলে আসা পুঁজিবাদী মহা সংকট বিষয়ে বোধগম্য কারণে সম্পূর্ণত নীরব-নিশ্চুপ থেকে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেট নেতবৃন্দ, পরবর্তীতে মেনশেভিক-বলশেভিক পার্টি বা ৪র্থ আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা সর্ব জনাব প্লেখানভ, মার্তভ, লেনিন ও টট্রস্কি প্রমুখের মতো বিপ্লবীরা সকলেই সহমতে তাদের কর্মসূচির প্রস্তবনা যেমন রচনা করেছেন তেমন তাঁরা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও প্রথম আন্তর্জাতিকের উপরোল্লেখিত বক্তব্য - মতামতকে আমলে না নিয়ে বা একদম তোয়াক্কা না করে বলা ভাল অস্বীকার ও অকার্যকর করে কর্মসূচির প্রেক্ষপাট হিসাবে যা লিখেছেন তা এই: " On the way to achieving their common ultimate aim, which is conditioned by the dominance of the capitalist mode of production throughout the civilised world, the Social-Democrats of the different countries are obliged to undertake different immediate tasks, both because this mode of production has not developed everywhere to the same degree and because its development in the different countries is coming to fruition under a variety of socio-political circumstances.

In Russia, where capitalism has already become the dominant mode of production, there are still very many survivals from the old precapitalist order, which was based on the enslavement of the working masses by the landlords, the state or the sovereign. Hindering economic progress to a very considerable extent, these survivals inhibit an all-round development of the class struggle of the proletariat, and contribute to the maintenance and consolidation of the most barbarous forms of exploitation of the many millions of peasants by the state and the property-owning classes, and to keeping the entire people in ignorance and deprived of rights.

The most important of all these survivals and the mightiest bulwark of all this barbarism is the Tsarist autocracy. By its very nature it is inimical to all social progress and cannot but be the most malevolent enemy of all the proletariat's strivings for freedom.

Therefore, the Russian Social Democratic Labour Party takes as its most immediate political task the overthrow of the Tsarist

autocracy and its replacement by a democratic republic, the constitution of which would ensure:"

তবে উল্লেখিত প্রস্তাবনার মধ্যবর্তী অংশে যে ভাবে পুঁজির জোয়াল হতে মুক্তির জন্য সামাজিক বিপ্লব ইত্যাদি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলা হয়েছে তাতে লেনিনদের উপরোক্ত বক্তব্য মতো সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিপ্লব কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বর্ণিত অতি উৎপাদন সংকট তথা বুর্জোয়া সংকটে নয় বরং সংঘটিত হবে কেবল মাত্র সমগ্র সভ্য জগতে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রাধান্যশীল হওয়ার শর্তে ! অত:পর, লেনিনদের সামাজিক বিপ্লব যে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মতো সাম্যবাদের লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব নয় তা যেমন নিশ্চিত হয় তেমন লেনিনদের বক্তব্য অনুযায়ী 'পুঁজিবাদ' সভ্য জগতেও তখনো অর্থাৎ ১৯০৩ সালেও প্রাধান্য বিস্তার করেনি। কিন্তু, পুঁজিবাদের বিকাশ, বার্ধক্য, বিলোপ ও বিনাশ এবং পরিণতি বিষয়ে ইতো:পূর্বে যে সকল বক্তব্য বা তত্ত্ব -সূত্র ইত্যাদি কমিউনিষ্ট ইস্তাহার, মার্কসের-'পুঁজি' এবং কমিনিষ্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিকের বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে তাও বিপ্লবী লেনিন মহোদয়রা কেবল অস্বীকার করেনি বরং নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে- একদিকে যেমন পুঁজি ও পুঁজিবাদ অন্যদিকে তেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে বানোয়াটি মততন্ত্র রচনা করেছেন।

আরো লক্ষ্যণীয় যে, মার্কস তাঁর পুঁজি,১ম খন্ড,২য় অংশ,অষ্টমভাগ, "অধ্যায় ৩২।- পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের ঐতিহাসিক প্রবনতা"-এ তদমর্মে যা লিখেছেন তা এই: " প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের দখলচ্যুতি সাধিত হয়েছিল নিষ্ঠুর বর্বরতার সংগে, আর এর পিছনে ছিল সবচেয়ে কলংকপূর্ণ, সবচেয়ে নোংরা, নীচতম ও জঘন্যতম বাসনার তাড়না। স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার ভিত্তি, বলা যেতে পারে, বিক্ষিপ্ত, স্বাধীন, খেটে-খাওয়া ব্যক্তি মানুষ ও তার শ্রমের অবস্থার একত্রমিশ্রণ। তার স্থান দখল করে নেয় পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার অবলম্বন হল অপরের মুক্ত শ্রম, অর্থাৎ মজুরি-শ্রম।

যখন এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া পুরনো সমাজে যথেষ্ঠ পচন ধরিয়ে দেয়, যখন শ্রমিকদের পরিণত করা হয় সর্বহারায়, তাদের শ্রমের উপায়কে পরিণত করা হয় পুঁজিতে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালী তার নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তখনই শ্রমের অধিকতর সামাজিকীকরণ এবং জমি ও উৎপাদনের উপায়ে রূপান্তর তথা ব্যক্তিগত মালিকদের অধিকতর দখলচ্যুতি সম্পত্তির এক নতুন রূপ ধারণ করে। এর পর যাকে দখলচ্যুত করতে হবে সে নিজের জন্য কর্মরত শ্রমিক নয়, বরং বহু শ্রমিকের শোষণকারী পুঁজিপতি।

এই দখলচ্যুতি সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিজেরই অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির ক্রিয়ার দ্বারা, পুঁজির কেন্দ্রীভবন দ্বারা। একজন পুঁজিপতি সর্বদাই বহু পুঁজিপতির মৃত্যু ঘটায়। এই কেন্দ্রীভবন অথবা অল্প সংখ্যক পুঁজিপতি কর্তৃক বহুসংখ্যক পুঁজিপতিকে দখলচ্যুত করার সংগে সংগে ক্রমপ্রসারমাণ হারে বিকশিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ার সহযোগমূলক রূপটি, বিজ্ঞানের সচেতন কৃৎকৌশলগত প্রয়োগ, জমির সুশৃংখল চাষ, শ্রমের হাতিয়ারগুলির একমাত্র সর্বজনীনভাবে ব্যবহার্য শ্রমের হাতিয়ারে রূপান্তর, উৎপাদনের সমস্ত উপায়কে

সমবেত, সামাজিকীকৃত শ্রমের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে সেগুলির ব্যয়-পরিমিতি, বিশ্ব-বাজারের জালে সকল জাতিকে জড়িয়ে রাখা, আর তার সংগে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চরিত্র। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত সুবিধা যারা আত্মসাৎ ও একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়, পুঁজির সেই রাঘববোয়ালদের ক্রমহ্রাসমান সংখ্যার সংগে সংগে বেড়ে চলে দুর্ভোগ, উৎপীড়ন, দাসত্ব, অধ:পতন ও শোষণের পরিমাণ; কিন্তু সেই সংগে বেড়ে চলে শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহও, যে শ্রেণী সংখ্যায় সর্বদাই বর্ধিষ্ণু, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিজস্ব কার্যপ্রণালীর দ্বারাই নিয়মানুবর্তী; ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত। পুঁজির একচেটিয়া অধিকার সেই উৎপাদন-প্রণালীর বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়, যে প্রণালীটি গড়ে উঠেছে এবং বিকশিত হয়েছে তারই সংগে এবং তারই অধীনে। উৎপাদনের উপায়গুলির কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন এক বিন্দুতে এসে পৌঁছায় যেখানে পুঁজিবাদী বহিরাবরণের সংগে সেগুলি খাপ খায় না। তখন এই বহিরাবরণটি বিদীর্ণ হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্ত্যেষ্টির ঘন্টা বেজে ওঠে। দখলকারীরা দখলচ্যুত হয়ে যায়।

উপযোজনের পুঁজিবাদী প্রণালী, যা পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীরই ফল, তা পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করে। এইটি হল মালিকের শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম নিরাকরণ। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন তার নিজের নিরাকরণ সৃষ্টি করে। এটা হল নিরাকরণের নিরাকরণ। তা উৎপাদকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করে না, কিন্তু তাকে এনে দেয় সেই ধরণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি,যা গঠিত হয় পুঁজিবাদী যুগের অর্জনের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সহযোগ এবং জমি আর উৎপাদনের উপায়গুলির সর্বজনীন অধিকারের ভিত্তিতে।

ব্যক্তিগত শ্রম থেকে উদ্ভূত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই ইতিমধ্যেই সামাজিকীকৃত সম্পত্তিতে রূপান্ত রের চেয়ে অতুলনীয়ভাবে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী, প্রচন্ড ও দু:সাধ্য। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, আমরা পেয়েছি,কতিপয় জবরদখলকারী কর্তৃক ব্যাপক জনসাধারণের দখলচ্যুতি; শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা পাই ব্যাপক জনসাধারণ কর্তৃক স্বল্পসংখ্যক জবরদখলকারীর দখলচ্যুতি।"

অত:পর, পুঁজিবাদ শুধু প্রধান্য বিস্তারই করেনি, উপরন্ত পুঁজিবাদের " অন্ত্যেষ্টির ঘন্টা"ও মার্কসদের কালেই বেজে গিয়েছিল উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা তাওতো প্রমাণিত। এবং পুঁজিবাদী নিয়ম অনুসারেই এবং পুঁজিবাদেরই কার্যকারণ হচ্ছে- নিরাকরণের নিরাকরণ । অনুরূপ নিরাকরণের নিরাকরণ কার্যকরকরণে অর্থাৎ ব্যাপক জনসাধারণ কর্তৃক স্বল্পসংখ্যক জবরদখলকারীর দখলচ্যুতি সুনিশ্চিতিতে সক্রিয় সংঘই যে - শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি তথা কমিউনিষ্ট পার্টি তাওতো নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং, অনুরূপ লক্ষ্য যেহেতু লেনিনদের পার্টি ঘোষণা করেনি, উপরন্ত পুঁজিবাদের মরণ দশা স্বীকার করাতো নয়ই, এমনকি পুঁজিবাদের প্রাধান্য লাভের সুযোগ-অবকাশ ও তৎপরিপূরণেই কেবলমাত্র ভবিষ্যতে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার শর্ত উল্লেখপূর্বক অনুরূপ বিপ্লব সম্পাদনের পথপরিক্রমায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের বিভিন্ন ধরণের আশু কর্মসূচি

বাস্তবায়নের চাতুর্যপূর্ণ বুলিবাগিশতার মাধ্যমে কার্যত- পুঁজিবাদের নিরাকরণের নিরকারণ সূত্রও প্লেখানভ- লেনিনরা অস্বীকার করেছে। এরপরেও লেনিনরা বা কি মেনশেভিক বা কি বলশেভিকরা কমিউনিষ্ট? অথবা, যদি তাঁরা কমিউনিষ্ট হয় তবে পুঁজিবাদী নিয়মেই পুঁজিবাদের বিনাশ-বিলোপ বিষয়ে উপরোক্ত 'নিরাকরণের নিরাকরণ' নিয়ম-সূত্র আবিস্কর্তা-ব্যাখ্যাতা মার্কস-এ্যাংগেলসরা কমিউনিষ্ট হতে পারে কি?

লেনিনদের প্রস্তবানার বক্তব্য মতো-

(ক) বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিদ্যমানতার জন্য বিভিন্ন দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে বিভিন্ন রকমের অশু করণীয় সম্পাদনে বাধ্য। এই বক্তব্য যথার্থ হলে অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা যদি বিদ্যমান থাকে তবে- 'বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে' সহ দুনিয়া সম্পর্কে উপরোল্লিখত কমিউনিষ্ট ইস্তাহার হতে উদ্দৃত- "বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগ্য-ব্যবস্থাতে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।" সহ 'পুঁজি'-র " নিরাকরণের নিরাকরণ" বিষয়ক বক্তব্য ভ্রান্ত নয় কি? অর্থনৈতিক সূচক বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন বা তা আত্মসাতের হারাহারির রকমফের হতেই পারে বা রাজনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থা বা প্রথা-ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি বিভিন্ন দেশে বিভন্ন রকম হতেই পারে তাই বলে অনুরূপ ডিগ্রিগত তারতম্যের জন্য পুঁজিবাদী দুনিয়ার 'সামাজিক' অবস্থা বিভিন্ন রকম হতে পারে কি? কমিউনিষ্ট লীগ বা মার্কসরা অনুরূপ বিভিন্ন রকম সমাজের অবস্থান বা বিদ্যমানতাকে আমলে না নিয়ে বা অস্বীকার করে দুনিয়াময় কেবলই পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্বজনীন অবস্থা বলেছিলেন কেন? আসলে শ্রমিক শ্রেণীর নয়, কেবলই নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিয়োজিত লেনিনরা নয়, প্রকৃতই শ্রমিক শ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু মার্কসরাই দুনিয়াকে প্রকৃতি শোভন সম্পর্কের পরিবর্তে বস্তুগত বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে খোলাখোলি দেখেছেন বলেই হল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মন এর মতো পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকা রাশিয়া-চীন, ভারত বা অনুরূপ অন্যান্য দেশের অবস্থা দেখে-শুণে ও নৈব্যক্তিক নীরিক্ষা-পর্যলোচনা ও মুল্যায়নে পুঁজিবাদী বিকাশের অসমতা সমেত পুঁজি ও পুঁজিবাদী সমাজের উল্লেখিত রূপ নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদের বিনাশের তত্ত্বটি যেমন উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণ করেছেন তেমন ১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণী বা পুঁজির দুনিয়া বিজয় এবং সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজির উপযোগী পুঁজিবাদী সমাজে পরিণত করার বিষয়টিও নিশ্চিত হয়েছেন।

উপরন্ত, দুনিয়ায় বিজয় করার আর কোন স্থান অবশিষ্ট ছিল না অথচ, পুঁজি উৎপন্নের শর্তেই পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন অপরিহার্য এবং সেই জন্যই নতুন নতুন উপকরণের সৃষ্টি ও ব্যবহারের মাধ্যমে আরো অতিরিক্ত উৎপাদনের পুন:পুন সংকটে পুন:পুন নিমজ্জিত হয়ে ব্যক্তিমালিকানার অনাবশ্যকতা নিশ্চিত করে নিজেই মরণদশায় উপনীত হয়েছিল বলেই পুঁজিবাদী সমাজের এমন মরণ নিশ্চিতিতে পুঁজিবাদেরই সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতায় কমিউনিষ্ট লীগ সহ প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে উঠেছিল।

এমনকি, পুঁজিবাদ কেবলমাত্র জাতীয় চৌহদ্দিতে নিজের বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে নাই বলেই স্থানিকতা-জাতীয়তা ইত্যকার সব গন্ডি অতিক্রম করে উপনিবেশিকতার মাধ্যমে একদিকে জাত-জাতি অন্যদিকে স্থানীয় বা জাতীয় রাষ্ট্র ইত্যাদির ক্ষমতা-এখতিয়ার ক্ষুন্ন-বিঘ্ন, বিপন্ন ও বিপর্যস্ত এবং বিনাশ-বিলোপ করেছিল। ফলে-দুনিয়া জয় সম্পন্ন করার পূর্বেই পুঁজিপতি শ্রেণী অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়েও উদ্ধার আশায় পররাজ্যগ্রাস সহ যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিল তাতে পৃথিবীতে রাজনৈতিক আচার-আচরণের ভিন্নতা পুঁজিবাদী অসৎ উদ্দেশ্যে বহাল রাখলেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অস্তিত্ব বহাল রাখার সুযোগ ছিল না পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজিবাদের।

কাজেই, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ভিন্নতার দোহাইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের আশু করণীয় সম্পাদনের সুযোগ ছিল না কমিউনিষ্টর পার্টির বলেই অনুরূপ বক্তব্য সংগত কারণেই যেমন মার্কসরা দেননি তেমন কমিউনিষ্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিকও প্রণয়ন করেনি। দেশে দেশে সমাজের ভিন্নতা নয়, বরং রাজনৈতিক অবস্থার ভিন্নতার বিষয় জানতো বলেই - যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের নিকট ২৮, জানুয়ারী,১৮৬৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের লিখিত পত্রে বলা হয়েছে-"From the commencement of the titanic American strife the workingmen of Europe felt instinctively that the star-spangled banner carried the destiny of their class. The contest for the territories which opened the dire epopee, was it not to decide whether the virgin soil of immense tracts should be wedded to the labor of the emigrant or prostituted by the tramp of the slave driver ?" And

" While the workingmen, the true political powers of the North, allowed slavery to defile their own republic, while before the Negro, mastered and sold without his concurrence, they boasted it the highest prerogative of the white-skinned laborer to sell himself and choose his own master, they were unable to attain the true freedom of labor, or to support their European brethren in their struggle for emancipation; but this barrier to progress has been swept off by the red sea of civil war.

The workingmen of Europe feel sure that, as the American War of Independence initiated a new era of ascendancy for the middle class, so the American Antislavery War will do for the working classes. "

লক্ষ্যণীয়-প্রথম আন্তর্জাতিক উক্ত পত্রে আমেরিকার দানবদের বিবাদকে তাঁদের শ্রেণীর পরিণতি হিসাবেই গণ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার যুদ্ধকে - লেনিন যেমন ২০ শে আগষ্ট,১৯১৮ সালে লিখিত " মার্কিন শ্রমিকদের নিকট পত্র"-এ বলেছিলেন-"আজকের

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মতোই অধিকৃত-জমি ও লুঠ করা মুনাফার ভাগ নিয়ে রাজা জমিদার পুঁজিপতিদের সংঘর্ষ থেকে উৎপন্ন বিপুল-সংখ্যক লুঠেরা যুদ্ধের মাঝখানে যে ধরনের যুদ্ধের সংখ্যা এত কম, তেমনি একটি মহান, সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধ থেকেই নতুনতম সুসভ্য আমেরিকার ইতিহাস শুরু হয়েছে। ", তেমনটা "সুসভ্য" নয় বরং বিবদমান গোষ্ঠী তথা স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধাভোগীদের 'দানব' আখ্যায়িত করে বলেছেন- আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ প্রবর্তন করেছিল -মধ্য শ্রেণীর প্রাধান্য লাভের এক নবযুগ। ভারত-চীন, রাশিয়া-আলজেরিয়া ইত্যাদি সহ বিভিন্ন দেশ বিষয়ে মার্কস-এ্যাংগেলসের লিখিত বিভিন্ন রচনাও নিশ্চিত করে যে- বিভিন্ন দেশের অবস্থা-ব্যবস্থা তাঁরা অনুসন্ধান করেছেন এবং অনুরূপ অনুসন্ধান হতেই পুঁজিবাদী সমাজের সামগ্রীকতা ও সমগ্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে লিখেছেন- "আমাদের যুগে, অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে: শ্রেণী-বিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণীতে: বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।" এবং সেই জন্যই বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ-যা করবে শ্রমিক শ্রেণী সেই শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির জন্য যে আশু করণীয় নির্ধারণ করেছিলেন কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে তা এই: " কমিউনিষ্টদের আশু লক্ষ্য অন্য সমস্ত প্রলেতারীয় পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন: প্রলেতালীয়তকে শ্রেণী রূপে গঠন করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারীয়েত কতৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার।" সুতরাং, তদ্ভিন্ন অন্য কোন আশু করণীয় কমিউনিষ্টদের থাকতে পারে না। কাজেই, আশু কর্মসূচির নামে গৃহীত লেনিনদের পার্টির কর্মসূচিও বিবেচনা ও মুল্যায়ন করতে হবে উপরোক্ত মানদন্ডেই। কিন্তু, অনুরূপ আশু কর্মসূচি যে লেনিন-প্লেখানভরা গ্রহণ করেনি তা-আমরা দেখতে পাবো তাঁদের কর্মসূচিতে, যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

(খ)-(১) মার্কর্স-এ্যাংগেলস কর্তৃক মার্চ,১৮৫০ সালে লিখিত-" কমিউনিষ্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি" -তে জার্মানীতে অনেক মধ্যযুগীয় অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি উল্লেখ করেও ঐ বিবৃতিতে কমিউনিষ্টদের করণীয় সম্পর্কে তাঁরা লিখেছেন-" যেখানে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা চায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ও সেই সংগে বড় জোর উপরোক্ত দাবীগুলো অর্জনে, সেখানে আমাদের স্বার্থ এবং আমাদের কর্তব্য হল বিপ্লবকে নিরন্তর রাখা,-যতদিন না কমবেশী সকল সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলো তাদের আধিপত্যের আসন থেকে অপসারিত হচ্ছে; যতদিন না প্রলেতারীয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করছে এবং শুধু একটি দেশে নয়, পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান দেশে প্রলেতারীয় সংঘ এতটা এগিয়ে যাচ্ছে যে এই সব দেশের প্রলেতারীয়দের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে আর অন্তত প্রধানতম উৎপাদন-শক্তিসমুহ প্রলেতারীয়দের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদলবদল নয়-ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংস, শ্রেণী বিরোধকে মোলায়েম করা নয়-শ্রেণীসমুহেরই বিলোপ, বর্তমান সমাজের উন্নতি সাধন নয়-নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা।"

অথচ, লেনিনদের প্রস্তবনার উদ্ধৃতাংশে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রাধান্য বিস্তার করা সত্ত্বেও রুশ সম্রাট জারের সার্বভৌমত্বে প্রাক পুঁজিবাদী অর্ডার -

ভূস্বামী ইত্যাদির মাধ্যমে রাশিয়ায় টিকে আছে; য'দ্বারা রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি (নি:সন্দেহে প্রাধান্যশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতি- লেখক) সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত-বিঘ্নিত হচ্ছে বলেই জারষ্টি স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-সংবিধান যা নিশ্চিত করবে, এবং তৎদ্বারা রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন নিশ্চিত করাই রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের অশু রাজনৈতিক করণীয়। অর্থাৎ জার্মানীতে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা যা করছে-তাদের সমাজের উন্নতির জন্য তাহাই অর্থাৎ রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্য করবে লেনিনরা। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদলবদল করা কমিউনিষ্টদের কর্ম না হলেও আমরা লেনিনদের কর্মসূচিতে দেখবো যে, ঠিক তা করার কথাই বলেছে। উপরন্ত, ১৯৫০ সালেও কেবলমাত্র জার্মানীতে নয় বরং পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান দেশের (ফ্রান্স,ইংলন্ড ও জার্মানীর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐকমত্য বিষয়ে মার্কসরা বহুবার লিখেছেন -লেখক) প্রধানতম উৎপাদন-শক্তিসমুহের কেন্দ্রীভবন হতে হবে প্রলেতালীয়দের হাতে মর্মে কমিউনিষ্ট লীগের সিদ্ধান্ত হলেও লেনিনরা সেরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। তবু,লেনিন-প্লেখানভ, মার্তভ-টট্রস্কিরা কমিউনিষ্ট?

(২) জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সহিত সহমত পোষণ করেন নাই বলেই ১৮৭৫ সালে মার্কস লিখেন-"গোথা কর্মসূচির সমালোচনা"। তাতে জার্মানদের মুক্ত রাষ্ট্রের ভ্রান্ত ও চাতুরালীমূলক বক্তব্যের বিপরীতে মার্কস লিখেন-" 'আজকের দিনের সমাজ ' হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ, মধ্যযুগীয় অবস্থার সংমিশ্রণ থেকে কম বেশি মুক্ত, প্রত্যেক দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক বিকাশ দ্বারা কম বেশি পরিবর্তিত, কম বেশি বিকশিত; সমস্ত সভ্য দেশে তা বর্তমান। অপরপক্ষে, দেশের সীমানার সংগে সংগে ' আজকের দিনের রাষ্ট্র' বদলে যায়। প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্যে যা,সুইজারল্যান্ডে রাষ্ট্র তা থেকে পৃথক, ইংলন্ডে রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাদা। সুতরাং ' আজকের দিনের রাষ্ট্র' একটি কল্পকথা মাত্র।

তাহলেও রূপের বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিভিন্ন সভ্য দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই বিষয়ে অভিন্নতা আছে যে, প্রত্যেকটিরই বনিয়াদ হল পুঁজিবাদের দিক থেকে কম বেশি অগ্রসর আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ। তাই এদের মধ্যে কয়েকটি মূলগত সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই অর্থে, ' আজকের দিনের রাষ্ট্রের' কথা বলা যায় সেই ভবিষ্যতের সংগে তুলনা করে, যখন তার বর্তমান মূল, বুর্জোয়া সমাজ, আর বেঁচে থাকবে না।

এর পর প্রশ্ন আসে: কমিউনিষ্ট সমাজে রাষ্ট্রের কী রূপান্তর ঘটবে? অন্যভাবে বলতে গেলে, রাষ্ট্রের বর্তমান কর্তব্যের অনুরূপ কী কী সামাজিক কর্তব্য তখনও থেকে যাবে? কেবল বিজ্ঞানসম্মত পথেই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। ' রাষ্ট্র' কথাটির সংগে 'জনগণ' কথাটির হাজার রকমের বিন্যাস ঘটলেও সমস্যার সমাধান একবিন্দুমাত্র এগোবে না।

পুঁজিবাদী সমাজ আর কমিউনিষ্ট সমাজ, এই দুই-এর মধ্যে রয়েছে একটি থেকে অপরটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের এক পর্ব। তারই সংগে সহগামী থাকে একটি রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্ব যখন রাষ্ট্র প্রলেতারীয় বিপ্লবী একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

কিন্তু, কর্মসূচিতে এ বিষয়ে কিম্বা কমিউনিষ্ট সমাজের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি।" তৎসত্ত্বেও, লেনিনরাও জারতন্ত্রের পরিবর্তে সংবিধানমুলে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার নিশ্চয়তা প্রদান করলেও জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মতোই একদম নিশ্চুপ থেকেছেন সমাজতন্ত্র –যা শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি বলেই প্রলেতালীয় একনায়কত্ব, যা আবিস্কার করেছিল প্যারী কমিউন সে সম্পর্কে। তবে, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়ার মতো রাজনৈতিক অবস্থান যে লেনিনদের ছিল না তাওতো নিশ্চিত হয়। এবং

লাসালীয়দের অনুরূপ কর্মসূচি প্রসংগে ঔই "গোথা কর্মসুচির সমালোচনা"-এ, মার্কস লিখেছেন-"আদৌ লড়াই করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীকে যে স্বদেশে শ্রেণী হিসাবে নিজেকে সংগঠিত করতে হবে, আর তার নিজের দেশই যে তার সংগ্রামের আশু ক্ষেত্র, এ কথা তো স্বপ্রকাশ। এই অর্থে তার শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয়, অবশ্য সারবস্তুর দিক থেকে নয়, 'কমিউনিষ্ট ইশতেহারের' ভাষায় ' রূপের দিক দিয়ে' । কিন্তু, 'আজকের দিনের জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো', ধরা যাক জার্মান সাম্রাজ্য, নিজেই অবাধ অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্ববাজারের ' কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত', রাজনীতির দিক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ব্যবস্থার ' কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত'। প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী জানে যে, জার্মান বাণিজ্য একই সংগে বৈদেশিক বাণিজ্যও, আর হেরন বিসমার্কের মহত্ত্ব নিঃসন্দেহে ঠিক এখানে যে, তিনি এক ধরনের আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করে চলেন। আর জার্মান শ্রমিক পার্টি নিজের আন্তর্জাতিকতাবাদকে কোথায় নিয়ে এসে দাঁড় করাচ্ছে? "

'মার্কসবাদী' লেনিনদেরতো মার্কসদের এসব বক্তব্য না জানার কথা নয়, তবু, শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন সংগঠিত করার কোন বক্তব্য বা কর্মসূচি নাই তেমন জারের সাম্রাজ্যের পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠিত করার বক্তব্য বা প্রুতিশ্রুতিতো নাই-ই, উপরন্ত বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রতিবন্ধক প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করে বুর্জোয়া অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনের নিমিত্তেই আশু রাজনৈতিক করণীয় নির্ধারণ করেছে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা। যদিচ, ইতোপূর্বে উদ্ধৃত বক্তব্যাংশে আমরা দেখেছি মার্কসরা বলছেন- পুঁজিবাদ নিজেই নিজের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত করার পুর্বেই পুঁজিপতিরাই পুঁজিপতিকে উৎখাত করে শ্রমিক শ্রেণীর পাল্লা ভারী করে আসছে। আর এই নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায়ই পুরানো পুঁজিবাদী সমাজের ভিতর হতেই উত্থিত হয়ে সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র পুরানো পুঁজিবাদী সমাজকে প্রতিস্থাপন করবে । কাজেই, পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিস্থাপন বৈ অগ্রগতি সাধন কমিউষ্টদের করণীয় নয় বা কর্তব্য নয়, তা লেনিন বা যিনিই বা যারাই অনুরূপ করণীয় না করে মানব জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক পুঁজিবাদের উন্নয়ন-উন্নতি ঘটাতে চায় তাঁরা মরণ দুয়ারে উপনীত পুঁজিবাদের সেবক-গোলাম হওয়া ছাড়া কমিউনিষ্ট হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর ।

(৩) পুরানো পুঁজিবাদী সমাজের পতন-বিনাশ ও বিলোপ নিশ্চিতিতে- কমিউনিষ্টদের ব্রত ও কর্তব্য প্রসংগে এ্যাংগেলস তাঁর " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" নিবন্ধে

লিখেছেন- " ৩। প্রলেতারীয় বিপ্লব- বিরোধসমূহের সমাধান। সামাজিক ক্ষমতা দখল করে প্রলেতারীয়েত তার দ্বারা বুর্জোয়ার হাত থেকে স্থলিত সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায়গুলিকে পরিণত করে সাধারণ সম্পত্তিতে। এ কাজের ফলে উৎপাদনের উপায়গুলি যে পুঁজিরূপ চরিত্র ধারণ করেছিল তা থেকে প্রলেতারিয়েত তাদের মুক্ত করে তাদের সামাজীকৃত চরিত্রটার পরিপূর্ণ কাজ করে যাবার স্বাধীনতা এনে দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনায় সমাজীকৃত উৎপাদন এখন থেকে সম্ভব হয়। উৎপাদনের বিকাশের ফলে তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন অস্তিত্ব কাল-ব্রতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে যে পরিমাণে নৈরাজ্য অন্তর্ধান করতে থাকে সেই পরিমাণে মরে যেতে থাকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। মানুষ অবশেষে নিজেরাই সমাজ-সংগঠনের প্রভু হবার সংগে সংগে যুগপৎ হয়ে প্রকৃতির প্রভু, নিজের প্রভু-মুক্ত।

সার্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত। ঐতিহাসিক অবস্থাটিকে পুরোপুরি বোঝা, এবং সে কারণে এই কর্মের চরিত্র প্রণিধান করা, যে স্মরণীয় কীর্তি প্রলেতারীয়েতের সাধন করার কথা তার অবস্থা ও তাৎপর্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করা আজকের নিপীড়ত প্রলেতারীয় শ্রেণীকে, এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক যে প্রকাশ সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।"

কাজেই, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মৃত্যু নিশ্চিত করে মানুষ নিজেই নিজের যেমন প্রভু হবে তেমন প্রভুত্ব অর্জন করবে প্রকৃতির উপর বলেই প্রকৃতি বিজয়ী মানুষ বিজ্ঞানী হেতু বৈজ্ঞানিক মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠাকারী তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের এড়িন্ন অন্য কোন কর্তব্য হতে পারে না বা থাকতে পারে না অন্যকোন ব্রত। তবু, লেনিনরা, অনুরূপ ব্রত বা কর্তব্য হিসাবে নিজেদের পার্টির করণীয় ঠিক করে নাই বলেই লেনিন-প্লেখানভ, মার্তভ-টট্রস্কিরা জন্মসূত্রেও কমিউনিষ্ট নয়।

(৪) শ্রমিক শ্রেণী মজুরি দাস হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য শুধু মুল্য নয়, উদ্বৃত্ত-মুল্যও উৎপন্ন করে বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণী শোষিত, এবং শোষক বটে পুঁজিপতি শ্রেণী। কাজেই জন্ম শর্তেই শোষণমুলক সম্পর্ক বিধায় পুঁজিবাদী সমাজ বৈরীতামুলক সম্পর্কাধীন হেতু পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত শ্রেণী সংগ্রাম বৈ সহযোগিতা করার সুযোগ নাই শ্রমিক শ্রেণীর। আবার, পুঁজিবাদী সমাজের জন্ম ও বিকাশের পর্যায়ে পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাজিত করতে হয়েছে প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের অধিপতি শ্রেণীকে। এমন কি, মুনাফার জন্যই উৎপাদন করা পুঁজিপতি শ্রেণীর লক্ষ্য, এবং পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনের মাধ্যমে পুঁজি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে বাধ্য বলেই নৈরাজ্যিক উৎপাদন বৈ পরিকল্পিত উৎপাদন সংঘটন নয়, বরং প্রতিযোগিতাই পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজের শত্রু। কিন্তু, শ্রম শক্তি বিক্রেতা মজুরের শ্রম শক্তি ক্রেতা পুঁজিপতি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অপরাপর শোষক এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর রক্ষক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র ইত্যাদির সহিত বিরোধ-বিবাদ ব্যতীত শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে বিরোধ-বৈরীতা নাই বলেই নিজস্ব শ্রেণী মুক্তির জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীর উচ্ছেদ-উৎখাত করা ছাড়া পুঁজিপতি শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ

বিরোধ-বিবাদে জড়ানো বা পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যকার বিরোধীয় পক্ষ বিশেষের পক্ষভুক্ত হওয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিবন্ধক প্রাক পুঁজিবাদী সমাজের অধিপতি শ্রেণীর অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি শ্রেণীকে সহযোগিতা করার প্রশ্ন অবান্তর। কাজেই, শ্রমিক মাত্রই মুক্তির লড়াই করবে নিজ নিজ শোষক পুঁজিপতির বিরুদ্ধে এবং পুঁজিপতি শ্রেণী যেহেতু সমগ্র দুনিয়া জয় বা দখল করে সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, সেহেতু পুঁজিবাদী সমাজ উৎখাতের সংগ্রামটাও বৈশ্বিক না হওয়ার সুযোগ নাই।

কিন্তু, শ্রেণী মুক্তির লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানার অবসানে পুঁজিবাদ বিরোধী -বিনাশী সংগ্রাম করার পরিবর্তে স্বদেশে পুঁজিবাদের প্রতিবন্ধক প্রাক পুঁজিবাদী সামাজিক শক্তির পরাজয়ের জন্য শ্রমিকদের কাজ করাটা কেবলই স্বীয় শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা নয় কি? প্রাক পুঁজিবাদী সামাজিক শক্তি বিনাশের অজুহাতে পুঁজিপতি শ্রেণীর সহযোগি হিসাবে ও বন্ধু গণ্যে স্বদেশের উন্নয়নের ধোঁকায় ও স্বজাতির আবেগ মদিরায় নিমজ্জিত থেকে নিজ শ্রেণী স্বার্থের বিপরীতে কেবলই স্বীয় শোষক তবে স্বদেশী পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে যতক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করবে শ্রমিক শ্রেণী ততোক্ষণতো স্বীয় শ্রেণী মুক্তির সংগ্রাম স্থগিত থাকছে । ফলে- অনুরূপ স্বয়ংঘাতি লড়াইয়ে যতোক্ষণ নিয়োজিত থাকবে শ্রমিক শ্রেণী ততোক্ষণতো একদিকে বিনা বাঁধায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ আরামছে ভোগ করছে স্বদেশী-স্বজাতি পুঁজিপতি শ্রেণী; অন্যদিকে কেবলই অনুরূপ রাজনৈতিক কারণে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কোন প্রকার ব্যয়বরদ্ধ ছাড়াই স্বীয় কবরখনক শত্রুপক্ষকে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে বিনা বেতনের যুদ্ধা হিসাবে ব্যবহারের চমৎকার সুযোগ হাসিল করছে।

উল্লেখ্য-দ্বন্দ্বই যদি বিকাশের নিয়ম হয় তবে যার সহিত তার স্বার্থগত দ্বন্দ্ব নাই তার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়া কল্পনা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু কি? অত:পর, লেনিনরা যে অনুরূপ বিলাসিতায় রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হলেন তা কি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিষয়ে অজ্ঞতা, না কি মহা সংকটে নিমজ্জিত বিশ্ব পুঁজিপতি শ্রেণীর সংকটোত্তরণে সহযোগিতায় জ্ঞানপাপীর কৌশলী প্রয়াশ ? তবে, লেনিন ও বলশেভিকদের পরবর্তী কার্যক্রম কিন্তু প্রমাণ করেছে, তাঁরা মরণাপন্ন পুঁজিবাদকে মরণদশা হতে রক্ষা করতে প্রথাগত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বরূপ এক কিম্ভুতকিমাকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অথচ, পুঁজিবাদের বিকাশকাল সম্পর্কে এ্যাংগেলস তাঁর " 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার'ভূমিকা" নিবন্ধের প্রায় শুরুতেই লিখেছেন- " শহরের বার্গারদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজশক্তি ধ্বংস করলো সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে এবং প্রতিষ্ঠা করলো মূলত জাতিসত্তা ভিত্তিক বড়ো বড়ো রাজতন্ত্র, তাদের মধ্যেই আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলির এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ ঘটেছে। শহরের বার্গার ও অভিজাতরা যখন তখনও পরস্পরের সংগে যুঝছে সে সময়ই জার্মানির কৃষকযুদ্ধ শুধু বিদ্রোহী কৃষকদেরই নয়, সেটা তখনো কোনো নতুন ঘটনা নয়, কৃষকদের পিছনে পিছনে হাতে লাল ঝান্ডা এবং

মুখে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানার দাবীসহ আধুনিক প্রলেতারীয়েতের আদি পুরুষদের রংগমঞ্চে এনে আগামী শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে ভবিষ্যতবক্তার আংগুলি নির্দেশ করে যায়।" অর্থাৎ জাতি সত্তা ইত্যাদির বিকাশ সাধন করেছে পুঁজিবাদ আর কৃষকদের দাবীর সাথে সহমত নয় বা কৃষকদের জমি পাওয়ার দাবী সমর্থনও নয় এক্কেবারে সাধারণ মালিকানার দাবীই যথার্থভাবে করেছিল আধুনিক প্রলেতারীয়েতের আদি প্রজন্ম। এবং

" ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" নিবন্ধে এ্যাংগেলস একদম শুরুতেই লিখেছেন- "এক দিকে আজকের সমাজের ভেতরে মালিক ও অ-মালিক, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বৈর, এবং অন্যদিকে উৎপাদনের মধ্যকার নৈরাজ্য -মূলত এরই স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল সমাজতন্ত্র।" এবং " ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন-" সাধারণভাবে শ্রেণী বৈষম্য উচ্ছেদের, যে সব উৎপাদন সম্পর্কের উপরে তার প্রতিষ্ঠা তার উচ্ছেদের, সেই উৎপাদ-সম্পর্কের সংগে সংগতিপূর্ণ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক উচ্ছেদের, সে সমাজ-সম্পর্ক থেকে যে সব ধ্যানধারণার উদ্ভব তার বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উৎক্রমণ-স্থান হিসাবে বিপ্লবের নিরন্তরতা এবং প্রলেতারীয়েতের শ্রেণী একানয়কত্বের ঘোষণাই হল এই সমাজতন্ত্র।" সুতরাং, বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত শ্রেণী-বৈরীতা ব্যতীত সহযোগিতা করার সুযোগ নাই বলেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আবিস্কর্তা-ব্যাখ্যাতাদ্বয় উল্লেখিতরূপ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। অত:পর, যাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অস্বীকার করে তাঁরা পুঁজিবাদের সেবক-গোলাম বা ভাড়াটিয়া বৈ কমিউনিষ্ট হতে পারে না।

(৫) মার্কস-এ্যাংগেলস ২১ জানুয়ারী,১৮৮২ সালে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের "১৮৮২ সালের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা"-য়, লিখেছেন-" আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্যভাবে আসন্ন অবসানের কথা ঘোষণা করাই ছিল 'কমিউনিষ্ট ইস্তাহার;-এর লক্ষ্য। কিন্তু, রাশিয়াতে দেখি, দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিতান্ত্রিক জুয়াচুরি ও বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূসম্পত্তির মুখোমুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে চাষীদের যৌথ মালিকানা। এখন প্রশ্ন হল, অত্যান্ত দুর্বল হয়ে গেলেও জমির উপর যৌথ মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অবশ্চিনা (obshchina) কি কমিউনিষ্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসরি রূপান্তরিত হতে পারে না? না কি পক্ষান্তরে তাকেও প্রথমে যেতে হবে ভাংগনের সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যা পশ্চিমের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে? এর একমাত্র যে-উত্তর আজ দেওয়া সম্ভব তা এই: রাশিয়ার বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে উঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়,তা হলে রাশিয়ার ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিষ্ট বিকাশের সুত্রপাত হিসাবে।"

না, জারতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়া অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনের - দায়িত্ব কমিউনিষ্টদের নয়, বরং কমিউনিষ্ট মার্কস-এ্যাংগেলসরা পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সহিত রাশিয়ার বিপ্লবকে সম্পৃক্ত করে রাশিয়ার যৌথ মালিকানাধীন জমিকে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা বিকাশের সুত্রপাত হিসাবে কাজে

লাগানোর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে, ক্ষমতা দখলের পর জমি বিষয়ে লেনিন যে ডিক্রি জারী ও কার্যকর করেছেন তা সম্পূর্ণত উল্লেখিত মতামতের বিপরীত কর্ম।

" কমিউনিষ্ট লীগের ইতিহাস প্রসংগে" নিবন্ধে এ্যাংগেলস যেমন লিখেছেন- "কমিউনিজমের মানে দাঁড়াল প্রলেতারীয়েতের সংগ্রামের প্রকৃতি, সর্তাবলী আর তদানুযায়ী সংগ্রামের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি।" কাজেই, তেমন অন্তর্দৃষ্টি সহ তদানুরূপ সাধারণ উদ্দেশ্য হাসিলে সংগ্রাম করাটা যদি কমিউনিষ্টের করণীয় হয় বা তদ্রুপ শর্তসাপেক্ষ সংগ্রামীই যদি হয় কমিউনিষ্ট,তবে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির নেতৃবৃন্দ কি অনুরূপ মতে কমিউনিষ্ট হওয়ার যোগ্য?

(৬) সবার আগে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবে-তুকাচভের এমন মতামত খারিজ করে "রাশিয়ার সামাজিক সর্ম্পক প্রসংগে" নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেন- " যদি এর এমন ধারায় বিকশিত হবার সামর্থ্য থাকে যাতে কৃষকরা আর পৃথকভাবে চাষ না চালিয়ে যৌথভাবেই* চাষ চালাচ্ছে; আবার বুর্জোয়া ধারার টুকরো জমি মালিকানার মধ্যবর্তী স্তরের ভিতর দিয়ে রুশ কৃষকদের যাওয়ার আবশ্যকতা বিনাই এই উন্নতর রূপে উন্নয়ন দরকার। সেটা অবশ্য কেবল তখনই হতে পারে যদি গোষ্ঠী মালিকানা একেবারে ভেংগে পড়ার আগেই পশ্চিম ইউরোপে সাফল্যের সংগে একটা প্রলেতারীয় বিপ্লব সম্পন্ন হয়, এবং তাতে করে এই উত্তরণের জন্য দরকারী পূর্বসর্তগুলির, বিশেষ করে সেই প্রসংগে তার গোটা কৃষি-ব্যবস্থার যে বিপ্লব অপরিহার্য সেইটুকু সাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই রুশ কৃষকরা 'মালিক' হলেও পশ্চিম ইউরোপের সম্পত্তিহীন শ্রমিকদের চেয়ে ' সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি'-মিঃতকাচভের এই কথা নিছক একটা বাহ্বাস্ফোট।ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশীয় গোষ্ঠী মালিকানাকে এখনো যদি কোন কিছু বাঁচাতে পারে, একে এক নতুন এবং সত্যিকারের টেকসই একটা রূপে পরিণতির সুযোগ দিতে পারে, তবে সে হল কেবল পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারীয় বিপ্লব।"

অত:পর, পশ্চিম ইউরোপীয় প্রলেতারীয় বিপ্লবের সাফল্যের সহায়ক ও সহায়তাকারী একটি পার্টি বৈ অন্য কোন পার্টি যদি রাশিযায় গঠিত হয় তবে যে, তা খোদ রাশিযায়ও সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের পার্টি হতে পারে না তাতো না জানার কথা নয় প্লেখানভ-লেনিনদের। তবু, সেই রকম বক্তব্যহীন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি একটি কমিউনিষ্ট পার্টি?

(৭) বাকুনিনরাও এক দেশ ভিত্তিক পার্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি যে কেবলই আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক পার্টি হওয়া ছাড়া দেশ ভিত্তিক হওয়ার সুযোগ নাই । কারণ, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে যে পুঁজিবাদী সমাজের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেই পুঁজিবাদী সমাজ নিজেইতো জাতীয় নয়, বরং বৈশ্বিক বলে জাতীয় পর্যায়ে বা একদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার বুর্জকির বক্তব্য কার্যত পুঁজিবাদকে সহযোগিতা করা। তদমর্মে প্রথম আন্ত র্জাতিকের বক্তব্য এই: " In 1869, the General Council of the International

Working Men's Associations, who also functioned as Regional Council of England, was assailed from two opposite sides – from Bakunin's Geneva paper, *Egalité,* and from some English members, both opposition elements demanding a division of function, that is, the severance of the English Regional Council from the General Council. In a meeting, held for this purpose on January 1, 1870, the General Council rejected the motion of the Bakuninists in the following reply formulated and drafted by Karl Marx.

Long before the *Egalité* was founded the motion to sever the General Council from the Regional Council was repeatedly brought forward and supported by two English members of the Council. It has always been rejected with practical unanimity. Our opinion is that, while the revolutionary impulse may perhaps come from France, it is surely England only that can be made into a lever for a lasting economic revolution. It is the only country which has no peasantry to speak of, and where landed property is concentrated in a few hands. It is the only country where the capitalist form, that is, combined living and mechanical labour on a large scale controlled by capitalist employers, has got hold of the whole production. It is the only country where the great majority of the population consists of wage workers. It is the only country in which the class division and the organisation of the working class through the trade unions have attained a certain degree of maturity and comprehensiveness. Owing to her predominance on the world markets England is the only country where a transformation of its economic conditions must immediately react on the whole world. If landlordism and capitalism have their classical seats in that country, so are also all the material conditions of their destruction most highly developed there. The General Council, by functioning also as Regional Council, is in a position to get immediate hold of that great lever of proletarian revolution. How stupid, how criminal would it be to surrender such an instrument into English hands only!

The English possess all material requisites of the social revolution. But they lack the spirit of generalisation and revolutionary passion.

Only the General Council is able to inspire them with those qualities and thus to speed the revolutionary forces in that country and consequently everywhere. The only means to attain that object is to secure an unbroken contact of the General Council with English Labour. As General Council and Regional Council we can set on foot movements (as, for instance, the Land and Labour League) which appear in the eyes of the public as spontaneous manifestations of the English working class.

Should a Regional Council be formed apart from the General Council, what would be the immediate effect of such a step? What authority would it enjoy when placed between the General Council of the International and that of the trade unions?

England cannot be looked upon as simply a country like any other country. She must be considered as the metropolis of capitalism."

(Source: Documents of The International | Marx-Engels Archive)

অত:পর, ইংল্যান্ডের মতো দেশেও কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিচ্ছিন্ন পার্টি করা যদি প্রথম আন্তর্জাতিকের মতে- বোকা বা অপরাধীর কাজ বলে গণ্য হয় তবে পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারীয় বিপ্লবের সাফল্যের উপর নির্ভরশীল রাশিয়ার মতো প্রতিক্রিয়াশীল দেশে প্লেখানভ-লেনিনদের অনুরূপ দলবাজির কার্যকলাপ কেবলই অপরাধ, নাকি-অপরাপর সোশ্যালিষ্টদের মতোই একইরূপ চূড়ান্ত লক্ষ্য তবে রহস্যাবৃত সমাজ বিপ্লবের নামে কার্যত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি বেঈমানী-বিশ্বাসঘাতকতা এবং মরণাপন্ন পুঁজিবাদকে সংরক্ষায় প্রতারণা, জোচ্চুরি ও ধান্ধাবাজিও?

(৮) পুঁজিবাদের মরণদশায় কেবলমাত্র পুঁজিবাদের মৃত্যুসনদ কমিউনিষ্ট ইস্তাহার প্রণীত হওয়া সহ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কৃত হওয়াই নয়,উপরন্ত শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব তথা সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপও আবিস্কৃত হয়েছিল ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন কর্তৃক। ইতোপুর্বে, ফ্রান্স-জার্মানীতে সাধারণ মালিকানার দাবীতে আবির্ভূত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণী। উপরন্ত,পুঁজিবাদের আদি ঘরানার রাষ্ট্রগুলো বিশেষত ইংলন্ড-ফ্রান্স যখন অতি উৎপাদন সংকটে জেরবার তখন একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন পুঁজিবাজারে বিশাল পরিমাণ শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালন ও পুনরুৎপাদনে একদা উপনিবেশ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নিজেই নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন ও দখলে এমনকি, সাবেকী মিত্র ফ্রান্স-স্পেন ইত্যাদির সহিত নানান সংঘর্ষ-সংঘাত ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে- জার্মানীর পুঁজিপতি শ্রেণী ভয়ানক রকমের পুঁজি-পণ্যের ভারে আক্রান্ত হয়ে দানবীয় রূপ নিয়েছিল।

অত:পর, উন্মাদ দানবীয় পুঁজির উন্মাদনা হ্রাস তথা শান্তি অর্থাৎ মজুতকৃত পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতে- প্রধানত ইংলন্ডের দখলাধীন পৃথিবীর রাজনৈতিক রূপ পরিবর্তন করা সহ ইংলন্ড-ফ্রান্সের কলোনীগুলোর অন্তত কতিপয় অংশ নিজ দখলাধীনে নিতে না পারলে তা সম্ভব নয় বলেই-ভুয়া জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যকার চাতুর্যপুর্ণ রাজনৈতিক জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে বৃটিশ-ফ্রান্স ও স্পেনের উপনিবেশগুলোতে পুঁজিবাদের স্বাভাবিক নিয়মেই সৃষ্ট নানান কারণে প্রভু শক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিক্ষুব্ধ স্থানীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী বা অনুরুপ বিক্ষুব্ধ অংশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকারীদের স্বপক্ষীয় মিত্র গণ্যে তথাকথিত জাতীয়তাবাদ-যা কার্যত পৃথিবী হতে বিদায় দিয়েছে স্বয়ং পুঁজিবাদ, সেই কল্পিত জাতিয়তাবাদের কল্পিত সোনালী অতীত-ঐতিহ্য যা-আসলেই রাজতান্ত্রিক বর্বরতা তার গুণ-কীর্তন করার মাধ্যমে যেমন স্বদেশে তেমন বিদেশে শ্রমজীবী মানুষকে প্রলুব্ধ-প্ররোচিত করার মাধ্যমে শ্রম ও শ্রম কর্তৃক সৃষ্ট মুল্য ও উদ্বৃত্ত-মুল্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা অর্জনের পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কেবলই অতীতমুখিনতার গহ্বরে নিক্ষপ্ত করে কেবলই জাতীয়তার নামে স্থানীয় পুঁজিপতির সহিত মিতালীতে আবদ্ধ হয়ে নিজস্ব শ্রেণী শত্রু অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারী পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম নয়,বরং স্বদেশীয় অথচ, শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষাবলম্ভনই নয়, উপরন্ত স্বদেশি বুর্জোয়ার প্রতিপক্ষ ভিন্ন দেশী পুঁজিপতিশ্রেণীই কেবল শত্রু নয়, বরং বিদেশী দখলদার পুঁজিপতি-যাঁরা নিজ নিজ দেশেও শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করেই নিজ নিজ পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছে সেই দখলদার বুর্জোয়াদের দেশীয় শোষিত শ্রমিকশ্রেণীকেও মিত্র গণ্য করার পরিবর্তে কেবলই- ভুয়া জাতীয়তাবাদের মদিরায় নিক্ষিপ্ত করে কেবলই ভুয়াভাবে শোষক জাতির সদস্য গণ্যে শত্রুই গণ্য করেছিল। যদিচ, জাত বা জাতিগত শোষক-শোষিত নয়, প্রকৃতই এবং কর্যতই শোষণ করে দুনিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণী দুনিয়ার শ্রমিক শ্রণীকে। দেশ-জাতির বাচ-বিচার করলে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর চলে না তেমন শ্রমিক শ্রেণীও শ্রম শক্তি বিক্রিতে যথার্থ সুযোগ পায় না বলেই আগেও যেমন পুঁজিপতিশ্রেণী তেমন শ্রমিক শ্রেণী দেশান্তরী হয়েছে, এখনো তেমন এমনকি রাষ্ট্রিক বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বহু মানুষ দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন করছে। তবে, অলিক জাতীয়তাবাদের ধুম্রজালে শ্রমিক শ্রেণীকে বন্দী করতে জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, দেশে দেশে কেবলই অনুসৃত হয়ে আসছে জাতীয় বীর পুঁজার আবরণে কার্যত অন্ধ অতীত-ঐতিহ্যের বর্ণিল আবহের ভুয়া মিথ ইত্যাদি, যা ব্যক্তি মানুষেরও স্বাধীনতা নয় বরং মারাত্মক গোলামি বা দাসত্ব মানসিকতার সহায়ক।

এতে আন্ত:বিরোধে লিপ্ত পুঁজিপতিশ্রেণী পুঁজিবাদী নিয়মেই পরস্পরকে শত্রু গণ্য করলেও সামগ্রীকভাবে সংকটাপন্ন পুঁজিবাদের সংকটোত্তরণে অলীক পথের সন্ধানে যেমন লিপ্ত ছিল তেমন আরেকটি সুবিধা ছিল-আজন্ম শত্রুপক্ষ শ্রমিক শ্রেণীকে নিজ জন্ম ও অস্তিত্বের পরিচয় হতে সাময়িকভাবে বিদুরীত করার মাধ্যমে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী পরিচয় ভুলিয়ে দিয়ে কেবলই তথাকথিত জাতি পরিচয়ে পরিচিতিকরণের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ও জাত শত্রু পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ নিশ্চিতিতে সামাজিক মালিকানার সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াটাকে মুক্ত মানুষের মুক্ত ভূমি হিসাবে ব্যবহার করার অবাধ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতির মাধ্যমে নিজস্ব শ্রেণী মুক্তির যে আন্দোলন-সংগ্রাম, তা হতে বিরত করার মাধ্যমে এবং শত্রুকে মিত্র গণ্যে বিভ্রান্ত হওয়া ও কার্যত শ্রেণী মুক্তির শ্রেণী চেতনা হারিয়ে কেবলই তথাকথিত জাত-জাতির সদস্য হিসাবে নিজেদরেকে গণ্য করার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট করা তথা শ্রমিক শ্রেণীর চৈতন্যের ও মুক্তির শর্ত আন্তর্জাতিকতাবাদ হতে বিযুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবেতো বটেই আখেরেও কিঞ্চিত লাভের সুযোগ সৃষ্টি ।

পুঁজি-পণ্যের বাজারজাতকরণে-অনুরূপ জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ব্যবহার ইতোপূর্বে ইংলন্ড-ফ্রান্সও করেছিল পরস্পরের দখলাধীন কলোনীগুলোতে। কিন্তু, অতি উৎপাদন সংকটে মারাত্মকভাবে জর্জরিত জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণীর পক্ষে অনুরূপ ভুয়া-তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে-অর্থ, অস্ত্র সহ সব ধরনের সহযোগীতার নীতি নতুনভাবে ও ভয়ানকভাবে কার্যকর করেছিল জার্মান রাজা। প্যারী কমিউন ধ্বংসকারী খুনি-গুন্ডা বিসমার্কের বন্ধু লাসালের বদৌলতে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী-যারা প্যারীর কমিউনিকে শুধু সমর্থনই জানায়নি বরং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল- শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য হিসাবে তাঁরা কোন সীমানা মানে না, সেই আন্তর্জাতিকতাবাদের চৈতন্য ধ্বংস করার জন্য ১৮৭৫ সালে গোথা কর্মসূচির মাধ্যমে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদেরকে পরিণত করেছিল সমাজতন্ত্রের বিরোধী হিসাবে। এ বিষয়ে ১৮৭৫ সালে আ.বেবেলের কাছে লেখা চিঠিতে এ্যাংগেলস লিখেছেন- " আন্তর্জাতিকতাবাদকে নামান হল আমাঁ গ্যেগের স্তরে, আর সমাজতন্ত্রকে সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী ব্যুশের স্তরে, যে ব্যুশে এই দাবী তুলেছিলেন সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, তাদের পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে! " তাতেও পরিপূর্ণ সফলতা না পেয়ে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী অবশিষ্ট আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রমিক শ্রেণীকে দমন-পীড়ন করে সেরূপ চিন্তা-চেতনা নির্মূলে ১৮৭৮ সালে জারী করেছিল সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন। দন্ডপ্রাপ্ত হয় বহু শ্রমিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিকামী মানুষজন । ফলে- একদিকে প্যারী কমিউন দমনের গুন্ডামি ফি বাবত প্রাপ্ত অর্থ এবং পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনে বিভ্রান্তিসহ ভাটা পড়ার সুযোগে অতিরিক্ত হারে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগে অতিরিক্ত পরিমাণ পুঁজি গঠনের সুযোগ পেলেও ১৮৯৮ সালেই জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণীও অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকটে নিপতিত হয়. পূর্বাপর যেমন হয়েছিল ইংলন্ড সহ পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিপতি শ্রেণীও।

পুঁজিবাদের অনুরূপ সংকটে পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপ ও শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্যের নতুন সমাজ প্রতিস্থাপনে- মার্কসের দাবী মতো শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি হচ্ছে অগ্রদুত। ১৮৭০ এর ৯ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অনুমোদিত ভাষণে মার্কস বলেছিলেন- " প্রতিটি দেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রত্যেকটি শাখা শ্রমিক শ্রেণীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করুক। আজ যদি তারা তাদের কর্তব্য পরিহার করে, যদি তারা নিস্ক্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানের এই প্রচন্ড যুদ্ধ হবে আর মারাত্মক আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের অগ্রদুত; আর দেশে দেশে শ্রমিকদের উপর ঘটাবে তরবারির, ভূমির ও পুঁজির আধিপতিদের নতুন বিজয়।" অত:পর, প্যারী কমিউনের পরাজয়েও মরমে মরিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী তাঁরই সৃষ্ট -শ্রেণী চৈতন্য সমৃদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর ভয়ে ভীত ও ভূত হয়ে দুনিয়ার সামনে যথার্থভাবে পুঁজিবাদের ১ নম্বর দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করেছিল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে এবং সেই মতো সমিতিকে ধ্বংস করার জন্য দমন-পীড়ন সহ যতোরকমের অস্ত্র ব্যবহার করা যায় ততো রকমের অস্ত্রের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর কথিত পার্টি - সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ভাড়া করা সহ জাতীয়তাবাদী বোধ ও উন্মাদনায় শ্রমিক শ্রেণীকে নিক্ষিপ্ত করার অপকৌশল। সমিতিকে ধ্বংস বা পংগু করা গেলে বা সমিতির শাখাগুলো যদি যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন না করে তবে পুঁজিপতিশ্রেণীর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হলেও

অন্তত সাময়িকভাবে পরাজিত হবে শ্রমিক শ্রেণী এবং বিজয়ী হবে পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতি শ্রেণী- মার্কসের এমন বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছিল বুর্জোয়া শ্রেণী বিশেষত জার্মান বুর্জোয় শ্রেণী। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মোড়ল কাউৎস্কিদের মোড়লীপনায় ২য় আন্তর্জাতিকের মোড়লরা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করে পুঁজিবাদকে মরণদশা হতে বাঁচাতে ১৮৯৬ সালে লন্ডন কংগ্রেসে গ্রহণ করে-"জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" বিষয়ক প্রস্তাব। ফলে- ১৯০০ সালের মহা সংকটে বিপর্যস্ত পুঁজিবাদ ১৯১৩ সালে লিপ্ত হয়েছে পৃথিবীর তখনো পর্যন্ত সবচাইতে ঘৃণ্য ও ধ্বংসাত্মক এবং জঘণ্য খুনাখুনির ১ম বিশ্বযুদ্ধে। কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে ২য় আন্ত র্জাতিকের মোড়লরা জাতীয়বাদী পান্ডায় পরিণত হয়ে নিজ নিজ দেশের যুদ্ধবাজ বুর্জোয়াদের পক্ষভুক্ত হয়ে তাদের প্রভাবাধীন শ্রমিক শ্রেণীকেও নিয়োজিত করেছে স্বয়ংঘাতি যুদ্ধে। ফলে- পুঁজিবাদের সমাধি রচিত হওয়ার পূর্বেই ২য় আন্তর্জাতিকের সমাধি তৈরী হয়েছিল।

সংকটাপন্ন পুঁজিবাদের অন্তিম দশায় পুঁজিবাদের কবর খনক শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতির কবরস্ত করণে কাউৎস্কি সহ যেই সকল মোড়ল উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হতে বাঁচিয়ে পুঁজিবাদকে আজো টিকে থাকতে সহযোগিতা করেছে শ্রমিক শ্রেণীর সেই সকল দুশমন তথা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের লক্ষ্যকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণাকারী ও পরবর্তীতে ২য় আন্তর্জাতিকের মোড়ল বনা লেনিন গয়রহরা ১৯০৩ সালে লন্ডনে বসে পার্টির কর্মসূচি-নিয়মনীতি গ্রহণ করলেও চলমান সংকটে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর বা নিদেন পক্ষে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর করণীয় বিষয়ে তিলমাত্র আলোকপাত করেনি। অত:পর, বুর্জোয়া সংকট হতে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের বিষয় বিবেচনায় নিতে অক্ষমরা যে চিন্তায়ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, বরং নিজেদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে লিপ্ত তা যেমন প্রমাণিত তেমন চরম বুর্জোয়া সংকটেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালনকারী প্লেখানভ-মার্তভ, লেনিন- টট্রস্কিরা যে পার্টি গঠনকালেও কমিউনিষ্ট নয়, এমনকি শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি বিষয়ে সামান্যতম আগ্রহী নয় তাওতো সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণিত।

(৯) নভেম্বর, ১৮৯৪ সালে লিখিত "ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা" নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন-"সমাজের যে কোন শ্রেণী হতে আগত ব্যক্তি বিশেষকে আমরা পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, কিন্তু পুঁজিপতি, মাঝারি বুর্জোয়া বা মাঝারি কৃষকের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক কোন দলে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। " অত:পর, রাশিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনে পুঁজিবাদের প্রতিবন্ধক প্রাক পুঁজিবাদী সামাজিক শক্তিকে উৎখাতে-রাশিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ হেফাজতকরণে পার্টির আহবান স্বরূপ ১৫ দফা, কৃষকদের দাবী হিসাবে ৫ দফা তবে প্রজাতন্ত্রের জন্য সংবিধান মুলে নিশ্চয়তাকৃত ১৪ দফা কর্মসূচি গ্রহণকারী পার্টিকে আর যাহাই বলা হোক না কেন, অন্তত এ্যাংগেলসের বক্তব্যমতো এমন পার্টি কমিউনিষ্টদের অপ্রয়োজনীয় বলেই কেবলমাত্র অনুরূপ কর্মসূচির কারণেই লেনিনদের পার্টি জন্মসুত্রেও কমিউনিষ্ট পার্টি নয়।

সুতরাং, উক্ত প্রস্তাবনার ভিত্তিতে কংগ্রেসে গৃহীত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্মসূচি যে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচি নয় তাতো উপরোক্ত আলোচনাতেই নিশ্চিত হয়েছে। তবু, বলশেভিক পার্টি সম্পর্কিত মোহ-ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি নিরসন ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্যই লেনিন-প্লেখানভ, মার্তভ-টট্রস্কিদের গৃহীত কর্মসূচির সকল দফা আলোচনা আবশ্যক নয় বলেই কেবলমাত্র কতিপয় দফা পর্যলোচনা করা হল-

(ক) কর্মসূচির শেষ প্যারায় বলা হয়েছে এইঃ "For its part, the RSDLP is firmly convinced that complete, consistent and lasting realisation of the political and social changes mentioned is attainable only through overthrow of the autocracy and the convocation of a constituent assembly, freely elected by the entire people." অর্থাৎ গৃহীত কর্মসূচিগুলো কার্যকরী করা যাবে যদি, স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করে একটি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সমগ্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সংবিধান সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অত:পর, সেই থেকে একটি সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠানে একটি অভ্যুত্থান আয়োজনে এবং অভ্যুত্থান দ্বারা গঠিত সরকারকে বৈধতা প্রদানে সংবিধান সভার এখতিয়ার চিহ্নিত ও নির্ণিত করে লেনিন বহু লেখালেখি করেছেন। কিন্তু জারের সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের মাধ্যমে পূর্ব পরিকল্পনামতো রাতের আঁধারে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল করার কথা প্রকাশ্যে না বললেও এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে মার্কস-এ্যাংগেলসদের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে অমান্য, অস্বীকার ও অকার্যকর করে কার্যত ১৯১৭ সালের অক্টোবরে তাই করেছেন। এবং যথারীতি -লেনিন সাহেব সেনাকর্তৃত্বের সাময়িক সরকারের চেয়ারম্যান হিসাবে সংবিধান সভার নির্বাচন আয়োজন ও অনুষ্ঠান করেন । কিন্তু, নির্বাচন অবাধ-নিরপেক্ষ হয়নি, এমন অভিযোগ কেউ উত্থাপন করেনি। তবু, লেনিন সাহেব এত্তোদিনের সাধের সংবিধানে সভার অধিবেশন আহবানে গড়িমসি করেন এবং নির্বাচনে সংখ্যাধিক আসন লাভকারী -আর.এস.পি-র কতিপয় ব্যক্তিকে মন্ত্রীত্ব প্রদানের বিনিময়ে দলটিকে ভেংগে টুকরো করে নিজের ক্ষমতা দখল ও ভবিষ্যতে সেই ক্ষমতা পাকা-পোক্তকরণে যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করেই সংবিধান সভার অধিবেশন আহবান ও অনুষ্ঠান করেন।

কিন্তু, যখনই লেনিনের বিরোধী পক্ষ সংবিধান সভার সদস্যদের ভোটে স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত হয়ে খোদ লেনিনকেই পরাজিত করাই নয়, উপরন্ত তার ষড়যন্ত্রমুলক ক্ষমতা দখলকেও অবৈধ হিসাবে নিশ্চিত করলো, তখন বলশেভিক লেনিন বলশেভিক চরিত্রানুযায়ীই এতদিনকার সকল প্রতিশ্রুতি তথা বলশেভিক পার্টির জন্মকালীন উক্ত অনুচ্ছেদ কার্যকর না করে যথারীতি সংবিধান সভা বাতিল করে আলোচ্য কর্মসূচির ১ নং দফায় বর্ণিত জনগণের সার্বভৌমত্ব নয়, বা ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত " ব্যক্তির ও বসবাসকারীদের অলংঘনীয়তা" নয়, একদম নিজের অর্থাৎ লেনিনের নিজের সার্বভৌমত্ব ও অলংঘনীয়তা নিশ্চিত করে সংবিধান সভা বাতিল করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কাল পর্যন্ত আর সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি । কাজেই, স্বয়ং লেনিন ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যে কর্মসুচি বাস্তবায়নের পরিবর্তে তা নাখোচ করে দেয় সেই কর্মসূচিতো লেনিন কর্তৃক অস্বীকৃত ও অকার্যকৃত হয়েছে বলেই তা সমাজতন্ত্র বা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেরতো নয়ই, এমনকি খোদ লেনিনও জার স্বৈরতন্ত্রের অধম বৈ উত্তম নয়।

আরো উল্লেখ্য- রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের সংবিধানের ৯নং চ্যাপ্টারের অনুচ্ছেদ-১৩৫(৩) এ বলা হয়েছে-সংবিধান সভা কর্তৃক প্রণীত সংবিধান গ্রহণ ইত্যাদির জন্য গণভোটও করা যাবে এবং যথারীতি উক্ত সংবিধান রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গৃহীত হয়। অত:পর, ১৯৯৩

সালের রুশ বুর্জোয়ারা যে, মাত্রায় ও পরিমাণে ভোটারদের অধিকার নিশ্চিত করেছে সে পরিমাণ বা সে মাত্রায়ও অন্তত আলোচ্য কর্মসূচির মাধ্যমে লেনিনরা কবুল করেনি ।কাজেই,অন্তত জনক্ষমতা বিষয়ে ১৯১৭ সালের পরের লেনিনতো অবশ্যই এমনকি ১৯০৩ সালের লেনিনও কি রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের সংবিধান প্রণেতা বুর্জোয়াদেরও চেয়ে অধম নয়?

(খ) সংবিধান কর্তৃক নিশ্চয়তাকৃত কর্মসূচির শুরুতেই বলা হয়েছে -" 1. Sovereignty of the people—that is, concentration of supreme state power wholly in the hands of a legislative assembly consisting of representatives of the people and forming a single chamber." অর্থাৎ লেনিনের গণসার্বভৌমত্ব হচ্ছে প্রত্যাহার অযোগ্যতার শর্তে নির্বাচিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত আইন সভার হাতেই সামগ্রীকভাবে কেন্দ্রীভূত থাকবে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। অথচ, প্যারী কমিউন এর ব্যবস্থাবলী অজানা ছিল লেনিনদের এমন নয়, তবু সেই রকম জন সার্বভৌমত্বতো নয়ই, এমনকি বুর্জোয়াদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক অংগ সমুহের মধ্যে যে ভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্তে আইন-নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি করা হয়েছে সে রকম ভাগাভাগিতো নয়ই,এমনকি বাংলাদেশের মতো দেশের বুর্জোয়ারাও যেভাবে ১৯৭২ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২২ দ্বারা বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সহ অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ দ্বারা যেমন ভুয়াভাবে হলেও জনগণের ক্ষমতা-এখতিয়ারের বিষয় বিবৃত করা সহ অনুচ্ছেদ-৮০ হতে ৯২ পর্যন্ত আইন প্রণয়ন, করারোপ, বাজেট অনুমোদনসহ রাষ্ট্রীয় হিসাব,ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট দেওয়ার অধিকার ও এখতিয়ার আইন সভাকে প্রদান করে রাষ্ট্রের নির্বাহী ও বিচার বিভাগের পৃথক ক্ষমতা-এখতিয়ার স্বীকার করেছে লেনিনরা তাও কবুল করতে পারেনি।

সংবিধান সর্বোচ্চ আইন মর্মে চিহ্নিত করাসহ বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত রূপ বিধি-বিধান থাকা সত্ত্বেও অপরাপর অনুচ্ছেদবলে নির্বাহী বিভাগের প্রধানের একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতা-এখতিয়ার নিশ্চিতির মাধ্যমে কার্যত প্রজাতন্ত্রের প্রজাগণকে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর অধীনস্ত প্রজা বৈ স্বাধীন মানুষ গণ্য করা হয়নি। আর লেনিন সাহেবরা প্রণীত সংবিধানের সুপ্রিমেসীতো নয়ই কেবলমাত্র কতিপয় নির্বাচিত সংসদ সদস্যের একমাত্র চেম্বারের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আবরণে কর্যত সংসদের প্রধান নির্বাহীর একচ্ছত্র ক্ষমতা-এখতিয়ার নিশ্চিতির ব্যবস্থা কার্যকর করতে চেয়েছেন উল্লেখিত কর্মসূচির মাধ্যমে। তবে, পরবর্তীতে লেনিন সাহেবের সংবিধান সভার ক্ষমতা না থাকুক, লেনিন সাহেবের একচ্ছত্র ক্ষমতা যে, কি মাত্রায় ছিল তাতো ১৯১৭ সাল হতে রাশিয়ার জনগণ হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। তবে লেনিন নিজেই ১৮১৮ সালে লিখিত তাঁর " সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য" লিখেছেন-"বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব অতি প্রায়শই বিপ্লবী শ্রেণীগুলির একনায়কত্বের অভিব্যক্তি, বাহক ও সারার্থ হয়েছে, তা ইতিহাসের অকাট্য অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংগে ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব নিঃসন্দেহেই খাপ খেয়েছে।" অত:পর, লেনিনের একনায়কত্ব বিষয়ে যার যা বুঝে নেওয়ার তা বুঝে নিতে পারেন।

তবে লেনিননদের চেয়ে উত্তম বুর্জোয়া বলেই বুর্জোয়াদের জন সার্বভৌমত্ব বিষয়ে সংসদ বা আইন সভার নয়, সংবিধানেরই সুপ্রিমেসী নিশ্চিত করেছে বটে-রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের বুর্জোয়ারা তাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৪ ও ১৫ দ্বারা ।

তবে, দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধে নাস্তানাবুদ ও বিপর্যস্ত পুঁজিবাদ এবং ছারখার হওয়া রাষ্ট্রগুলোর অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সংরক্ষায় কার্যত রাষ্ট্রগুলোর স্বকীয় ক্ষমতা-এখতিয়ার হরণ-ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন করে মুলত একটি মাত্র কেন্দ্র হতে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য গঠিত পুঁজিবাদের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা- আই.এম.এফের সদস্যভুক্ত কোন রাষ্ট্রই প্রকৃতার্থে স্বাধীন-সার্বভৌম না হওয়া সত্ত্বেও আই.এম.এফের সদস্য রাষ্ট্র রাশিয়া যখন -জনগণের সার্বভৌমত্ব বা সংবিধানের সুপ্রিমেসী ইত্যকার গালভরা বুলি আওড়ায় তখন তা যেমন প্রহসনের নামান্তর তেমন তা জনগণের সাথে পুঁজিবাদীদের আজন্ম ধোঁকাবাজির নবতর বৈশ্বিক কৌশল হিসাবে গণ্য হয়। অত:পর, রাশিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনে লিপ্ত লেনিনরা পুঁজিবাদী শ্রেণীর অনুরূপ ধোঁকাবাজি-ফেরেববাজির চরিত্রমতো রাজনীতি করবে না, তাতো হতে পারে না।

আরো লক্ষণীয় ক্ষমতার ভারসাম্য বিষয়ে রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের সংবিধানে বর্ণিত এই: "Article 10. The state power in the Russian Federation shall be exercised on the basis of its division into legislative, executive and judicial power. The bodies of legislative, executive and judicial power shall be independent." অত:পর, ইংলন্ড-আমেরিকার তুলনায় অধিকতর হারে শোষিত - নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর রক্ত-ঘামের দ্বারা সৃষ্ট রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রিক পুঁজির বদৌলতে ষ্ট্যালিন সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দুনিয়াময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে প্রাইভেট এন্টারপ্রেণারশীপের বিকাশে ও মুদ্রা বিনিময়েও ভারসাম্যপুর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাকারী ৫ বিগ পাওয়ারের তৃতীয় ক্ষমতাধর শক্তি হলেও বহুধা ভাগ-বিভাগের কারণে বর্তমান রাশিয়া কেবলই আই.এম.এফের হুকুম বরদার হলেও উপরোক্ত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে রাষ্ট্রজীবীদের ক্ষমতার অংশীদারীত্ব ভাগাভাগি করে ভোগ-ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করলেও লেনিনরা তাও করতে চায়নি।

(গ) ২ বছর মেয়াদী সংসদ এবং সংসদ সদস্যসহ গণ প্রতিনিধিদের পেমেন্ট করার বিধান সহ ২০ বছর বয়সিদের প্রার্থী হওয়া ও ভোট দেওয়ার অধিকার সহ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সার্বজনীন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে ২ নং দফায়। কিন্তু, প্যারী কমিউনের সভ্যদের বেতন শ্রমিক শ্রেণীর মজুরির বেশি ছিল না, তা জানা সত্ত্বেও সহজবোধ্য কারণেই তাঁদের জন প্রতিনিধিদের বেতনের হার নির্ধারণ করেননি প্লেখানভ-লেনিনরা। এমনকি, প্যারী কমিউনের মতো -নির্বাচিত জন প্রতিনিধিগণকে প্রত্যাহার করার কোন সুযোগও রাখা হয়নি। তবে, এ কথা সকলেরই জানা যে, রাশিয়ার ক্ষমতা দখলের পর জনাব লেনিন কেবলমাত্র একবারই ব্যালট পেপারে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁর অধীনস্ত প্রজাগণকে।তবে সেই নির্বাচনের ফসল-সংবিধান সভা বাতিল করে প্রজা

সাধারণ নয়, নিজের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতকারী লেনিন পাকিস্তানের সেনাশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান, যিনি-১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সংবিধান সভার নির্বাচন আয়োজন-অনুষ্ঠান করেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে রাতের আঁধারে নিরহ-নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর সামরিক হামলা করেছিল সেই কৃখ্যাত খুনির মহা ওস্তাদ নয় ? কাজেই, ইতিহাস প্রমাণ করে কমিউনিষ্ট নয়, একমাত্র ধোঁকাবাজ-বিশ্বাসঘাতক বুর্জোয়ারই জনগণের সহিত অনুরূপ প্রতারণা ও ধাপ্পাবাজি করতে পারে।

(ঘ) ৪ নং দফায় বলা আছেঃ " Inviolability of person and domicile." অর্থাৎ রাশিয়ার সকল ব্যক্তি ও বাসিন্ধার অলংঘনীয়তা । এবং দফা, ৭-এ বলা হয়েছে- "complete equality of rights for all citizens," কাজেই,লেনিনদের প্রস্ত াবনায় যাদেরকে রাশিয়ায় পুঁজিবাদীর অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে জারের আমলাতন্ত্র নাই অথবা লেনিনরা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ভবিষ্যতে কাজে লাগাবেন বলে তাদের বিষয়ে নীরব থাকলেও রাশিয়ার শাসনযন্ত্র বিষয়ে এ্যাংগেলস "রাশিয়ার সামাজিক সম্পর্ক প্রসংগে" নিবন্ধে লিখেছেন-" শাসনযন্ত্র অনেক আগেই হাড়হন্দ দুর্নীতিগ্রস্ত আর রাজকর্মচারীরা তাদের বেতনের চেয়ে চুরি,ঘুষ আর জবরদস্তি আদায়ের উপরই বেশী করে নির্ভর করছে জীবনযাপনে।" কিন্তু সেই সকল দুর্নীতিবাজ-দুর্বৃত্তরা রাশিয়ার বাসিন্ধা নয় এ কথা বলার কোন সুযোগ নাই। তা'হলে-জুলিয়াস সিজার যেমন ধর্মীয় পদ-পদবীতে প্রার্থী হয়ে বিজয়ের জন্য ঘুষ দিয়েছিল, তেমন নিত্য ঘুষ-দুর্নীতিতে অভ্যস্ত রাশিয়ার দুর্নীতিবাজরা নির্বাচনে জয় লাভের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাসহ অর্থ-বিত্তের ক্ষমতা কাজে লাগাবে না, তা কি হতে পারে? উল্লেখ্য-দুনিয়াময় বুর্জোয়ারা তথাকথিত গণতন্ত্রের যাত্রা শুরুর পর্ব হতেই বলে আসছে প্রজাতন্ত্রে, প্রত্যেকেই সমান এবং আইনের দৃষ্টিতেও সকলেই সমান। অথচ, প্রকৃত সত্য হচ্ছে- ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণী বিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে- মালিক ও শ্রমিক কেবলই শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতা বলে কেবল শোষক-শোষিত এবং একই কারণে শাসক ও শাসিত। কাজেই, ভুয়া গণতন্ত্রের নামে শ্রমজীবী মানুষকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করার অনুরূপ বক্তব্য কমিউনিষ্ট নীতি সম্মত নয়। তবে রাশিয়ার বর্তমান শাসকরাও শ্রেণীগতভাবেই অনুরূপ প্রতারণার চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলেই তাঁদের ১৯৯৩ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৯ এ অমন সম অধিকারের ভুয়া নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) ৫ নং দফায় বলা হয়েছে- " Unrestricted freedom of conscience, speech, publication and assembly, freedom to strike and freedom of association." কিন্তু, লেনিনের ক্ষমতা দখলের পর কেবলই লেনিনের মত ছাড়া অন্যান্য কোন দলের মতামততো দূরের বিষয় খোদ তাঁর বলশেভিক পার্টির কর্তাব্যক্তিরাও যাঁরা জার্মানীর সহিত রাশিয়ার আত্ম সমর্পন চুক্তি তথা ১৯১৮ সালের চুক্তির বিরোধীতা করেছিলেন তাঁদেরকে নানান কৌশলে দমন করেছিলেন এবং তজ্জন্য " বাম পন্থার শিশু সুলভ বিশৃংখলা" নামীয় পুস্তকও রচনা করেছিলেন। তাছাড়া- " প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেঈমান কাউৎস্কি" নিবন্ধে লেনিন নিজেই ১৯১৮ সালে লিখেছেন- " প্রলেতারীয় গণতন্ত্র শোষকদের, বুর্জোয়াদের দমন করে, তাই সে কপটতা করে না, তাদের জন্য

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয় না,--" যদি তা-ই হয়, তবে ১৯০৩ সালে অনুরূপ অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি কেন দিলেন লেনিনরা ? অত:পর, উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে খোদ লেনিন নিজেই স্বীকার করছেন যে, তাঁদের প্রণীত আলোচ্য কর্মসূচি প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের কর্মসূচি নয়। তা'হলেও প্রশ্ন উঠে অমন " অবাধ" স্বাধীনতার কর্মসূচি তাঁরা ঘোষণা করলেন কেন? কমিউনিষ্টরাতো কোন ভুয়া কথা বলে না, নিজেদের উদ্দেশ্য গোপন করে না বরং প্রকাশ্যে ঘোষণা করে তাঁদের অভিষ্ট লক্ষ্য যা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে মার্কসরা বলেছেন। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ধাঁন্ধায় একরকম কর্মসূচি আর ক্ষমতা দখলের পর ঘোষিত কর্মসূচির বিপরীত ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদন করাতো সকল দেশের বুর্জোয়াদের আদি ও মৌরশী স্বত্ত্ব ও চরিত্র।

তবে, ভোটাধিকার সহ ভিন্ন মত প্রকাশ বা ভিন্ন দল করার সুযোগ না দিলেও জনাব লেনিন খ্রীষ্টীয় দিনপঞ্জী চালু করা সহ প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনীতি যা- মানুষকে জীবন ও জগত সম্পর্কে কেবল অজ্ঞই নয় মুর্খ ও মূঢ় করে রাখে এবং মুল্য উৎপন্ন সহ উদ্বৃত্ত-মুল্য বিষয়ে জানা-বুঝার ক্ষেত্রে ভয়ানক প্রতিবন্ধক বলেই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার বিরোধী ও পরিপন্থী সেই রাজনীতি তথা ধমীয় আচার-অনুষ্ঠানের যাবতীয় কর্ম অবাধে পালন-সম্পাদন করার সুযোগ দিয়ে ডিক্রি জারী ও কার্যকরী করেছিলন। যদিও,কমিউনিষ্ট ইস্ত াহারে বর্ণিত আছে- " কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্যকেই উড়িয়ে দেয়, ধর্ম ও নৈতাতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করে তা সব ধর্ম ও সব নৈতিকতারই উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।" এবং

" গোথা কর্মসূচির সমালোচনা" নিবন্ধে মার্কস লিখেন- " বুর্জোয়া 'বিবেকের স্বাধীনতা' প্রকৃতপক্ষে সবধরনের বিবেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা সহ্য করা ছাড়া আর কিছু নয়, অথচ, শ্রমিক পার্টির নিজস্ব চেষ্টা হল বরং বিবেককে ধর্মের কুহক থেকে মুক্ত করা।" অত:পর, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সহ মার্কসদের মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যকার কর্মসূচি গ্রহণ করেও যদি লেনিনরা কমিউনিষ্ট হয়, তবে বিবেকের স্বাধীনতাপন্থী বুর্জোয়ারাও বিশেষত রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ২৮ এ বিবৃত এই: "Everyone shall be guaranteed the freedom of conscience," বক্তব্যের প্রণেতা ও অনুগামীরাও কমিউনিষ্ট না হওয়ার কারণ নাই হেতু মার্কস-এ্যাংগেলসরা কমিউনিষ্ট নয়।

(চ) কমিউনিষ্টরা দেশ-জাতি মানে না বা তাঁরা স্বদেশ ও স্বজাতিত্ব তুলে দিতে চায় রূপ অভিযোগের জবাবে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে ঘোষিত হয়েছে-" মেহনতি মানুষের কোন দেশ নাই।" এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম ও প্রধান শর্ত দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি বলেই মার্কসরা যথার্থভাবে - "দুনিয়ার মজুর এক হও" রূপ মুল ধ্বণি নির্ণয় করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলন সংগঠনে অনুরূপ মৌল শর্ত কার্যকরণে গড়ে উঠেছিল কমিউনিষ্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি।কাজেই, কমিউনিষ্ট মাত্রই দুনিয়ার শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করা বৈ কোন যুক্তিতে বিভক্ত বা বিভাজিত করতে পারে না। তাছাড়া, এক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব কি না- এরূপ প্রশ্নের এক শব্দে " না"

জবাব সহ তদ্বিষয়ে ১৮৪৭ সালে–"The Principles of Communism" এ এ্যাংগেলস লিখেন–" No. By creating the world market, big industry has already brought all the peoples of the Earth, and especially the civilized peoples, into such close relation with one another that none is independent of what happens to the others.

Further, it has co-ordinated the social development of the civilized countries to such an extent that, in all of them, bourgeoisie and proletariat have become the decisive classes, and the struggle between them the great struggle of the day. It follows that the communist revolution will not merely be a national phenomenon but must take place simultaneously in all civilized countries – that is to say, at least in England, America, France, and Germany.

It will develop in each of the these countries more or less rapidly, according as one country or the other has a more developed industry, greater wealth, a more significant mass of productive forces. Hence, it will go slowest and will meet most obstacles in Germany, most rapidly and with the fewest difficulties in England. It will have a powerful impact on the other countries of the world, and will radically alter the course of development which they have followed up to now, while greatly stepping up its pace.

It is a universal revolution and will, accordingly, have a universal range."

এবং এই একই নিবন্ধে জাত–জাতি সম্পর্কে কমিউনিষ্টদের দৃষ্টিভংগি বিষয়ে এ্যাংগেলস লিখেন– "The nationalities of the peoples associating themselves in accordance with the principle of community will be compelled to mingle with each other as a result of this association and thereby to dissolve themselves, just as the various estate and class distinctions must disappear through the abolition of their basis, private property"
(Source:http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm)

অত:পর, এক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, বা জাত–জাতির মুক্তি নয় বা জাতি থেকে জাতির বিচ্ছেদ নয়, বরং কেবলই ব্যক্তি মালিকানা বিলোপে ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী

বিভক্তির সমাজের জাত-পাতের গন্ডি হতে কমিউনিষ্ট সংগঠনের প্রক্রিয়ায় একে-অপরের মিলনের মাধ্যমে মুক্তিকামী মানুষ দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করাটাই কমিউনিষ্টদের করণীয়।

কিন্তু, ১৯১৬ সালে " সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার" নিবন্ধে লেনিন লেখেন- " জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে অর্থ একান্তরূপে রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতার অধিকার, নিপীড়ক জাতিটি থেকে স্বাধীন রাজনৈতিক বিচ্ছেদের অধিকার।" এমন যুক্তিতেই ইংলন্ড স্পেনের বা ফ্রান্সের উপনিবেশে বা ফ্রান্স-আমেরিকা ইংলন্ডের উপনিবেশে জাতীয় স্বাধীনতার আবরণে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংগঠিত করেছে এমনকি খোদ আমেরিকাও বিচ্ছিন্নতার প্রাকৃতিক অধিকারের সূত্রে কার্যত পুঁজি-পণ্যের সঞ্চলনে অধিকতর সুযোগ হাসিল ফাদার ল্যান্ড ইংলন্ডের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হতে মুক্ত হয়েছে। তাতে যে, আমেরিকার বিত্তবানদের সুবিধা হয়েছে তাতো ইতোপূর্বে অত্র নিবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে। ফলে- ১৯৪৫ সালে জাতি সংঘের সদস্য সংখ্যা-৫১ হলে বর্তমানে ১৯৭ এবং পর্যবেক্ষক সহ ২১০ টি রাষ্ট্র । অর্থাৎ জাতীয় মুক্তির নামে কেবলই রাষ্ট্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যতো রাষ্ট্র সংখ্যা বেড়েছে ততোই ভাগ-বিভাগ হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী। উপরন্ত, রাষ্ট্রিক গন্ডীতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সহিত তফাৎহীন লেনিননবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র বিশেষের ভিতরেই জাতীয় স্বার্থের সেরা চৌকিদারের দাবীতে বা মাও পন্থীদের দেশপ্রেমের চ্যাম্পিয়নশীপের বদৌলতে অন্তত লেনিননবাদী-মাওপন্থীদের সুবাদে শ্রমিক শ্রেণীকে বহুধা ভাগ-বিভাগেও এ যাবৎ সফল হয়েছে বলেই বিগত শতাব্দির শুরুর দিকেই মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ দুনিয়াময় ভয়ানক তান্ডব ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্ব হরণ-ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন করে সমগ্র দুনিয়াকে কেবলমাত্র একটি লগ্নি পুঁজির আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অধীনস্তকরণের পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের আওতায় মুক্তবাজার অর্থনীতির আবরণে সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়াতের যাবতীয় বিহীতাদি সম্পাদনের মাধ্যমে কার্যত একটি একক বিশ্বে পরিণত করা সত্ত্বেও দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী প্রথাগত বুর্জোয়াদের দ্বারাতো বটেই লেনিননবাদের বিভিন্ন ঘরানার জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বা জাতীয় মুক্তির নামে ভুয়া জাতি বা অকার্যকর রাষ্ট্রিক গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ ও বন্ধ থেকে কেবলই জাতিগত বৈরীতার আছরে বিভিন্ন জাতিভুক্ত হয়ে প্রকৃতই নিজেদের শ্রেণী চরিত্র অর্জনে ব্যর্থ হয়ে বা শ্রেণী চরিত্র হারিয়ে ও শ্রেণী চৈতন্যহীনভাবে বহু রাষ্ট্রের বা বহু জাতির সদস্য হিসাবে এমনকি লেনিননবাদী ও বুর্জোয়াদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কার্যত পুঁজি-পণ্যের স্বার্থগত বিরোধ-বিরোধীতায় লিপ্ত বুর্জোয়াদের স্বার্থ হাসিলে বিনা মজুরির সৈনিক হিসাবে বিরোধীয় রাষ্ট্র বা জাতির শ্রমিক শ্রেণী কেবলই জাতি বা রাষ্ট্রের পরিচয়ে পরিচিত হয়ে বিরোধী রাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নানান যুদ্ধ-লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের মুক্তি বা শ্রেণী স্বার্থ ভুলে কেবলই বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে-বিপক্ষে ভাগ-বিভাগ হয়ে কেবলই শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠার পথেই প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেনি বরং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী কেবলই জাতিবাদের আবরণে পরস্পরকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত ও সনাক্ত করার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও করণীয় ভুলে মরণাপন্ন পুঁজিবাদের অধিকতর ম্যান্টেনেন্স কষ্ট বহন করে নিজেদের দুঃখ-দৈন্যতা ও দুর্দশার মাত্রাই বৃদ্ধি করছে না, উপরন্ত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অর্জনে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি এবং একটি একক সংগঠন যে আবিশ্যকীয় ও বিকল্পহীন শর্ত তাও বুঝতে বা বিবেচনায় নিতে অপরাগ -অক্ষম হয়েছে। অথচ, পুন:পুন সংকটে বিপন্ন-বিপর্যস্ত পুঁজিবাদ দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পুঁজির সমস্যা-সংকট নিরসনের অপচেষ্টা করে শেষত, সকল রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত মূলত উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বৈশ্বিক সিন্ডিকেট দ্বারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনায় সচেষ্ট হয়েও বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের পুন:পুন ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে পুন:পুন সংকটে পতিত হওয়ার হেতুবাদেই উক্ত ব্যর্থ-অযোগ্য বৈশ্বিক কেন্দ্র ও কেন্দ্রের ততোধিক

অযোগ্য-অকার্যকর সদস্য-সহযোগি ও সমর্থক সংগঠনের বিলোপ-বিনাশের মাধ্যমে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সুপরিকল্পিতভাবে উৎপন্নে ও বন্টনে সকলের কার্যকর অংশ গ্রহণের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা তথা বিদ্যমান মৃতবৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপনে অতীতের তুলনায় অধিকতর আপেক্ষিক সুযোগ তৈরী করেছে খোদ পুঁজিবাদই কেবলই নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায়। তবে, অনুরূপ প্রতিস্থাপনে- শ্রমিক শ্রেণীর একটি একক বিশ্ব সমিতি বিকল্পহীন শর্ত।

শ্রমিক শ্রেণীকে এমনতরো দুরাবস্থায় ও দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত করেছিল ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক মোড়লরা তথাকথিত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। অথচ, শ্রম শক্তি বিক্রেতা শ্রমিক শ্রম শক্তি ক্রেতা পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক শোষিত হয় বলেই পুঁজিবাদ এবং একমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণীই হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর সকল অমর্যাদা ও দুরাবস্থার জন্য দায়ী বলেই কেবলমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত মিমাংসার অতীত দ্বন্দ্বে শ্রমিক শ্রেণীকে নিক্ষিপ্ত করেছে পুঁজিপতি শ্রেণী তাঁদের পুঁজির স্বার্থে। তবে, কেবলই মুনাফার জন্য উৎপাদন সাধন করে বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী নৈরাজ্যিক উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় অতি উৎপাদন সংকটে নিপতিত হয়ে বহু পুঁজিপতিকেও পুঁজিহীনে পরিণত করে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত করে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে বলেই কার্যত পুঁজিবাদই পুঁজিবাদের শত্রু বিধায় নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে জন্ম দেয় শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি- সমাজতন্ত্রের। যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীই একমাত্র শ্রেণী যে সমাজতন্ত্র দ্বারা পুঁজিবাদকে প্রতিস্থাপন করবে সেহেতু পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করা বৈ পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় নি:স্ব হওয়া বা দেউলিয়া হওয়া পুঁজিপতিকে আবারো পুঁজিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা শ্রমিক শ্রেণীর করণীয় নয়, এবং পুঁজিপতি শ্রেণীও অনুরূপ দেউলিয়া হওয়ার প্রক্রিয়া রহিত করতে পারে না।

পারলে- ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৪০০ ধনী ব্যক্তি তাদের পুঁজি হারাতো না বা দুনিয়ার প্রধান ৪টি গাড়ী উৎপাদনকারীর একটি - 'জেনারেল মোর্টস' দেউলিয়া হতো না। কাজেই, পুঁজিপতি শ্রেণীর আন্ত:বিরোধ-বৈরীতায় জাত-জাতি ইত্যকার ভুয়া বুলিতে শ্রমিক শ্রেণী যেমন বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন অংশের পক্ষভুক্ত হওয়ার অর্থ পুঁজিবাদের স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়মে নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতি শ্রেণীর নি:শেষ হওয়ার প্রক্রিয়াকে কৃত্রিমভাবে বাঁধাগ্রস্ত করা এবং তাতে প্রলম্বিত ও বিলম্বিত হয় বটে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি। সুতরাং, বিশ্ব জয়ী ও বিশ্বকে এক কেন্দ্র হতে পরিচালনাকারী বিশ্বায়নপন্থী বুর্জোয়াদের আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগেও জাতীয়তা বা জাতিয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যকার ভুয়া আজগুবি বুলিতে নিমজ্জিত লেনিনবাদী-মাওপন্থীরা যদি অন্ধ না হয় তবে দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে কানা ও বধির কে ? কাজেই, ২য় আন্তর্জাতিকের জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক ভয়ানক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তাতো অন্তত ১৯০০ সালের সংকটে নির্ঘাত মৃত্যুবরণকারী পুঁজিবাদের আজো বহাল থাকার মাধ্যমেই যেমন প্রমাণিত হয় তেমন অনুরূপ নীতির পরিণতিতে ২য় আন্তর্জাতিক নিজেই মৃত্যু বরণ করেছে বলেই পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক

কথিত জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার পন্থীরা আর যাহাই হোক না কেন কমিউনিষ্ট বা শ্রমিক শ্রেণীর লোক হতে পারে না।

কিন্তু , লেনিন-প্লেখানভরা তাদের কর্মসুচির ৮ নং দফায় জাত-জাতির সুড়সুড়ি দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে ন্যাটিভ ভাষার গুণকীর্তন করে ৯নং দফায় বলেছেন- " Right of self-determination for all nations included within the bounds of the state." কেবলমাত্র উক্ত কর্মসুচির দায়েই রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি কমিউনিষ্ট হিসাবে গণ্য হওয়াতো দুরের বিষয়, বরং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু হিসাবে কেন গণ্য হবে না? তবে ক্ষমতা দখলের পর হতে লেনিন, ষ্ট্যালিনরা যে তাদের অতি মুল্যবান জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি বেমালুম পদদলিত করেছে তাতো ১৯১৮ সালের 'ব্রেস্ত-লিতোভস্ক' চুক্তিতে যেমন প্রমাণিত তেমন একদিকে ২য় বিশ্বযুদ্ধের হামলাকারী হিটলারের সহযোগী এবং অন্যদিকে মিত্র শক্তির অংশ হিসাবে বার্লিন চুক্তির মাধ্যমে জার্মানদের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার অস্বীকারকারী ষ্টালিন দুনিয়ার সকল জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার অকার্যকর ও গুরুত্বহীন করে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধবাজ ও যুদ্ধজয়ী খুনি ত্রয়ীর অন্যতম ।

(ছ) কর্মসুচির ১১ নং দফায় বলা হয়েছে বিচারকগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। কিন্তু বিচারকগণ যে, জনগণ কর্তৃক যে কোন সময় প্রত্যাহৃত হতে পারবেন সে কথা বলা হয়নি। যদিও মাত্র ৩২ বছর আগে প্যারী কমিউন সেরুপ বিহীতাদি করেছিল। তাছাড়া বিচার বিভাগ কিভাবে বিচার কার্য সম্পাদন করবে তাও বলা হযনি। যদিও রুশ জারের প্রণীত ১৯০৬ সালের সংবিধানে তা চিহ্নিত করা আছে এবং নাগরিকগণকে বিচার বহির্ভূতভাবে বা বেআইনীভাবে দন্ড দানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরুপভাবে এদ্বিষয়ে রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের সংবিধানের ৭নং চ্যাপ্টারের অনুচ্ছেদ-১১৮ এর ১,২ ও ৩-এ বলা হয়েছে সংবিধান ও আইনানুযায়ী বিচার কার্য কোর্ট কর্তৃক সম্পন্ন হবে। এবং চ্যাপ্টার-২, অনুচ্ছেদ-২০(১) "Everyone shall have the right to life.." and Art-21(2) "No one shall be subject to torture, violence or other severe or humiliating treatment or punishment. "

কিন্তু, লেনিনের রাশিয়ায় বা ষ্ট্যালিনদের সোভিয়েত ইউনিয়নে উক্ত ১১ নং দফা কার্যকরী হয়নি বা কার্যকর করার মতো সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং জনাব লেনিনের ডিক্রিমতোই বিচারক নিয়োগ হয়েছে।উপরন্ত, লেনিন বিনা বিচারে হত্যা-খুন করার জন্য চেকা নামীয় বিশেষ বাহিনীই কেবল প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি নিজেও বিচারক না হয়েও বিনা বিচারেই ফাঁসির দন্ডাদেশে সহি সম্পাদন করেছেন। অত:পর, লেনিন-প্লেখানভরা রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের বুর্জোয়াদের চেয়ে অধম নয় কি?

(জ) চালাক ও সেয়ানা বটে লেনিনরা। তাই নিজেদেরকে ভুয়াভাবে প্যারীর উত্তরসুরি প্রতিপন্নে কর্মসুচির ১২ নং দফায় জনগণের সার্বজনীন সেনাবাহিনীর কথা বলেছেন। কিন্তু, প্যারী কমিউনের মতো গণতান্ত্রিকভাবে সেনা পরিচালন নীতি যেমন বলেননি

তেমন প্যারীর মতো স্থায়ী আমলাতন্ত্রের বিলোপতো দুরের কথা রাশিয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র বিষয়ে নিশ্চুপ থেকে কার্যত তা বহাল রাখার কথাই নিশ্চিত করেছেন। অবশ্য এমন চাতুরালী লেনিনদেরই উপযুক্ত কর্ম বটে।

(ঝ) আলোচ্য নিবন্ধে ইতো:পূর্বে উদ্ধৃত ধর্ম বিষয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত বক্তব্যের বিপরীতে- চার্চসহ ধর্মকে রক্ষায় প্রণীত আলোচ্য কর্মসূচির ১৩ নং দফায় -চার্চকে রাষ্ট্র ও স্কুল হতে পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে বলেই কেবলমাত্র উক্ত দফার কারণেই লেনিনরা কমিউনিষ্ট বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত না হওয়ার কোন যুক্তি নাই। তাছাড়া, বুর্জোয়ারা ইতিপূর্বে অনুরূপ দাবীই শুধু করেনি বরঞ্চ চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সহ চার্চের কর্তৃত্বেরও অবসান করেছিল। এমনকি, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েনও ধর্ম বিষয়ে বলেছিলেন-" that make man *a weak, imbecile animal; a furious bigot and fanatic; or a miserable hypocrite."*

(Source:http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen)

অত:পর, বুর্জোয়ারা করে ফেলেছে এমন কিছু করার ওয়াদাকারীরা বুর্জোয়াদের অনুগামী-অনুচর হিসাবে চিহ্নিত হলেও অন্তত রবার্ট ওয়েনের মতেও লেনিনরা প্রতারক এবং যুক্তিহীন ও উন্মত্ত ছিল।

(ঞ) কর্মসূচির ১৪ নং দফায় বলা আছে: " Free and compulsory general and vocational education for all children, of both sexes," অথচ, " গোথা কর্মসূচির সমালোচনা" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " রাষ্ট্রেরই বরং জনসাধারণের কাছ থেকে খুব কঠোর শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন।" এবং " ' সার্বজনীন বাধ্যতামূলক স্কুলগমন।' প্রথমটি জার্মানিতে পর্যন্ত আছে, দ্বিতীয়টা প্রাথমিক স্কুলের বেলায় আছে সুইজারল্যান্ডে ও যুক্তরাষ্ট্রে।" অবশ্য লেনিনরাতো প্রস্তাবনায় কবুল করেছে যে, অন্যান্য দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের লক্ষ্যই যেহেতু তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য তাই জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের গোথা কর্মসূচি যতোই মার্কসদের দ্বারা সমালোচিত হোক না কেন, লেনিনরা ঘোষণামূলেই গোথা কর্মসূচিপন্থী না হয়ে উপায় কি?

পরলৌকিকতার দোহাই দিয়ে ইহজাগতিক সুযোগ-সুবিধা হাসিলে রাজ-রাজাদের প্রবর্তিত রাজনীতি তথা ধমীয় রাজনীতির রাজনীতিকরা অসভ্য জেন্ডার বোধের দ্বারা পুরুষকে যেমন বর্বর করেছে তেমন নারীকে করেছে ভোগ-সম্ভোগের রমণীয় বস্তু। ফলে- কি পুরুষ বা নারী কেউই মানুষ হিসাবে স্বীকৃত নয়। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী নিজেকে যেমন মুক্ত করবে তেমনি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের মুক্তি সাধনের মাধ্যমে ও শর্তে সকল মানুষই মুক্ত-স্বাধীন মানুষ হিসাবে কেবলই প্রকৃতি বিজয়ে নিয়োজিত বিজ্ঞানী মানুষ বলেই সাম্যবাদী সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম হিসাবে গণ্য হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা মুলত ও কার্যত মানব মুক্তির সংগ্রাম। অত:পর, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তথা মানব মুক্তির সংগ্রামে অসভ্য

রাজনীতিকদের বানোয়াটি জেন্ডারের বর্বর বোধের স্থান নাই। অথচ, লেনিন সাহেবেরা 'উভয় লিংগ' শব্দ ব্যবহারের দ্বারা কেবল জেন্ডারের বর্বর বোধের দাসত্বই করেনি, উপরন্ত বহির্ণলা বা হিজড়াদেরকে শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত করার মাধ্যমে কার্যত মানুষের পর্যায়ভুক্ত গণ্য না করার মাধ্যমে মানব জাতির অংশ বিশেষ অর্থাৎ হিজড়াদেরকে মানুষ হিসাবে যেমন স্বীকার করেননি তেমনি তাঁরা পশু না বন্য জানোয়ার তাও কোথাও বলেননি। অথচ, হিজড়ারা কেবল মানুষই নয়, উপযুক্তভাবে কাজে লাগালে মূল্য উৎপন্নকারীও বটে। সুতরাং-কেবল ' উভয় লিংগ' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে লেনিনরা মানবজাতির সমগ্রতাকেই অস্বীকার করার মাধ্যমে তাঁদের অমানবিকতার যেমন পরিচয় দিয়েছে তেমন আদ্দিকালের বর্বর রাজনীতির বর্বরতাই বজায় রাখতে চেয়েছে বলেই তাঁরা কেবল অসভ্য নয়, বর্বরও বটে এবং সন্দেহাতীতভাবে মানবজাতির দুশমন।

(ট) " গোথা কর্মসূচির সমালোচনা" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " 'জার্মান শ্রমিক পার্টি **রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিরূপে** দাবি করে: ক্রমবর্ধমানহারে একটিমাত্র আয়কর' ইত্যাদি কথা প্রমাণ করছে যে, বাস্তবিক পক্ষে 'রাষ্ট্র' কথাটি দিয়ে সরকারী শাসনযন্ত্র বা শ্রম-বিভাগের ফলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক পৃথক সংস্থা রূপ রাষ্ট্রকেই বোঝা হয়েছে। কর আর কিছুর নয় সরকারী শাসনযন্ত্রেরই অর্থনৈতিক ভিত্তি। যে ভবিষ্যতের রাষ্ট্র সুইজারল্যান্ডে বর্তমান সেখানে এই দাবী বেশ ভালভাবেই পূরণ হয়েছে। আয়কর ধরে নেয় যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর আয়ের বিভিন্ন উৎস আছে আর তাই এ সমাজ পুঁজিবাদী সমাজ। তাই, লিভারপুলের অর্থ ব্যবস্থা সংস্কারকেরা, গ্ল্যাডস্টোনের ভাই-এর নেতৃত্বে বুর্জোয়ারাও যে আলোচ্য কর্মসুচির মতো একই দাবি উপস্থিত করেছে তাতে এতটুকু আশ্চর্য হবার কিছু নেই।" কিন্তু, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মূলে সব রকমের উত্তরাধিকার বিলোপে সংগ্রামী মার্কসদেরকে আশ্চর্য করতেই হোক বা গ্ল্যাডস্টোনের ভাইয়ের মতো বুর্জোয়া স্বার্থের চৌকিদারই হোক, লেনিনরা কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাঁদের কর্মসুচিতে যা বলেছেন তা এই: " As a fundamental condition for the democratisation of our state finances, the RSDLP calls for abolition of all indirect taxes and establishment of a progressive tax on income and inheritance." অত:পর, লেনিন-মার্তভ ও টট্রস্কি, এরা কারা ? তবে, যাঁরা উত্তরাধিকার রক্ষা করে তারা যে, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মূলেই কমিউনিষ্ট নয় সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই লেনিনবাদী-মাওপন্থীরা দ্বিমত পোষণ করবেন না। যদিও, লেনিনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বদৌলতে রাষ্ট্রজীবী ও তাদের অনুগতদের আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি বংশ পরম্পরায় ভোগ-ব্যবহার করার সাংবিধানিক সুযোগ ও নিশ্চয়তা প্রদানে লেনিনের উপযুক্ত শিষ্য ষ্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৩৬ সালের সংবিধান দ্বারা উত্তরাধিকারসহ ব্যক্তিমালিকানাকে সংরক্ষায় উপযুক্ত বিহীতাদি সম্পন্ন করেছেন। ক্রুশ্চেভরা ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিবাদীতার বিরোধীতা করলেও উত্তরাধিকারসহ ব্যক্তিমালিকানা সংরক্ষার বিহীতাদি সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭৭ সালের সংবিধান দ্বারা সংরক্ষা বৈ বাতিল করেননি। আর রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৫ এর (১) ও (৪) দ্বারা যথাক্রমে প্রাইভেট প্রপার্টিকে সংরক্ষা ও উত্তরাধিকারকে নিশ্চয়তা প্রদান করা

হয়েছে। সুতরাং,ষ্ট্যালিন-ক্রুচেভরাতো বটেই বর্তমান রাশিয়ার পুঁজিবাদীরাও প্রাইভেট প্রপার্টি ও উত্তরাধিকার বিষয়ে যা করছে তাই কি ১৯০৩ সালে লেনিনরা করতে চায়নি?

বরঞ্চ, সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে লেনিনরা কর্মসূচিতে যা বলেছেন তাতে পুঁজিপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বা রাষ্ট্রিয়করণের কথা নাই। অথবা, রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পত্তি রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর শ্রম শক্তি শোষণের জন্য দায়ী বলেই পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ বা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের হার তথা মুনাফা ও সুদের হার নির্দিষ্টকরণের বক্তব্যও নাই। অথচ, বাংলাদেশের সংবিধানের বহু অদল-বদল করা সত্ত্বেও বা বিশ্বব্যাংকের সদস্য হিসাবে বিশ্বব্যাংকের শর্তাধীন রাষ্ট্রিক বাঁধা-বন্ধনহীন ও অপ্রতিহত গতির অপ্রতিদ্বন্দ্বি মুক্তবাজার অর্থনীতি কার্যকরণ এবং হালে সংকটাপন্ন হয়ে আই.এম.এফ সহ জি-৮ এর পি.পি.পি তথা প্রাইভেট ও পাবলিক পার্টিসিপিশনের ফতোয়া কার্যকর করার যাবতীয় বিহীতাদি করলেও এখনো বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩, দ্বারা ব্যক্তি মালিকানাকে ৩য় শ্রেণীভুক্ত গণ্যে আইনের দ্বারা সীমিত সীমাধীন গণ্যে অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান খাত নিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে জনগণের মালিকানার রূপ হিসাবে বলা আছে। এবং রাশিয়ার বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৯ এ বলা আছে- " 2. Land and other natural resources may be in private, state, municipal and other forms of ownership." যদিচ, পৌরসভা বা রাষ্ট্রের মালিকানা মানে পুঁজিবাদী মালিকানা ব্যতীত সামাজিক নয়, তবু, কখনো কখনো ব্যক্তি পুঁজিপতির অক্ষমতা দুরীকরণে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে দেউলিয়া ব্যক্তির দায় রাষ্ট্রস্থিত সকলের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া যা মুলত সামগ্রীকভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে ব্যক্তি পুঁজিপতির দায়মোচনে বাধ্য করার শামিল আবার কখনো কখনো রাষ্ট্রিয় উদ্যোগে ও মালিকানায় শিল্পোদ্যোগ বা সেবাখাত প্রতিষ্ঠিত করে সেসকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিখাকে হস্তান্তরের বিধি-ব্যবস্থা করার জন্যও পুঁজিবাদ রাষ্ট্রিয়করণ বা রাষ্ট্রিক খাত গড়ে তোলে। তৎসত্ত্বে, বাংলাদেশের লুটেরা বুর্জোয়া শ্রেণী বা রাশিয়ার বর্তমান দুর্বিনীত শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী যাঁরা পুঁজিপতি শ্রেণীকে অন্তত কিঞ্চিত মাত্রায় হলেও সীমিতকরণের বিধি-ব্যবস্থা করার ভান-ভনিতা করছে। কিন্তু ব্যক্তি পুঁজিপতিকে সেই রূপ নিয়ন্ত্রণের তিলমাত্র প্রচেষ্টাহীন উক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করার মধ্যমে কার্যত লেনিনরা কেবলই পুঁজিপতি শ্রেণীর অবাধ শোষণের সহায়ক-সেবক-হওয়া বৈ রুশের বর্তমান বা বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি রাজনীতিকদের অধম হওয়া বৈ উত্তম ?

অত:পর, অমন অধমরা যে, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিতো নয়ই, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিষয়ে কেবলই উদাসীন থাকবে তাহাই নয়, বরং ছল-চাতুরীও করবে এটাই স্বাভাবিক। পুর্বেই উল্লেখিত হয়েছে- জনগণের সার্বভৌমত্বের ছুতায় বা নাগরিকগণের সমতার উছিলায় কার্যত রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য সুবিধাজনক বিষয়াদি প্রণীতব্য সংবিধানমুলে নিশ্চয়তাকৃত করা হলেও বা পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদের সুবিধার্থে কৃষক স্বার্থের দফাসমুহ দাবী আকারে উত্থাপন ও গৃহীত হলেও রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিষয়ে উক্ত কর্মসূচিতে বলা হয়েছে-" In the interests of safeguarding the working class from physical and moral degradation, and also in order to develop its

capacity for the struggle for freedom, the Party calls for:" অর্থাৎ কেবলই আহবান, তাও আবার শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য! শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তির মুলো দেখিয়ে প্ররোচিতকরণে– চালাকি, না চাতুরালী ? তবু, ভাল হালের বাংলাদেশসহ বহু দেশের বুজরক বুর্জোয়াদের মতো করে বলতে পারেনি যে, শ্রমিক শ্রেণীকে সকল শোষণ হতে মুক্ত করার জন্য তাঁদের পার্টির আহবান। বেচারাদের অভিজ্ঞতা ছিল না তাই এ ক্ষেত্রে অন্তত হালের লেনিনবাদী–মাও পন্থী বা কল্যাণমুলক রাষ্ট্রের প্রবক্তা পুঁজিপতিদের মতো দুরন্ধর হতে পারেনি।

যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেনি সেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর আহ্বান নামে ১৬ দফা হোক আর যাহাই হোক তা যে কমিউনিষ্ট কর্মসূচি নয় তাতো প্রমাণ করার আবশ্যকতাও থাকে না। সেজন্য আমরা লেনিনদের গৃহীত কর্মসূচির মাত্র কতিপয় দফা আলোচনা করবো শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভংগি বুঝাসহ বুর্জোয়াদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের মাত্রা তথা লেনিনদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝার জন্য: –

(ক) ৪ নং দফায় কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থা ও শ্রমিকদের সম্মতি সহ রাত্রিকালীন কাজ করার বিধান দিয়ে রাত–৯ হতে সকাল ৬ টা পর্যন্ত কাজ নিষিদ্ধকরণ; ৩ নং দফায় সকল প্রকার ওভার টাইম কাজের উপর নিষেজ্ঞা ; ২নং দফায় সপ্তাহে টানা ৪২ ঘন্টার বিশ্রাম; এবং ১নং দফায় দৈনিক ৮ ঘন্টার মধ্যে কর্মদিবস সীমিতকরণ এর কথা বর্ণিত হয়েছে। অথচ, রবার্ট ওয়েন ১৮১৭ সালেই দাবী উত্থাপন করেছিল এবং ১৮৪০ সালে নিউজিল্যান্ডে এবং ১৮৫০ হতে ১৮৬০ সালের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ায় ৮ ঘন্টার কর্ম দিবস কার্যকরী হয়েছে। ১৮৬৬ সালে জেনেভা কংগ্রেসে প্রথম আন্ত র্জাতিকও ৮ ঘন্টার কর্ম দিবসের দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু,লেনিনের ১৯১৬ সালের সাক্ষ্যমতেই– ১৯০০ সালেই যখন পুঁজিবাদের ভয়ানক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তখনতো ১৯০৩ সালে ৮ ঘন্টা কাজ করার প্রয়োজনই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। উল্লেখ্য–আমরা দেখেছি বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতো ২০০৮ সালের মাত্র ৩৭০ কোটি শ্রম শক্তির অন্যুন ১৫% বেকার থাকা সত্ত্বেও ৬৯০ কোটি মানুষের জন্য গড় মাথা প্রতি আয় হয়েছে –১০৪০০ ইউ.এস ডলার। কাজেই, ২০০৮ সালেও কেবলই দৈনিক ২–৩ ঘন্টার বেশী কাজ করার প্রয়োজন ছিল না। এবং সংকটাপন্ন দেশগুলোতে ২০০৮ হতে বেকারত্বের হার বাড়ছেই।

সমাজতন্ত্র উদ্বৃত্ত–মুল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ–সুবিধা বাতিল তথা সকল প্রকার উত্তরাধিকারসহ ব্যক্তি মালিকানা বাতিলের মাধ্যমে সমাজের সবল–সক্ষম সকলকে উৎপাদনী ক্রিয়া–কর্মে সম্পৃক্ত ও নিযুক্তকরণের সামাজিক বিধি–ব্যবস্থা বলেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের নিমিত্তে দৈনিক নয়, সপ্তাহেও ৮ ঘন্টা কাজ করার প্রয়োজনীয়তা নাই বলেই সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকে–প্রকৃতির সহিত মানুষের এবং মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কটা খোলাখোলি দেখা–বুঝার অবারিত সুযোগ পাবে বলেই কোন ধরণের অজ্ঞতা–অন্ধতা বা কুসংস্কার দ্বারা মানুষ আচ্ছন্ন না হয়ে কেবলই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে বৈজ্ঞানিক জীবন যাপন করবে বলেই কর্মক্ষম সকল মানুষ কেবলই প্রকৃতি বিজয়ে নতুন নতুন গবেষণা ও তদানুরূপ ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত থাকবে বলে সম্ভবত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৩ যুগ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ উৎপন্নে দৈনিক নয়, মাসেও ৮ ঘন্টা কাজ করার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

অতএব, কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আবশ্যক কেবলই ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ-বিনাশের মাধ্যমে সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা নিশ্চিতকরণে । অনুরূপ রাজনৈতিক দায়িত্ব শেষ হওয়াই যে, রাজনীতি বা রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন কাজ তাতো 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নিবন্ধে এ্যাংগেলস সুস্পষ্ট করেছেন। কাজেই, কমিউনিষ্টদের অনুরূপ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। অথচ, বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে ৮ ঘন্টা কর্ম দিবসের দাবী ও তা বাস্তবায়নে নিউজিল্যান্ড-অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিক আন্দোলন বা প্রথম আন্তর্জাতিকের দাবী উত্থাপন এবং ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হে'মার্কেট সহ প্রধান প্রধান শহরের শ্রমিক আন্দোলন ও তার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ৮ ঘন্টা কর্ম দিবস কার্যকর হওয়ার পর যদি কোন পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর ৮ ঘন্টা কর্ম দিবসের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরিবর্তে কেবলই সে বিষয়ে আহবান জানায় তবে তাতে ঐ পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী বা বৈরী কোন কাজ করবে তেমনটা প্রমাণ মিলে কি ?

৮ ঘন্টা কর্ম দিবস কার্যকর রাষ্ট্রগুলোর বুর্জোয়া শ্রেণী উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ নিশ্চয়ই হারায়নি। অথবা, ৮ ঘন্টা শ্রম দিবস কার্যকরী করার পরও পুঁজিপতি শ্রেণী যথারীতি উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল বলেই ৮ ঘন্টা কর্ম দিবস মেনে ছিল পুঁজিবাদী সমাজ। লেনিন-প্লেখানভরা প্রস্তাবনা ও কর্মসূচিতে যখন পরিস্কার করেই বলেই যে, জারতন্ত্রকে তাঁরা উচ্ছেদ করবে তখনতো নি:সন্দেহেই তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিই সামনে নিয়ে এসেছে। অথচ, চালু করবে তাঁরা ৮ ঘন্টা কর্ম দিবস তাতে রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষতি হওয়ার কারণ আছে কি? অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণী ৮ ঘন্টা কর্ম দিবসেও কেবলই পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে বলেই ৮ ঘন্টার দাবী, অন্তত ১৯০৩ সালে উত্থাপন করাটা পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত বন্ধুত্ব বৈ বৈরীতা নয় বলেই প্লেখানভ-লেনিনদের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি - শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু বৈ মিত্র নয়। সুতরাং, রাশিয়ার বুর্জোয়াদের শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার কর্মসূচি গ্রহণকারী রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা যদি কমিউনিষ্ট হয় তবে যে সমস্ত দেশে ইতোপূর্বে ৮ ঘন্টা কর্ম দিবস কার্যকরী করেছিল সে সকল দেশের বুর্জোয়া দলগুলোও অন্তত লেনিনীয় কমিউনিষ্ট পার্টি না হয়ে পারে না।

(খ) ৫নং দফায় শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণের কথা বলা হয়েছে এবং ৬ নং দফায় নারী দেহের জন্য ক্ষতিকর কাজে নারীকে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা সহ মাতৃত্বকালীন সবেতন ১০ সপ্তাহ ছুটির কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও সেই পুরানো কথা অর্থাৎ বহু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার বিধি-ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর মাতৃত্বকালীন ছুটি-বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে ৪ মাস কার্যকর থাকাবস্থায় বিগত ১৩ জুন,২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী তা ৬ মাস করার ঘোষণা প্রদান করেছেন। অত:পর, কর্মসূচির এই দফার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী অন্তত লেনিনদের তুলনায় আড়াই গুণ বেশী কমিউনিষ্ট।

(গ) ৭নং দফায় শিশুদের দুধ পানের সুবিধাদি প্রদানে নারী শ্রমিককে ৩ ঘন্টা পর পর আধা ঘন্টার বিরতির যে কথা বলা হয়েছে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা নানান দেশে চালু আছে। বিশেষ কর আদায় করা সহ রাষ্ট্রীয় বীমার মাধ্যমে বৃদ্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিককে সুবিধাদি প্রদানের কথা বলা হয়েছে ৮ নং দফায়। অথচ, বোনাস-গ্র্যাচ্যুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এমনকি মুনাফার অংশ বিশেষ প্রদানের সুযোগ-সুবিধাদি এখন দুনিয়ার নানান দেশে কার্যকর আছে। অত:পর, উল্লেখিতরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী রাষ্ট্রগুলো যদি পুঁজিবাদী হয় তবে তার চেয়ে কম সুযোগ-সুবিধার লেনিনদের কর্মসূচির কার্যকরণের রাষ্ট্র কি শ্রমিক শ্রেণীর ?

(ঘ) ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর নিয়োগ সহ নগদ অর্থে মজুরি প্রদান ইত্যাকার যে সকল বিষয়াদি ৯ হতে ১৬ নং দফায় বিবৃত হয়েছে সেসবের অধিকাংশই বা কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেশি পরিমাণ সুবিধাদি খোদ ইংলন্ডে যে, বহু পূর্বেই কার্যকর হয়েছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন খোদ মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে। অত:পর, উল্লেখিত দফা সমুহের বদলোতে জনাব লেনিনরা ইংলন্ডের বুর্জোয়াদের সম পরিমাণ বুর্জোয়াও হতে পেরেছেন?

উল্লেখ্য-ন্যুনতম মজুরি, জোর পূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ, ইচ্ছামত শ্রম শক্তির ব্যবহার, সামাজিক নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভাতা প্রদান ইত্যকার বিষয়াদি সহ আরো নানান সুবিধাদি প্রদানে রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৭ হতে হতে ৩৯ পর্যন্ত যা বর্ণিত হয়েছে তা যে, অন্তত ন্যুনতম মজুরি নিশ্চিতকরণের বিহীতাদি যে লেনিনদের কর্মসুচির তুলনায় অনেক অনেক বেশি মাত্রায় এডভান্স পদক্ষেপ তাওতো নিশ্চিত। অত:পর, লেনিনরা, না কি বর্তমান রাশিয়ার শাসকরা -কে বেশি মাত্রায় পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী বান্ধব ?

আরো উল্লেখ্য- উইকিপিডিয়া সুত্রে প্রকাশ-জাতীয় ন্যুনতম মজুরি আইন, নিউ জিল্যান্ড গ্রহণ করেছিল - ১৮২৪ সালে। জাতীয় ন্যুনতম মজুরি যদি বুর্জোয়ারা কার্যকরী করতে পারে তবে কমিউনিষ্ট দাবীদার লেনিনরা তা কার্যকরণের নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করাও পুঁজিপতি শ্রেণীকেই সহযোগিতা করার নামান্তর। অথচ, লেনিনরা যখন ১৯০৩ সালেও অনুরূপ আইন বা নীতি গ্রহণের কর্মসুচি গ্রহণ করে নাই তখন কি লেনিনরা শ্রমিক স্বার্থ বিষয়ে ১৮২৪ সালের নিউ জিল্যান্ডের বুর্জোয়াদের চেয়ে অধম না উত্তম?

অপরাপর দেশের শ্রমিকদের সহিত রাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি-অবনতির সম্পর্ক যেমন লেনিনরা আমলে নিতে পারেননি, তেমন বেকারত্ব হ্রাস, শ্রমিকের জীবন ধারনে সন্তোষজনক মজুরি, কর্মসূত্রে উদ্ভুত রোগ-ব্যধি ও আঘাত জনিত সমস্যা হতে শ্রমিককে সুরক্ষা, সমিতির স্বাধীনতা ইত্যকার বিষয়গুলো উল্লেখেরও প্রয়োজন বোধ করেননি। কুতর্কের খাতিরে হযতো বলা হবে রাজনৈতিক কর্মসুচিতে সভা-সমাবেশের অধিকার বলা হয়েছে বলেই শ্রমিক শ্রেণীর জন্য আহবান-নামক দফাগুলোতে তা আর উল্লেখিত হয়নি। ব্যাপারটা যদি এতোটাই সহজ-সরল হতো, তবে বাংলাদেশের মতো দেশে সংবিধানমূলে রাষ্ট্রিক নীতি হিসাবে শোষণমুক্তি বর্ণিত হওয়া সত্ত্বে এবং বিশ্ব বিজয়ী বুর্জোয়াদের চৌহদ্দির মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীকে আটক-আবদ্ধকরণে বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত আই.এল.ও-র কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুস্বাক্ষরকারী হলেও বহু ক্ষেত্রতো বটেই এমন কি দেশের সব চাইতে বড় শিল্প খাত- গার্মমেন্টস কারখানায় এখনো অবাধ সভা-সমাবেশ সহ সমিতি গড়ার সুযোগ না থাকায় শ্রমিকদের ঠেলায় পড়ে অতি সম্প্রতিও সরকারের মন্ত্রীরা তা নিশ্চিত করার অংগীকার করেছেন। আর লেনিন সাহেব ক্ষমতা দখল করার পর তাঁরই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের নেতৃত্বে ভুভুক্ষ শ্রমিকরা মিছিল করার অপরাধে চেকা-পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়েছে, বাদ যায়নি পার্টি নেতাও যিনি ছিলেন একই সংগে শ্রমিক নেতাও। অথচ, ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির ৩৮৭ নং অনুচ্ছেদে বিবৃত এই:" Whereas the League of Nations has for its object the establishment of universal peace, and such a peace can be established only if it is based upon social justice;

And whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship, and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the world are

imperilled; and an improvement of those conditions is urgently required: as, for example, by the regulation of the hours of work, including the establishment of a maximum working day and week, the regulation of the labour supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate living wage, the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employment, the protection of children, young persons and women, provision for old age and injury, protection of the interests of workers when employed in countries other than their own recognition of the principle of freedom of association, the organisation of vocational and technical education and other measures;

Whereas also the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle in the way of other nations which desire to improve the conditions in their own countries;

The HIGH CONTRACTING PARTIES, moved by sentiments of justice and humanity as well as by the desire to secure the permanent peace of the world, agree to the following:"

উল্লেখ্য, পুঞ্জীভূত পুঁজি ও মজুতকৃত পণ্যের ভারে ন্যুব্জ ও উন্মাদ জার্মানী পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালন ও বাজারজাতকরণে ইতোপূর্বে দুনিয়া দখলকারী ইংলন্ড, ফ্রান্স ইত্যাদির কব্জা হতে কিঞ্চিত পরিমাণ হলেও সুযোগ-সুবিধা হাসিলে সূচনা করেছিল ইতিহাসের সর্বচাইতে হিংস্র, বর্বর, জঘন্য হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের তান্ডবলীলা অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সংকটাপন্ন পুঁজিবাদের নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় ২য় আন্তর্জাতিক মরণাপন্ন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রেণী যুদ্ধ শুরু করতে পারলে ১৯০০ সালের মহা সংকট হতে উদ্ভুত হতো সমাজতন্ত্র। কিন্তু, যেহেতু ১৮৯৬ সালে ২য় আন্তর্জাতিক ' জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের' প্রস্তাবের ভিত্তিতে শ্রেণী যুদ্ধের নীতি পরিহার করে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভিন্ন জাত-জাতিতে বিভক্ত করেছে সেহেতু সংকটাপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণী বনাম শ্রেণী চেতনায় সমৃদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মোক্ষম সুযোগ হাত ছাড়া হয়েছে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর। কিন্তু, ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক মোড়লদের বিশ্বাসঘাতকতায় দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বুর্জোয়ারা রেহাই পায়নি তাদের নৈরাজ্যিক উৎপাদনের অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকট হতে। ফলে- উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করা ছাড়া গত্যান্তর ছিল না দুনিয়ার বিশেষত ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর। অত:পর, যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের সৃষ্ট শিল্প-কারখানা, উৎপাদিত পণ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠোমো ইত্যাদি ধ্বংস করাসহ মানুষ হত্যায় মেতেছিল অতিরিক্ত পুঁজি-পণ্যের সংকটে উন্মাদ-উন্মত্ত পুঁজিপতি শ্রেণী।

শান্তিচুক্তির নামে কার্যত জার্মানীর নিকট আত্ম সমর্পন ও রাশিয়াকে জার্মান পুঁজি-পণ্যের ডাম্পি ল্যান্ড হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে জার্মানীকে কিঞ্চিত সুবিধা দিতে সক্ষম হয়েছিল লেনিনের সরকার। কিন্তু, আখেরে মিত্র শক্তির নিকট হেরে যায় জার্মানী। অত:পর, উল্লেখিত ভার্সাই চুক্তিমূলে মিত্র শক্তির বিজয় ও তদানুকুলে পুঁজিবাদী দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য যুদ্ধ নয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পুঁজিবাদী সংকট-সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করার অবাস্তব বা কৃত্রিম চেষ্টা করা হয়। কাজেই, ভুয়াভাবে বৈশ্বিক পরিসরে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবীদার হলেও হত্যা-খুনে চ্যাম্পিয়ন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ী উক্ত ভার্সাই চুক্তিকারীরাও পরাজিতদের মতোই খুনি।

পুঁজিবাদী সমাজে সকল অশান্তির মুল ও ভান্ডার হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আর ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ করে শাশ্বত শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করা না হলে ব্যক্তি মালিকানার হেতুবাদেই নৈরাজ্যিক উৎপাদনের অনিবার্য পরিণতি অতি উৎপাদন এবং অতি উৎপাদন চক্রে পুন:পুন সংকটে নিপতিত পুঁজিবাদের পরিণতি-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উপযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর অভাবে পুঁজিবাদ সংকটোত্তরণে নানান কুকর্মসহ যুদ্ধ সংঘটন করে থাকে। যুদ্ধের নিমিত্তেই পুঁজিবাদ লালন-পালন করে পেশাদার খুনি তথা সেনাবাহিনী সমেত সমরাস্ত্র। অত:পর, ব্যক্তি মালিকানা থাকবে, ব্যক্তিগত মালিকানাজাত নৈরাজ্যিক উৎপাদন থাকবে, নৈরাজ্যিক উৎপাদনের পরিণতি-অতি উৎপাদন সংকট থাকবে এবং সর্বোপরি, সমরাস্ত্রসহ সেনাবাহিনী থাকবে অথচ, যুদ্ধ হবে না এমন আজগুবি বক্তব্য কেবল মিথ্যাই নয়, ধাপ্পাবাজিও বটে। তাছাড়া, উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণের মাধ্যমে পুঁজি উৎপন্ন হয় বলে পুঁজিবাদী সমাজ আজন্ম অন্যায় - অন্যায্য ও বৈরীতামুলক। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তিটাই অন্যায়-অন্যায্য বলেই পুঁজিবাদে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ নাই। তবু, পুঁজিবাদী সমাজকে অটটু-অক্ষুন্ন রেখে তথাকথিত 'ন্যায়' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে- এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার হীন মানসে ভার্সাই চুক্তিমূলে গঠিত লীগ অব ন্যাশন্সের উদ্দেশ্য হিসাবে- উল্লেখিত ৩৮৭ নং অনুচ্ছেদের শুরতেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভ্রান্তিমুলক বক্তব্য বিবৃত হয়েছে। অথচ, এমন বক্তব্য যে কেবল আজগুবি নয়, সমানতালে মিথ্যাও তাতো অন্য কেউ নয়, প্রমাণ করেছিল খোদ চুক্তিকারীরাই ১৯৩০ সালের মহামন্দায় আক্রান্ত হয়ে আবারো ইতিহাসের ভয়াবহতম ও জঘন্যতম ২য় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে। কাজেই, বিশ্ব শান্তি বিষয়ে ভার্সাই চুক্তিকারীরা ঐতিহাসিক প্রমাণ মুলেই যেমন মিথ্যুক তেমন ধাপ্পাবাজ।

আবার, উক্ত চুক্তিকারী খুনি, ধাপ্পাবাজরাই তাঁদের পুঁজিবাদী স্বার্থ হাসিলের অসৎ উদ্দেশ্যে আলোচ্য ৩৮৭ নং অনুচ্ছেদে বিশ্ব শান্তি বিপন্নের জন্য বিনা তথ্য-প্রমাণে সম্পুর্ণত অযৌক্তিকভাবে দায়-দোষী হিসাবে চিহ্নিত করেছে খোদ পুঁজিবাদের কারণেই দুর্ভোগ ও হীনাবস্থায় নিপতিত জনগোষ্ঠীকে। অথচ, পুঁজিবাদ ও ইতিহাস সর্ম্পকে সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধিও যার আছে সেও জানে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী কেবলই মুল্য ও উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নকারী মজুরি দাস বৈ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নয়। কাজেই, অতি উৎপাদন সংকটের জন্য শ্রমিক শ্রেণী দায়ী নয়। ফলে-অতি উৎপাদন

সংকট জনিত কারণে সৃষ্ট যুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থার জন্যও শ্রমিক শ্রেণী দায়-দোষী হওয়ার সুযোগ নাই। উপরন্ত, বুর্জোয়া সংকটে সৃষ্ট দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধও বুর্জোয়া শ্রেণী বৈ শ্রমিক শ্রেণী শুরু করে নাই। অথবা, কেবলই ব্যক্তিমালিকানার অবসানে পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত-উচ্ছেদে একটি বিশ্ব যুদ্ধ করা ছাড়া পুঁজি-পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিততে যুদ্ধ শুরু করার ন্যূনতম প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর নাই। তবু, বিশ্ব অশান্তির দায় শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিয়ে ভার্সাই চুক্তিকারীরা তাঁদের পুঁজিবাদী চরিত্রের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করেছে তাঁরা কেবল শোষক, প্রতারক, খুনি, যুদ্ধবাজ, ধাপ্পাবাজ, ও মিথ্যুকই নয়, বরং ইতিহাস বিকৃতিকারীও বটে।

তৎসত্ত্বেও, ভার্সাই চুক্তিকারী যুদ্ধবাজ,খুনি,মিথ্যুক ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর জীবন মান সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখতে উল্লেখিত অনুচ্ছেদে যে সকল সুযোগ-সুবিধার বিহীতাদি সম্পাদনের কথা বলেছে, সেরকম সুবিধাদির কথাও বলতে পারেনি মান্যবর লেনিন-প্লেখানভরা। সুতরাং, কেবলমাত্র ভার্সাই চুক্তির ৩৮৭ নং অনুচ্ছেদ মুলেও লেনিনরা জন্মসুত্রেও ভার্সাই চুক্তিকারী খুনি ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়াদের অধম।

(ঙ) রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট লেবর পার্টির আলোচ্য কর্মসূচির শেষ প্যারায় বর্ণিত এই:"In striving to achieve its immediate aims, the RSDLP supports every oppositional and revolutionary movement directed against the social and political order prevailing in Russia, while at the same time resolutely rejecting all reform proposals which are connected with any sort of extension or strengthening of tutelage by the police and officialdom over the labouring classes.

For its part, the RSDLP is firmly convinced that complete, consistent and lasting realisation of the political and social changes mentioned is attainable only through overthrow of the autocracy and the convocation of a constituent assembly, freely elected by the entire people."

না, মার্কস-এ্যাংগেলস যে রূপভাবে বলেছিলেন রাশিয়ার সফল বিপ্লবের শর্ত পশ্চিম ইউরোপীয় প্রলেতারীয় বিপ্লবের শর্তাধীন তা যেমন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা উল্লেখ করেননি তেমন,২য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে অধ:পতিত হওয়ার পরও ২য় আন্তর্জাতিক বা প্রথম আন্তর্জাতিক বা কমিউনিষ্ট লীগ ইত্যকার সংগঠন গুলোর নামও উল্লেখ করতে পারেনি শুধু এমনকি, মার্কস-এ্যাংগেলস যে, পুঁজিবাদী সমাজের নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ রূপান্তরের বিজ্ঞান আবিস্কার ও ব্যাখ্যা করেছেন বা নিদেন পক্ষে শ্রেণী হীন সমাজের প্রাথমিক ও মৌলিক সংবিধান তথা কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহার প্রণয়ন করেছিলেন তাও ঘুনাক্ষরেও উল্লেখ করেননি। অত:পর, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কর্তা-ব্যাখ্যাতাদের উপেক্ষা করে বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে স্বীকার না করে

বা কমিউনিষ্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক এবং ২য় আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিস্কার ও সুস্পষ্ট মতামত বা দৃষ্টিভংগি গ্রহণ না করে বা তদ্বিষয়ে নিশ্চুপ থেকে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাট বা বলশেভিক বা লেনিনবাদী হওয়া গেলেও কমিউনিষ্ট হওয়া যায় কি? প্রসংগত উল্লেখ্য- 'মার্কস ও Neue Rheinische Zeitung (১৮৪৮-১৮৪৯) ' নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন- " সুতরাং কমিউনিষ্টরা হল একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ-যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। অপরদিকে,তত্ত্বের দিক দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে। আর জার্মান পার্টি সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়েছিল: ' জার্মানীতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিষ্টরা তাদের সংগে একত্রে লড়ে নিরংকুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে।

কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়েতের মধ্যে যে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এইজন্য যাতে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সংগে সংগে যে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান মজুরেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে; এই জন্যই যাতে, জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীলদের শ্রেণীগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।"

অথচ, লেনিন বা রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা মুহূর্তের জন্য হলেও রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সহিত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধ বা বৈরীতার বিষয়টি স্মরণ করেনি বা বুর্জোয়াদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথাও বলেননি তাঁদের উক্ত কর্মসূচিতে। উপরন্ত, তাঁরা বলেছেন তাঁদের আশু উদ্দেশ্য হাসিলের পথে যদি অন্য কোন বিপ্লবী বা বিরোধী পক্ষ জারতন্ত্র উৎখাত করে তবে তাঁরা তা সমর্থন করবে যদি না সেই বিপ্লবী বা বিরোধী পক্ষ শ্রমিকদের উপর- 'আমলা ও পুলিশের অভিভাবকত্বের' মাত্রা প্রসারিত ও শক্তিশালী না করে। অর্থাৎ, ডেমোক্রাটরা ছাড়াও আরো কেউ কেউ হয়তো সেনাবাহিনীর ভাড়াটিয়া অধিকর্তা সমেত, জারতন্ত্রকে উৎখাত করার সম্ভাবনা জানা ছিল লেনিনদের। এবং অমন যারাই ক্ষমতা নিতেন হোক না সেনাপতি ইত্যকার শক্তি, তাকেই সমর্থন করে ক্ষমতার ভাগীদার হতে আপত্তি ছিল না লেনিনদের। এমনকি, আপত্তি নাই তাঁদের, যদি শ্রমিকদের উপর আমলা ও পুলিশের অভিবাবকত্ব বজায় থাকে জারতন্ত্রের পর্যায়ে। ফলে- এমন বক্তব্য দ্বারা অন্তত দুটো বিষয় পরিস্কার হয়-

এক. লেনিনদের মতে- রাশিয়ার বুর্জোয়া অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনে প্রধান প্রতিবন্ধক জারতন্ত্রকে উৎখাত করা অপরিহার্য হলেও এবং জারতন্ত্র উচ্ছেদের পরেও অন্তত শ্রমিকরা যদি জারতন্ত্রের দুর্নীতিবাজ আমলা-পুলিশের অভিভাবকত্বে থাকে অর্থাৎ বর্তমান হারেই শোষিত হয় তাতে লেনিনদের কোন আপত্তি নাই । তাহলেতো- শ্রমিকদের জন্য জারতন্ত্র কোন সমস্যা নয় বা জার উচ্ছেদ হলেও কার্যত জারতন্ত্রই শাসন করবে শ্রমিক শ্রেণীকে ।

দুই. রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা যদি সংগঠিত হতে সময় লাগে ততোদিনে যদি অপর কেউ ক্ষমতা দখল করে তবে তারও শেয়ার ছাড়তে রাজি নয় লেনিনরা। অত:পর, কেবলই বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ক্ষমতা দখলই যে, লেনিনদের আশু লক্ষ্য এবং সুস্পষ্ট ও খোলাসাভাবে না বলে রাখ-ডাকের আড়ালে অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি বা সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণের জন্য উপযুক্ত চূড়ান্ত লক্ষ্য যে, প্রকৃতই আশু লক্ষ্যরই অনুগামী অর্থাৎ রাশিয়ার ক্ষমতা দখলই লেনিনদের মুল লক্ষ্য সেটাই তো পরিস্কার হয় ।

অথচ, বুর্জোয়া ডেমোক্রাট বিপ্লবের শিবিরে প্রবেশ করা ভিলিখ-শাপারদের সহিত মার্কস-এ্যাংগেলস সহমত হতে পারেননি বলেই শাপাররা কমিউনিষ্ট লীগ ভেংগে ফেলেছিলেন এবং আখেরে কমিউনিষ্ট লীগের পরিসমাপ্তি ঘটে। এমনটাই ' কমিউনিষ্ট লীগের ইতিহাস প্রসঙগে' নিবন্ধে লিখেছেন এ্যাংগেলস। এমনকি, দুর্নীতিবাজ শাসনযন্ত্রের হেতুবাদেই একটি বুর্জোয়া বিপ্লব যে রাশিয়ায় আসন্ন সেকথাতো ১৮৭৫ সালে এ্যাংগেলস তাঁর ' রাশিয়ার সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙগে' নিবন্ধে পরিস্কার করে লিখেছেন। লেনিনরা কেউ কি মার্কস-এ্যাংগেলসদের উল্লেখিত মতামত পড়ে দেখেননি?

কমিউনিষ্টরা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগহীন অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাবিহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছাড়া বুর্জোয়া স্বার্থ সংরক্ষায় কাজ করার সুযোগ নাই। আর যদি কেউ তা করে অথবা, রুশ বুর্জোয়াদেরও শত্রু জারতন্ত্রের মধ্যেই যদি রেখে দিতে চায় রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে তবে তাঁরা কমিউনিষ্ট হওয়ার যোগ্য, না কি কমিউনিজমের নামে শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত করার সুযোগ-সন্ধানী, ধান্ধাবাজ ও ধাপ্পাবাজ?

যিশু নামের ব্যক্তি প্রপেট নয় আছে বটে ইন্ডিয়ায় অভিনেতা, তেমন নাম- রাম চরন সাধু হলেই হিন্দু ও সজ্জন হওয়া ছাড়া অসাধু-দুর্বৃত্ত হতে পারবে না অথবা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী চার্বাক অনুগামী বা ঈশ্বরদ্রোহী হতে পারবে না এমনটাতো নয়। আসলে নাম নয়, কামেই পরিচয় বলেই লেনিনরা যতোই কমিউনিষ্ট নাম ধারণ করুক না কেন রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করেতো প্রথাগত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে অধিক মাত্রায় উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে বাধ্য করার জন্যই পুঁজিবাদীদের বহুদলীয় তথাকথিত গণতন্ত্রের বদলে কেবলই একদলীয় বলা ভালো এক ব্যক্তির শাসন নিশ্চিত করে চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এবং খুবই স্বল্প সময়ে ইউরোপের দরিদ্রতম দেশ রাশিয়াকে পৃথিবীর ৩ নম্বর ধনী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। অনুরূপ পুঁজির বলেই পুঁজির আধিপত্য ও কর্তৃত্ব দুনিয়াময় বহাল রাখার জন্য আই.এম.এফের প্রতিষ্ঠাকালে সহপ্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে লেনিনের যোগ্য শীষ্য ষ্ট্যালিন- ১২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আই.এম.এফের এস.ডি.আর বাবত পরিশোধ করে দুনিয়ার ৩ নম্বর ধনী দেশ হিসাবে সোভিয়েতের স্থান নিশ্চিত করেছিল। স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রিয় শ্রমিক-কর্মচারীতে পরিণত করে অতিরিক্ত মাত্রায় ঠকিয়ে খুবই দ্রুততম সময়ে বিপুল পুঁজি গঠন করার রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে ফারাকহীন মর্মে বানোয়াটি

বক্তব্যের বিনির্মাতা লেনিনরা যে যেমন কর্মসুত্রে তেমন জন্মসূত্রেই রাশিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশেষত পুঁজিবাদের সেবক উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা তাওতো নিশ্চিত হয়।

আরো উল্লেখ্য-"ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০" পুস্তকে ১৮৫০ সালে মার্কস লিখেন- "কাজেই যে সব জাতি তাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করেছিল তাদের সঁপে দেওয়া হল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিপুলতর শক্তির কাছে। কিন্তু সেই সংগে সংগে এইসব জাতীয় বিপ্লবগুলির ভাগ্যকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভাগ্যাধীন হতে হল; তাদের বাহ্য আত্মকর্তৃত্ব, মহান সমাজ-বিপ্লব থেকে তাদের স্বাতন্ত্র খোয়া গেল। শ্রমিকের দাসত্ব যতদিন না ঘুচবে ততদিন না হাংগারিয়ান, না পোল, না ইতালিয়ান, কেউই মুক্তি পাবে না।

শেষ পর্যন্ত পবিত্র মিতালীর জয়লাভের ফলে ইউরোপের চেহারা এমন দাঁড়িয়েছে যে ফ্রান্সে প্রত্যেকটি নতুন প্রলেতারীয় অভ্যুত্থানকে সরাসরি এক বিশ্বযুদ্ধের সংগে মিলতে হবে। নতুন ফরাসি বিপ্লব বাধ্য হবে অবিলম্বে তার জাতীয় এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে **ইউরোপীয় ভূখন্ড দখল করতে।** একমাত্র এইখানেই সমাধা হতে পারবে উনিশ শতকের সমাজ-বিপ্লব। " অত:পর, শ্রমিকের দাসত্ব মোচনের কর্মসূচি ব্যতীত যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক কর্মসূচি হতে পারে না তাতো মার্কসরা প্রমাণ করেছিলেন। তবু, এক দেশে অর্থাৎ শুধুমাত্র রাশিয়ায় জারের ক্ষমতা দখলকারী লেনিনরা দুনিয়াময় প্রচার করলেন তাঁরা নাকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন! অথচ, একই পুস্তকে মার্কস লিখেছেন- " **সাধারণভাবে শ্রেণী বৈষম্য উচ্ছেদের,** যে সব উৎপাদন-সম্পর্কের উপরে তার প্রতিষ্ঠা তার উচ্ছেদের, সেই উৎপাদন-সম্পর্কের সংগে সংগতিপূর্ণ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক উচ্ছেদের, যে সমাজ সম্পর্ক থেকে যে সব ধ্যানধারণার উদ্ভব তার বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উৎক্রমণ-স্থান হিসাবে **বিপ্লবের নিরন্তরতা** এবং প্রলেতারীয় **শ্রেণী একনায়কত্বের ঘোষণাই** হল এই সমাজতন্ত্র।" কিন্তু লেনিন-মার্তভদের আলোচ্য কর্মসূচিতে আদৌ তেমন শ্রেণী একনায়কত্বের তিলমাত্র উল্লেখ নাই। সুতরাং, মার্কসের উপরোধৃত মতামতের সত্যতা প্যারী কমিউন দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও লেনিনরা তদ্বিষয়ে নিশ্চুপ থেকে এবং উপরন্ত শ্রেণী বৈষম্য উচ্ছেদে নয় বা শ্রেণী বৈষম্যের সহিত সম্পর্কিত সামাজিক সম্পর্ক উচ্ছেদেও নয় অথবা শ্রেণী বৈষম্য হতে উদ্ভুত ধ্যানধারণার বিনাশও নয়; অথবা বিশ্ব বিপ্লবের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার বা তেমন বিপ্লবের সহিত সমন্বয় সাধনের ঈশারা-ইংগিত নয় কেবলমাত্র জারতন্ত্র উৎখাত করে, এমনকি অন্যের দ্বারা হলেও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের কর্মসূচি এবং ইতোমধ্যে অপরাপর দেশে বুর্জোয়ারা যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে তাও বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ না করার পরও লেনিন-প্লেখানভ, মার্তভ-টট্রস্কিরা সমাজতন্ত্রী ? (!)

একই পুস্তকে মার্কস আরো লিখেছেন-" ১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লব **ইংরেজদের** অথবা **ফরাসীদের** বিপ্লব নয়। এগুলি হল **ইউরোপীয়** ছকে বিপ্লব। **পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার** বিরুদ্ধে সমাজের কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর জয়লাভ এগুলি ছিল না; এগুলি হল **নতুন ইউরোপীয় সমাজেরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঘোষণা।** এই বিপ্লবগুলিতে বুর্জোয়ারা বিজয়ী

হয়েছিল, কিন্তু, বুর্জোয়াদের এই বিজয় তখণ ছিল একটি নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়, সামন্ত সম্পত্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সম্পত্তির বিজয়; প্রদেশিকতার বিরুদ্ধে জাতিসত্তার, গিল্ড-এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার, সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠের অধিকারের বিরুদ্ধে সম্পত্তি-বিভাগের, মালিকের উপর জমির আধিপত্যের বিরুদ্ধে জমির মালিকের, কৃসংস্কারের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের, পারিবারিক উপাধির বিরুদ্ধে পরিবারের, বীরোচিত আলস্যের বিরুদ্ধে শ্রমশীলতার, এবং মধ্যযুগীয় বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে আধুনিক নাগরিক আইনের বিজয়। ১৬৪৮-এর বিপ্লব ছিল ষোলো শতাব্দির বিরুদ্ধে সতেরো শতাব্দির বিজয়লাভ, এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লব ছিল সতেরো শতাব্দির বিরুদ্ধে আঠারো শতাব্দির বিজয়। এই বিপ্লবগুলো পৃথিবীর যে অঞ্চলে ঘটেছিল সেই ইংলন্ড ও ফ্রান্সের প্রয়োজনকে প্রকাশ করার চেয়ে বেশি প্রকাশ করেছিল সেদিনের দুনিয়ার প্রয়োজনকে।" কিন্তু, লেনিনদের কর্মসূচি কি পারিবারিক উপাধি বিলোপ সহ আদি বুর্জোয়াদের দ্বারা সংঘটিত উপরের সকল বিজয়ী কর্মেরও পর্যায়ভুক্ত ?

একই পুস্তকে মার্কস রিখেছেন-" প্রজাতন্ত্র পুরানোর উপরে নতুন বোঝা চাপিয়ে দেবার দরুন ফরাসী কৃষকদের হাল কি দাঁড়াল বুঝতেই পারা যায়। দেখা যায় যে, তাদের শোষণ শুধু **রুপের** দিক দিয়েই শিল্প শ্রমিকদের শোষণের থেকে ভিন্ন ধরনের। শোষক একই:**পুঁজি**। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষণ করে **মর্গেজ ও সুদখোরির** মারফৎ; গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে **সরকারী ট্যাক্স** মারফৎ। কৃষকের স্বত্বাধিকারই হল সেই কবচ যার দ্বারা পুঁজি এযাবৎ তাকে যাদু করে এসেছে, সেই অছিলা যা তাকে লাগিয়েছে শিল্প শ্রমিকের বিরুদ্ধে। একমাত্র পুঁজির পতনেই কৃষকের উন্নতি বিধান সম্ভব; পুঁজিপতি বিরোধী এক প্রলেতারীয় সরকারই শুধু অবসান ঘটাতে পারে তার আর্থিক দুর্গতি, তার সামাজিক অবনতির। " সুতরাং, কৃষকের মুক্তি বিষয়ে কেবলমাত্র অনুরূপ বোধ ও কর্মসূচিই গ্রহণ করতে পারে কমিউনিষ্টরা । কাজেই, কৃষকদের বিষয়ে লেনিনদের দাবীকৃত কর্মসূচি যদি অনুরূপ হয় তবেই লেনিনরা মার্কসের বক্তব্য অনুযায়ী কমিউনিষ্ট হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। কিন্তু, এমনটা যে হতে পারে না তাতো লেনিনদের এযাবৎ পর্যালোচিত কর্মসূচি দ্বারাই নিশ্চিত হয়। তবু, ৫ দফা ভিত্তিক কর্মসূচি হুবুহ উদ্ধৃত করা হলো-

" 1. Cancellation of redemption and quit-rent payments, and also of every form of obligation now imposed upon the peasantry as a taxpaying estate.

2. Repeal of all laws which restrict the peasants' freedom to dispose of their land.

3. Return to the peasants of the sums of money extorted from them as redemption and quit-rent payments; confiscation, for this purpose, of monastery and church property and also of appanage

and crown lands and those belonging to members of the imperial family; imposition of a special tax on the estates of members of the landowning nobility who have benefited from redemption loans: the money raised in this way to be paid into a public fund for the cultural and welfare needs of the rural communities.

4. Establishment of peasants' committees: (a) for restoration to the rural communities (by expropriation or, in cases where the land has changed ownership, through purchase by the state at the expense of the large estates of the nobility) of the lands which were cut off and withheld from the peasants when serfdom was abolished and which now serve the landlords as a means of keeping the peasants in bondage; (b) for handing over to ownership by the peasants in Caucasia those lands which they have been working as temporary bondsmen, khizani and so on; (c) for doing away with the survivals of serfdom relations which are still intact in the Urals, in the Altai, in the Western Territory and in other parts of the country.

5. Granting to the courts of the right to reduce excessively high rents and to declare null and void all transactions involving servitude."

কমিউনিষ্ট ইস্তাহারেও ভূমির মালিকানা অবসানের কথা বলা হয়েছে। ১৮৮৫ সালে এ্যাংগেলসের লিখিত " কমিউনিষ্ট লীগের ইতিহাস প্রসংগে" নিবন্ধে উল্লেখিত "জার্মানিতে কমিউনিষ্ট পার্টির দাবি"-এর ৭ নং দফায় বর্ণিত আছে-" রাজরাজাদের জমিদারি ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক মহাল, সমস্ত খনি, আকর ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে। এইসব জমিতে সমগ্র সমাজের উপকারের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এবং বৃহদাকারে কৃষি কার্য করা হবে।" কিন্তু, উল্লেখিত কর্মসূচিতে এমন বক্তব্যও উল্লেখিততো নয়ই, এমনকি, জার-চার্চ বা ক্রাউন ল্যান্ডও রাষ্ট্রিয়করণের কর্মসূচি নাই। তবে,১৮৬১ সালের দায়মোচন বন্দোবস্ত আইনের কার্যকরতায় দায়মুক্তির জন্য যে সকল কৃষকদের নিকট হতে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়েছে সে সকল চাষীদেরকে ঐ অর্থ ফেরৎ দেওয়ার নিমিত্তে কেবলমাত্র বর্ণিতদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে। অত:পর, উল্লেখিতরা সহ ভূস্বামিদের অবশিষ্ট ভূমিতো তাঁদেরই থাকছে বলেই কর্মসূচির ৩ নং দফায় ভূস্বামিদের উপর বিশেষ করারোপের কথা বলা হয়েছে।

যদিচ, লেনিন রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে ' পেট গুণতি' হারে ব্যক্তি পর্যায়ে ভূমি বন্টন করে আদ্দিকালের কৃষি কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিধান দ্বারা রাশিয়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীদের এক মহাসমুদ্রে পরিণত করেছিল বলে ১৯৩৬ সালে ষ্ট্যালিনই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

তবে, কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা কৃষি উপকরণ আমদানি-রপ্তানি বা তা নিয়ে বাণিজ্য- এসব যা যা করার দরকার তা সবই করেছিল কৃষক নয় , লেনিনের রাষ্ট্র এবং কৃষকের ডিম-দুধ সহ যাবতীয় উৎপাদিত সামগ্রী হতে রাষ্ট্রজীবী শোষক বিশেষত সেনা-পুলিশ এবং লেনিনের বিশেষ খুনি বাহিনী চেকার জন্য আদায় উসুল করেছেন জনাব লেনিন। ফলে- প্রজাতন্ত্রে মার্কস বিবৃত শোষণের তুলনায় লেনিনীয় সমাজতন্ত্রে রাশিয়ার কৃষকরা সকল অর্থে এবং সামগ্রীকভাবে শোষিত-পীড়িত হয়েছে অনেক অনেক গুণ বেশী। যদিচ, লেনিনের অনুরূপ ভূমি বন্টনের ১০০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮১৮ সালে দক্ষিণ ভারতে রায়োতারী প্রথা চালু করেছিল ভারত জবরদখলকারী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী । তবে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী লেনিনের মতো কৃষি উপকরণ বা কৃষিজাত পণ্য বেচা-বিক্রির অধিকার হতে বঞ্চিত করেনি ভারতীয় রায়তদের। তারচেয়েও বড় প্রশ্ন পার্টির জন্মকালীন কর্মসূচিতে ভূমি বিষয়ে যা ছিল না সেই রূপ ব্যবস্থা যে লেনিন ক্ষমতা দখলের পরে করলেন তাতে কি মি: লেনিন তাঁর পার্টির জন্ম বিধান লংঘন করেননি। অবশ্য বুর্জোয়ারা এমন না হলে চলে না বলেই বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ আজন্ম পুঁজিবাদী হয়েও ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রিয় মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আবার লেনিন যেমন ১৯২০ সালে নিউ ইকোনোমিক পলিসির মাধ্যমে কেবল কৃষক নয়, ব্যবসাদারদেরও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন নিজের প্রণীত সংবিধান অকার্যকর করেই তেমন শেখ মুজিবরাও বিশেষত মুজিব কন্যা সংবিধানের এতদ্বিষয়ক অনুচ্ছেদ বহাল রেখেই ১০০% বেরসরকারীকরণের বিধান সম্বলিত 'বেসরকারীকরণ আইন-২০০০' জারী করেছেন, এবং সেই সকল আইন বা কথিত সংবিধান বহাল রেখেই হালের পুঁজিবাদী সংকটে বিশ্ব ব্যাংকের প্রস্তাব ও জি-৮ ও জি-২০-এর সিদ্ধান্ত মতো ' পাবলিক প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ' তথা পি.পি.পি- বাজেটারী বরাদ্ধের মাধ্যমে কার্যকর করছেন। অত:পর, লেনিনীয় রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্র আর শেখ মুজিবের আধা রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্র কেবলই ওয়াদা ভংগের দলিল নয় বরং স্ববিরোধীতায় ও অতি উৎপাদন সংকটে জেরবার পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী শোষকদের শোষণ অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় নীতি-কৌশল । তবে, হোক না তা স্ববিরোধী ও পূর্বাপর পরস্পরকে অস্বীকার বা অকার্যকর করার নামান্তর, তবু তাহাই-লেনিন বা শেখ মুজিবের দল, তাঁদের সকলেরই খাস খতিয়ান।

পুঁজি-র প্রথম খন্ড ২য় অংশ, অষ্টমভাগ,"অধ্যায় ৩৩। -শিল্পের উপর কৃষি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া"-য় মার্কস লিখেছেন-" সুতরাং কৃষিজীবী জনসমষ্টির একাংশ বন্ধনমুক্ত হওয়ার সংগে সংগে তাদের জীবিকা অর্জনের পুরনো উপায়গুলোও মুক্ত হয়ে পড়ল। সেগুলিকে এখন অস্থির পুঁজির বৈষয়িক উপাদানে রূপান্তরিত করা হল। দখলচ্যুত ও বাতাসে ভেসে বেড়ানো কৃষকদের এখন তাদের মূল্য ক্রয় করতে হবে মজুরির রূপে, তাদের নতুন প্রভু, শিল্প পুঁজিপতির কাছ থেকে। জীবিকা অর্জনের উপায়গুলির ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য, স্বদেশী কৃষির উপরে নির্ভরশীল শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। সেগুলিকে রূপান্তরিত করা হল স্থির পুঁজির উপাদানে।" কাজেই, লেনিনরা যে কর্মসূচির ২ নং দফায় কৃষকদের জমি হস্তান্তরকে 'স্বাধীনতা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাতো যথার্থভাবেই তাঁরা পার্টির প্রস্তাবনায় যে রূপ বলেছিলেন অর্থাৎ পুঁজিবাদী

অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতা দুর করবেন ,তার সহিতই সামঞ্জস্যপুর্ণ। অর্থাৎ জমি হস্তান্তর না করতে পারলে কৃষক কি করে বন্ধনমুক্ত হবে এবং তাঁদের জমি কি করে পুঁজির উপাদানে পরিণত হবে বা তাঁরাই কি করে মজুরে পরিণত হবে? আর শ্রমিক পাওয়া না গেলেতো শিল্প চলবে না। কাজেই, পুঁজিবাদের ইতিহাস মানে কৃষকের ভূমি হারানোর ইতিহাসও। কৃষকের কৃষি হতে শিল্প শ্রমিকে পরিণত হওয়া বিষয়ে পুঁজি গ্রন্থে নানান তথ্য-উপাত্ত দিয়ে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন মার্কস। তন্মধ্যে-পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থের অষ্টম ভাগ, অধ্যায়-২৭। " জমি থেকে কৃষিজীবী জনসমষ্টির উচ্ছেদ"-এর শেষ প্যারায় উচ্ছেদের নানান লোমহর্ষক বিবরণ হতে উদ্ভুত উপসংহার হিসাবে মার্কস লিখেছেন- " এইগুলি হল আদিম সঞ্চয়নের কয়েকটি রাখালিয়া কাব্যধর্মী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি পুঁজিবাদী কৃষির জন্য ক্ষেত্র জয় করেছিল, জমিকে করেছিল পুঁজির অংগাংগি অংশ, এবং শহরাঞ্চলের শিল্পগুলির জন্য সৃষ্টি করেছিল 'মুক্ত' ও আইন-বহির্ভূত প্রলেতারীয়তের আবশ্যকীয় যোগান।" অত:পর, বিপ্লবী ট্রটস্কি-লেনিনদের কর্মসুচির ২ নং দফা যে রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণীর পুঁজি বৃদ্ধিতে আবশ্যকীয় শ্রমিকের যোগান দেওয়ার জন্যই প্রণীত হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকার অবকাশ আছে কি? সমস্ত কর্মসূচিই কি রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করার জন্যই প্রণীত হয় নাই ? সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি নয় বা কৃষি শ্রমিকেরও মুক্তি নয়, কেবলই পুঁজি প্রসারের জন্য প্রণীত কর্মসূচি গ্রহণকারী লেনিনরা যদি কমিউনিষ্ট হয় তবে মার্কস-এ্যাংগেলস কমিউনিষ্ট নয়।

আরো উল্লেখ্য, ভূস্বামি থাকছে কিন্তু ভূমি মজুরদের বিষয়ে কিছুই উল্লেখিত নাই মহান সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিক দরদী লেনিন-মার্তভ, প্লেখানভ-টট্রস্কিদের কৃষি কর্মসূচিতে অথবা তিলমাত্রও উল্লেখিত হয়নি আধুনিক চাষাবাদ বা বৃহদায়তন উৎপাদন সংঘটনের কোন পরিকল্পনা। তবু, লেনিনরা সমাজতন্ত্রী!

' জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থের ভূমিকায় ১৮৭৪ সালে এ্যাংগেলস লিখেছেন-" যেখানেই মাঝারি ও বড় আকারের আবাদ-মহাল রয়েছে সেখানেই গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে সংখ্যাগনিষ্ট শ্রেণী হল ক্ষেত-মজুরেরা। উত্তর ও পূর্ব জার্মানি জুড়ে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। আর এখানেই শহরের শিল্প শ্রমিকেরা তাদের সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও সবচেয়ে স্বাভাবিক মিত্রের খোঁজ পায়। পুঁজিপতি যেমনভাবে শিল্প-শ্রমিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তেমনভাবে ক্ষেত-মজুরদের মুখোমুখি রয়েছে ভূস্বামী বা বড় জোতদার। যে ব্যবস্থায় প্রথমোক্তদের উপরকার হয় অন্যদেরও নিশ্চয়ই তাতে উপকার হয়। শিল্পরত শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের পুঁজিকে অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রাণধারণের উপকরণকে সামাজিক সম্পত্তিতে, নিজেদের দ্বারা একযোগে ব্যবহৃত নিজস্ব সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ঠিক সেইভাবে একমাত্র তখনই ক্ষেত-মজুররা তাদের ভয়াবহ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবে যখন সর্বপ্রথমেই তাদের শ্রমের মুল উপায় অর্থাৎ জমি বৃহৎ কৃষকদের ও বৃহত্তর সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং চাষ হবে ক্ষেত-মজুদের সমবায় সমিতির দ্বারা একযোগে । এখানেই আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষেদের ব্রাসলস কংগ্রেসে সেই বিখ্যাত সিদ্ধন্তে এসে পড়ি; ভূমি মালিকানাকে সাধারণ জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তর করাই

সমাজের স্বার্থ। যেসব দেশে বৃহৎ ভূমি মালিকানা আছে এবং যেখানে সেই সূত্রে এই বৃহৎ আবাদ মহলগুলি একজন প্রভু ও বহু মজুরের মাধ্যমে চালানো হয়, মূলত সেই সব দেশ সম্পর্কেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। " এবং এই প্যারার শেষাংশে বর্ণিত এই: " এই শ্রেণীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে এদের আন্দোলনে টেনে আনাই হল জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে আশু জরুরী কর্তব্য। যেদিন থেকে ক্ষেত-মজুর জনগণ তাদের নিজেদের স্বার্থ বুঝতে শিখবে সেদিন থেকে জার্মানিতে অসম্ভব হয়ে উঠবে প্রতিক্রিয়াশীল-সামন্ত, আমলাতান্ত্রিক অথবা বুর্জোয়া-সরকারের অস্তিত্ব। " অত:পর, শুধু মার্কস-এ্যাংগেলস নয়, ভূমি ও কৃষি বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রস্তাবও যারা গ্রহণ করে না তাঁরা কমিউনিষ্ট হলে প্রথম আন্তর্জাতিক এবং আন্তর্জাতিকের সমর্থনকারীরা কমিউনিষ্ট নয়।

উল্লেখ্য-রাশিয়ার কৃষক ও ভূস্বামী বিষয়ে " রাশিয়ার সামাজিক সম্পর্ক প্রসংগে" নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন-" ইউরোপীয় রাশিয়ায় কৃষকদের অধিকারে আছে ১০৫ মিলিয়ন দেসিয়াতিন জমি; অভিজাতদের (সংক্ষেপে করার জন্য বৃহৎ ভূস্বামীদের আমি এই আখ্যাই দেব) অধিকারে আছে ১০০ মিলিয়ন দেসিয়াতিন জমি, আবার এর প্রায় অর্ধেকটাই আছে ১৫,০০০ অভিজাতের দখলে, অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে গড়ে ৩,৩০০ দেসিয়াতিন জমির অধিকারী। " এবং এই নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন-ভূমিকর বাবত কৃষকরা ১৯৫ মিলিয়ন রুবল দিলেও অভিজাতরা দিত মাত্র ১৩ মিলিয়ন রুবল। অত:পর, প্রায় নিস্কর ভূস্বামী অভিজাতদের মহানুভবতায় বিমুগ্ধ লেনিনরা ভূমির মালিকানা অবসান বা ভূমিহীনদের মুক্তির বিষয়ে নিশ্চুপ থাকবে এবং ভূস্বামীদের ভূমি অধিগ্রহণ করবে না এটাই স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও লেনিনবাদীরা দাবী করবেন তাঁদের দেবতা লেনিন মানুষ মার্কসের যোগ্য উত্তরসূরি?

কমিউনিষ্ট নীতি কার্যকরণে কমিউনিষ্ট লীগ এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে এ্যাংগেলস তাঁর " কমিউনিষ্ট লীগের ইতিহাস প্রসংগে" লিখলেন-" প্রথম ধারায় বলা হয়, 'লীগের উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ, প্রলেতারীয়তের শাসন, শ্রেণী বিরোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ আর শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা। সংগঠনটি ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক, তার কমিটিগুলো ছিল নির্বাচনমূলক ও যেকোন সময় অপসারণীয়।" আর শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচ্য নিবন্ধেই ইতোপূর্বে বিবৃত ও উদ্ধৃত হয়েছে। কাজেই, অনুরূপ উদ্দেশ্য ছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টি হওয়ার সুযোগ নাই। কিন্তু, লেনিন-মার্তভ, প্লেখানভ-টট্রস্কিদের যে এমন উদ্দেশ্য প্রকাশিত নয় তাতো তাঁরাই নিশ্চিত করেছেন তাঁদের পার্টির উপরোল্লেখিত প্রস্তাবনা ও কর্মসূচি দ্বারা। এবং সেই কারণেই জন্মসূত্রেও লেনিনরা কমিউনিষ্ট নয় বলেই লেনিনদের পার্টির নিয়মাবলীও কমিউনিষ্ট পার্টির অনুরূপ হওয়ার সুযোগ-অবকাশ নাই। এমনকি, " আপোষ প্রসংগে" নিবন্ধে লেনিন, ৩ রা সেপ্টেম্বর,১৯১৬ সালেও উক্ত কর্মসূচি গ্রহণকারী তবে পার্টি নিয়মাবলী বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কারী মেনশেভিকদের সাথে আপোষের নিমিত্তে মেনশেভিকদেরকে কেবলই "আমাদের নিকটতম প্রতিপক্ষ" হিসাবে চিহ্নিত করে মেনশেভিকদেরকে " পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টি" হিসাবে চিহ্নিত

করেছেন। অত:পর, স্বয়ং লেনিন কবুল করছেন তিনি বা তাঁর দল পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টির শত্রু নয়, কেবলই প্রধান প্রতিপক্ষ মাত্র। উপরন্ত, একই প্রস্তাবনা ও একই কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত একটি দলের একাংশ পেটি বুর্জোয়া, আর আরেকাংশ কমিউনিষ্ট,তাতো হতে পারে না বলেই লেনিন যথার্থভাবেই মেনশেভিকদেরকে পেটি বুর্জোয়া প্রতিপক্ষ বলার মাধ্যমে নিজের বলশেভিক পার্টিকেও পেটি বুর্জোয়া পার্টি মর্মে নিজেই নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণী আর বুর্জোয়া শ্রেণী বৈরী সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই পরস্পরের শত্রু না হয়ে প্রতিপক্ষ বা মিত্র হওয়ার সুযোগ ঐতিহাসিক ভাবেই নাই। পেটি বুর্জোয়ারাও বুর্জোয়াই, শ্রমিক শ্রেণী নয়, তাই শ্রমিক শ্রেণীর সহিত বৈরীতামূলক সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কাধীন হওয়া বৈ মিত্র হওয়ার সুযোগ নাই। তবু, উক্ত নিবন্ধেই আপোষের সূত্র হিসাবে সোশ্যালিষ্ট-রেভলিউশানারীদের সরকার প্রতিষ্ঠার পুরানো দাবী পুনরায় : উত্থাপন করে পুন:পুন প্রমাণ করেছেন লেনিনরা কার্যতই এবং মূলতই পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীরই পার্টি।

অতপর, রুশ সোশ্যাল ডেমোকেট্রিক পার্টির নিয়মাবলী যে পেটি বুর্জোয়া পার্টির নিয়ম হওয়া ছাড়া কমিউনিষ্ট লীগ বা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলী হতে পারে না তাওতো নিশ্চিত। তবু, আমরা তাঁদের দুয়েকটি নিয়ম-নীতি নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে পারি-

(ক) রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির রুলসের শুরুতেই বলা হয়েছে- "1. A member of the Russian Social-Democratic Labour Party is one who accepts the Party's programme, supports the Party financially, and renders it regular personal assistance under the direction of one of its organisations." তদ্বারা বুঝানো ও পরিস্কার করা হল কমিউনিষ্ট লীগ বা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সিমিতির উদ্দেশ্য নয়, কেবলই উপরোল্লেখিত ও আলোচিত কর্মসূচি যা কেবলই বুর্জোয়া অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনে প্রণীত এবং কোনক্রমেই কমিউনিষ্টতো নয়ই, এমনকি খুনি,মিথ্যুক ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়াদের অধমদের কর্মসূচি, তা গ্রহণ ও কার্যকরণে অংশগ্রহণকারীরাই পার্টির সদস্য হওয়ার শর্তে অনুরূপ পার্টি- কেবলই খুনি-মিথ্যুক ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়াদের অধমদেরই পার্টি।

(খ) নিয়মাবলীর ১০ নং দফায় কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটি সহ সংগঠনের যেকোন উচ্চতর স্তরে নিজস্ব মতামত প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়েছে পার্টি সদস্যকে। কিন্তু ৫নং দফায় পার্টি কাউন্সিলকে পার্টির সর্বোচ্চ ইন্সিটিউট হিসাবে চিহ্নিত করে ২নং দফায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক সম্ভব হলে ২ বছরে একবার আহুত কেন্দ্রীয় কংগ্রেসকে পার্টির সুপ্রিম অর্গান হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও পার্টি সভ্যদের ক্ষমতা-এখতিয়ার আর কোথাও উল্লেখিত নাই অর্থাৎ কেবলই ১ নং দফায় বর্ণিত পার্টি সংগঠনের নিজস্ব স্তরের নির্দেশনমতো দায়িত্ব পালন করা ছাড়া সদস্যদের আর কোন অধিকার নাই। অথচ, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী প্রস্তবনার শেষ বাক্যে বলা হয়েছে-"কর্তব্য ব্যতিরেকে অধিকার এবং অধিকার ব্যতিরেকে কর্তব্য এই সমিতি স্বীকার করে না।" এবং সদস্যপদের শর্ত সহ সদস্যদের সম অধিকার বিষয়ে কমিউনিষ্ট লীগে বলা হয়েছে-

"Art. 2. The conditions of membership are:

A) A way of life and activity which corresponds to this aim;

B) Revolutionary energy and zeal in propaganda;

C) Acknowledgment of communism;

D) Abstention from participation in any anti-communist political or national association and notification of participation in any kind of association to the superior authority.

E) Subordination to the decisions of the League;

F) Observance of secrecy concerning the existence of all League affairs;

G) Unanimous admission into a community.

Whosoever no longer complies with these conditions is expelled (see Section VIII).

Art. 3. All members are equal and brothers and as such owe each other assistance in every situation."

(Source:http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/rules.htm) অত:পর, লীগের সদস্য বিশেষ জাতীয় সমিতিতে যোগদানও বহিস্কার যোগ্য অপরাধ হলেও লেনিনরা মুলত একটি জাতীয় পার্টিই গঠন করেছেন বলেই লেনিন-প্লেখানভরা কেবলমাত্র লীগের উল্লেখিত একটি শর্তেই কমিউনিষ্ট হওয়ার অযোগ্য। তাছাড়া– কেবলই নিজস্ব সংগঠনের নির্দেশনা মতো পার্টির প্রতি দায়-দায়িত্ব পালন আর কেবল নিজস্ব মতামত প্রদান ছাড়া কোন অধিকার লেনিনদের পার্টি সভ্যদের নাই কেবল এমনই নয়, কার্যত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের আবরণে ও অনিশ্চিত মেয়াদী আহুত কংগ্রেসের সুপ্রিমেসীর ছুতায় মুলত এবং সর্বোতভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব যা লেনিন নিজেই লিখেছেন সামরিক শৃংখলার চরম কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিধান যে, কমিউনিষ্ট লীগ বা প্রথম আন্তর্জাতিকের নিয়ম নীতি নয়, তাওতো

উপরোদ্ধৃত বক্তব্য দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া, লেনিনের লিখিত ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে জাতি বিশেষের অভিব্যক্তি প্রকাশের যে বক্তব্য অত্র নিবন্ধেই ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তা যদি লেনিনদের পার্টির নিয়মাবলীর সহিত মিলিয়ে পড়া হয়, তাহলে তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে- লেনিনের মতো একজন ব্যক্তির একক আধিপত্য ও কর্তৃত্ব। অনুরূপ কর্তৃত্ব মিশরীয় পিরামিডীয় ঘৃণিত রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলেও তা যে, বুর্জোয়া ভুয়া গণতান্ত্রিক রীতি নীতিও নয়, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করারও অবকাশ নাই।

(গ) "ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" পুস্তকে এ্যাংগেলস লিখেছেন-" সে সময় থেকে কোন বিশেষ প্রবুদ্ধ মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিস্কার হয়ে সমাজতন্ত্র আর রইল না,তা হল প্রলেতারীয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের আবিশ্যিক ফল।" অত:পর, মার্কস-এ্যাংগেলসদের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাংগঠনিক নিয়মাবলীতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে জাতীয় চৌহদ্দিতে বিকাশে অসম্ভব বুর্জোয়া শ্রেণী সমগ্র দুনিয়াকে দখল ও দখলাধীন জগৎকে নিজের ছাঁচে গড়ে নিয়েছে বলেই বার্ধক্যে উপনীতি পুঁজিবাদী সমাজই জন্ম দিয়েছে বিকশিত শ্রমিক শ্রেণী। সুতরাং, দেশ-জাতিহীন দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি ছাড়া পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানা হতে উচ্ছেদ করা যাবে না অথবা, বিশ্বময় অনুরূপ বুর্জোয়া ব্যবস্থা চালু করে অতি উৎপাদন সংকটে পুন:পুন নিমজ্জিত পুঁজিপতি শ্রেণী নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় নিজস্ব মালিকানা হারায় বলেই অনুরূপ নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীর উচ্ছেদ সমেত ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে সাধারণ বা সামাজিক অর্থাৎ সকলের মালিকানার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বলেই ' দুনিয়ার মজুর এক হও' রূপ কমিউনিষ্ট সূত্র-অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী যুদ্ধের মৌলিক নীতি ঘোষণা ও কার্যকর করার জন্যই কমিউনিষ্ট ইস্তাহার প্রণীত এবং কমিউনিষ্ট লীগ ও প্রথম আন্ত র্জাতিক গঠিত হয়েছিল। সুতরাং, অনুরূপ নীতি অর্থাৎ 'দুনিয়ার মজুর এক হও' নীতি বিবর্জিত কোন পার্টি আদৌ কমিউনিষ্ট পার্টি হওয়ার যোগ্য -উপযুক্ত নয়। অত:পর, কমিউনিষ্ট হলে প্লেখানভ-লেনিনরা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টির মুল শ্লোগান হিসাবে ' দুনিয়ার মজুর এক হও' গ্রহণ করতো। কিন্তু রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি -'দুনিয়ার মজুর এক হও' কার্যকরণে যেমন কোন প্রস্তাব-নীতি বা নিয়মাবলী গ্রহণ করেনি তেমন ভুল করে হলেও অনুরূপ স্লোগানের উচ্চারণও করেনি। কাজেই, রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বিভক্ত হয়ে জন্ম নেওয়া বলশেভিক পার্টি , যার নেতা লেনিন কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের পরই তদার্থেও কিউবার ফিদেলদের ওস্তাদ হিসাবে কমিউনিষ্ট নাম ধারণ করেছিল কেবলই শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত-বিভ্রান্ত ও বিভক্তকরণের জন্য। সেই লেনিনরা -কমিউনিষ্টতো নয়ই, জন্মসূত্রেও বলশেভিকরা খুনি ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়াদের অধম।